পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1547, Saturday, 14 October 2023 *FREE* www.parichoy.com

আমি প্রেসিডেন্ট থাকলে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ হতো না বললেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পাতায়

আরো আছে...

- এশিয়ায় প্রবৃদ্ধির দৌড়ে চীনকে ছাড়িয়ে ভারতের পরেই বাংলাদেশ বলেছে আইএমএফ-৫ম পাতায়
- বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার নিচে ভারত : ৫ম পাতায়
- বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্পদ ৪ ট্রিলিয়ন ডলার-৫ম পাতায়
- ইসরায়েলকে অন্তহীন সহায়তা দিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র -তেল আবিবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন: ৬ষ্ঠ পাতায়
- ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশিসহ ৩৪ সংগঠনের বিবৃতিতে হার্ভার্ডে উত্তেজনা-৬ষ্ঠ পাতায়
- ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ইরানের সম্পৃক্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলেছে যুক্তরাষ্ট্র-৭ম পাতায়
- ২০ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ বেড়েছে ৫শ বিলিয়ন, জাতীয় ঋণ সাড়ে ৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার -৭ম পাতায়
- গোপন নথি উদ্ধার তদন্তের অংশ হিসেবে বাইডেনের সাক্ষাৎকার নিলেন বিশেষ কৌঁসুলি-৭ম পাতায়
- ইউক্রেনকে অপরিসীম সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয় বললেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান - ৭ম পাতায়

এটা যুদ্ধ নয়, ধ্বংসযজ্ঞ বললেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

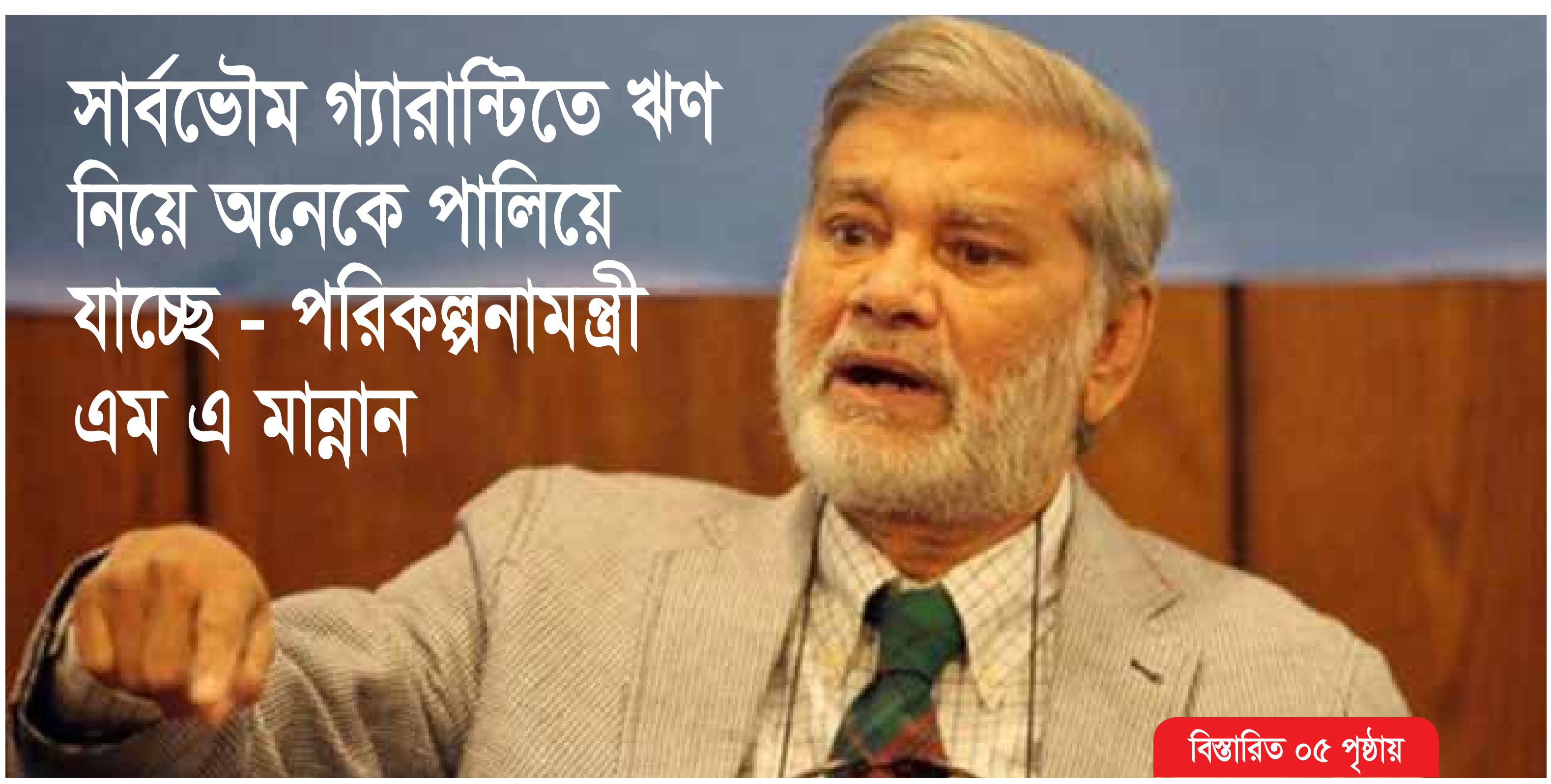

সার্বভৌম গ্যারান্টিতে ঋণ নিয়ে অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে - পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

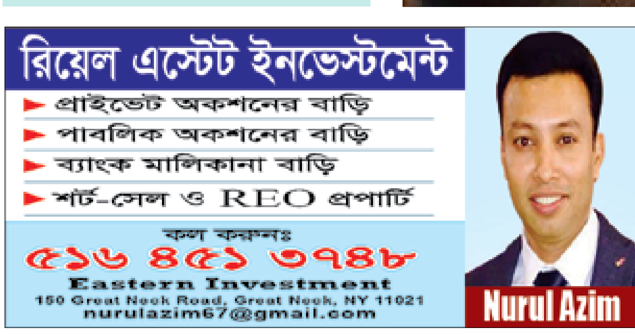

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

এটা যুদ্ধ নয়, ধ্বংসযজ্ঞ বললেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধেরও এক ধরনের নৈতিকতা রয়েছে। এ ধ্বংসযজ্ঞ যুদ্ধের নৈতিকতাবিরোধী। ফিলিস্তিনের গাজায় কয়েক দিন ধরে চলমান অবরোধ এবং বিরামহীন ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।

গত বুধবার (১১ অক্টোবর) পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন একে পার্টির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় এরদোগান ইসরাইলের প্রতি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতিটি যুদ্ধের নীতিনৈতিকতা আছে। সপ্তাহজুড়ে গাজায় যা চলছে তাতে নৈতিকতার মারাত্মক লঙ্ঘন হচ্ছে।

অবরুদ্ধ গাজায় বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া এবং বেসামরিক স্থাপনা ধ্বংসের প্রসঙ্গ টেনে এরদোগান বলেন, 'মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধা দেওয়া ও বেসামরিক মানুষজনের ঘরবাড়িতে বোমা হামলা করা যুদ্ধের লজ্জাজনক কৌশল। এটা যুদ্ধ নয়, এটি একটি ধ্বংসযজ্ঞ।'

এরদোগান আরও বলেন, ইসরাইলের ভূখণ্ডে বেসামরিক মানুষজনকে হত্যা করায় প্রকাশ্যে সমালোচনা করি আমরা। সেই সঙ্গে গাজার নিরীহ মানুষজনের ওপর চালানো ধ্বংসযজ্ঞ ও বিরামহীন বোমাবর্ষণের মাধ্যমে হত্যার ঘটনাকেও সমর্থন করা যায় না।

ইসরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনের সংগঠন হামাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত গত শনিবার (০৭ মার্চ। ইসরাইলের ভূখণ্ডে ওই দিন নজিরবিহীন রকেট হামলা চালায় হামাস। মাত্র ২০ মিনিটে ৫ হাজারের মতো রকেট ছুড়ে নিজেদের শক্তির জানান দেয় সংগঠনটি। ভেদ করে ইসরাইলের নিশ্ছিদ্র সুরক্ষাবলয় ।শুধু তাই নয়, সীমান্ত পেরিয়ে ইসরাইলে ঢুকে পড়েন হামাসের যোদ্ধারা। শুরুতে হতবাক হলেও দ্রুত পালটা জবাব দেয় ইসরাইল। পালটা আক্রমণ করে গাজা উপত্যকায়। এর পর থেকে ফিলিস্তিনে মুহুর্মুহু বোমা পড়ছে। ইসরাইলি বিমান হামলায় গাজায় অসংখ্য ভবন ধসে পড়েছে। দেখা দিয়েছে খাবারের চরম সংকট। অনেক জায়গায় নেই বিদ্যুৎ। সুপেয় পানির সংকটে ভুগছেন গাজাবাসী। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গাজায় দুই শতাধিক জায়গায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য, ইসরাইলি হামলায় মৃতের সংখ্যা এক হাজার ৭০০ ছাড়িয়েছে। অন্যদিকে হামাসের হামলায় ইসরাইলের মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ২০০।

ইসরায়েলের আলটিমেটামে গাজায় 'মানবিক সংকট' জানালো ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের আলটিমেটামের সমালোচনা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সংস্থাটির ফরেন পলিসির প্রধান জোসেফ বোরেল বলেন, ইসরায়েলের এমন নির্দেশনায় কোনোভাবে মানা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১১ লাখ বাসিন্দাদের গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়া কোনোভাবে সম্ভব নয়। এটি বাস্তবায়ন করা একেবারেই অসম্ভব। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

পি কে হালদারকে কি ভারত থেকে ফেরত আনা যাবে?

সার্বভৌম গ্যারান্টিতে ঋণ নিয়ে অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে

- বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

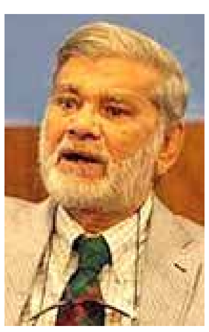

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, সার্বভৌম গ্যারান্টিতে অনেকে বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই ঋণ আবার সরকারকেই পরিশোধ করতে হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট দেশের অর্থনীতির জন্য চিন্তার বিষয় হলেও তা সংকটের নয় বলেও জানান তিনি। সেই সঙ্গে উন্নয়ন চাইলে যানজট হজম করার কথাও বলেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী।

ব্র্যাক ব্যাংক ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ'র আয়োজন করে সোশ্যাল ইনোভেশন ফর বাংলাদেশ-এসআইডি। এতে উঠে আসে উন্নয়ন ধরে রাখার নানা চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা। সংলাপ সঞ্চালনা করেন সংস্থাটির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যাডওয়ার্ড অপূর্ব সিংহ। আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদান, ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

এশিয়ায় প্রবৃদ্ধির দৌড়ে চীনকে ছাড়িয়ে ভারতের পরেই বাংলাদেশ বলেছে আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধির দৌড়ে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এক্ষেত্রে চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। তবে মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতির দিক থেকে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়া শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের পরেই রয়েছে বাংলাদেশ।

গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) রিজিওনাল ইকোনমিক আউটলুক অক্টোবর ২০২৩ বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস অক্টোবর ২০২৩ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার নিচে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক (জিএসআই) প্রকাশিত হয়েছে। এই সূচকে গত বছরের তুলনায় আরও নিচে নেমে গেছে ভারত। অবশ্য বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা এগিয়ে রয়েছে ভারতের চেয়ে। তবে এই সমীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে গত বছর ভারতের স্থান ছিল ১০৭ নম্বরে। এবছর দেশটি আরও চার ধাপ নিচে নেমে গেছে। ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান এখন ১১১ নম্বরে। শিশুদের অপুষ্টির হারের দিক থেকেও ভারতের অবস্থা ভয়াবহ। দেশটিতে শিশুদের অপুষ্টির হার ১৮ দশমিক সাত শতাংশ। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্পদ ৪ ট্রিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ইসলামী ব্যাংকিং। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর পাশাপাশি অমুসলিম দেশগুলোয়ও বাড়ছে এর আধিপত্য। যার কারণে বৈশ্বিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার। সম্প্রতি আল হুদা সেন্টার অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ইকোনমিকস প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর অ্যারাবিয়ান বিজনেস।

বিশ্বের বড় অংশজুড়েই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামী ব্যাংকিংকে সম্ভাব্য উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। মালয়েশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত দেশগুলোয় ইসলামী ব্যাংকিং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালে শিল্পটিতে সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। যদি সবকিছু এমন

গতিতে থাকে। তবে ২০২৫ সালের মধ্যে খাতটি ৫ ট্রিলিয়নে উন্নীত হবে।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ শরিয়াহনির্ভর অর্থ লেনদেনের প্রতি চাহিদা বৃদ্ধি। পাশাপাশি মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতার প্রভাবও রয়েছে। অমুসলিম দেশগুলোয় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে খাতটির জন্য। প্রমাণ করে খাতের সক্ষমতাও।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার দুই প্রধান চালিকাশক্তি হলো ইসলামী ব্যাংকিং ও সুকুক। ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী, ইসলামী ব্যাংক খাতে মোট সম্পদের ৪৪ শতাংশের অবদান গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) ভুক্ত দেশগুলোর। ২৬ দশমিক ৩ শতাংশের বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

কে কি বললেন

গাজাবাসীদের অবশ্যই তাদের ভূখণ্ডে থাকতে হবে - মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি

সৌদি আরব ফিলিস্তিনিদের পাশে রয়েছে-ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে এক ফোনালাপে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিবেচনায় সৃষ্ট ব্যাংকগুলো জনগণের অর্থ লোপাটেই বেশি মনোযোগী - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আমরা ভারতেরও দালাল নই, আওয়ামী লীগেরও দালাল নই- বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর রানা দাশগুপ্ত

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

অবিশ্বাস্য সহায়তা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাল ইসরায়েল

ইসরায়েলকে অন্তহীন সহায়তা দিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র -তেল আবিবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন

পরিচয় ডেস্ক: তেলআবিবে সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহুকে আশ্বস্ত করে ব্যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'আমরা এখানে আছি। আমরা কোথাও যাচ্ছি না। যুক্তরাষ্ট্র সব সময় ইসরায়েলের পাশে থাকবে'। তিনি আরো বলেন ইসরায়েলকে অন্তহীন সহায়তা দিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র।একই সঙ্গে তিনি সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন। এ জন্য তিনি গাজায় অভিযান চালানোর ব্যাপারে ইসরায়েলকে সংযতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

আল-জাজিরা জানায়, বৃহস্পতিবার তেলআবিবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ইসরায়েলি বাহিনী-হামাসের তীব্র সংঘাতের মধ্যেই তেলআবিবে গেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন। মূলত ইসরায়েলের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতেই তিনি এ সফর করছেন। এদিকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী ছয় দিন ধরে বিমান হামলা চালাচ্ছে। এতে শিশুসহ বহু ফিলিস্তিনি প্রাণ হারাচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "ইসরায়েল কীভাবে নিজেকে রক্ষা করে সেটি একটি 'বিষয়' হলেও সাধারণ মানুষদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সম্ভাব্য সব ধরনের পূর্ব সতর্কতা নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, হামাসের হাতে জিম্মিদের ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা চালাবেন ব্লিঙ্কেন। হামাসের হাতে জিম্মিদের মধ্যে কয়েকজন মার্কিন নাগরিকও রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া গাজায় সম্ভাব্য স্থল হামলায় সেখানে বসবাসরত আমেরিকান-ফিলিস্তিনিদের মিসরে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে তিনি মিসর ও ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাতে শুরু থেকেই তেলআবিবকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। হামাসের সঙ্গে লড়াইয়ে সহায়তা করতে গত বুধবার (১১ অক্টোবর) ইসরায়েলে গোলাবারুদবোঝাই বিমান পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন।

এদিকে ইসরায়েল সফর শেষে ব্লিঙ্কেন জর্ডানের পথে যাত্রা করবেন। সেখানে তিনি বাদশা আবদুল্লাহ এবং ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, এই সফরে ব্লিঙ্কেন মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশে সফরে যেতে পারেন। ২৫ মার্কিন নাগরিক নিহত: তেলআবিবে সংবাদ সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন নিশ্চিত করেছেন যে, গত শনিবার থেকে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় অন্তত ২৫ জন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন।

অবিশ্বাস্য সহায়তা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাল ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলকে অবিশ্বাস্য সহায়তা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, হামাসের বর্বরদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে অবিশ্বাস্য সমর্থনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যে বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) ইসরায়েল সফরে গেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সেখানে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। এরপর দুই দেশের নেতা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানেই এসব কথা বলেছেন নেতানিয়াহু।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভয়াবহতার যত গল্প সেগুলো তাদের (হামাস) কথা বলছে। আর সাহসিকতার গল্পগুলো আমাদের কথা বলছে। এই যুদ্ধে সাহসিকতার বিজয় হবে।

তিনি বলেন, হামাস *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

আটলান্টিকের তলদেশ থেকে টাইটানের বাকি ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার

পরিচয় ডেস্ক: টাইটান ডুবোযানের (সাবমার্সিবল) অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন প্রকৌশলীরা। টাইটানের আরোহীদের অনুমিত দেহাবশেষও উদ্ধার করেছেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড এ তথ্য জানিয়েছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে থাকা বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য রওনা দিয়ে গত ১৮ জুন বিপর্যয়কর অন্তর্মুখী চাপে টাইটান ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

সমুদ্র-পর্যটনে ডুবোযানটি পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওশানগেট। এ অভিযাত্রায় টাইটানে পাঁচজন আরোহী ছিলেন। তাঁরা সবাই নিহত হন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ওশানগেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্টকটন রাশ, ব্রিটিশ ধনকুবের হামিশ হার্ডিং, ব্রিটিশ-পাকিস্তানি ধনকুবের শাহজাদা দাউদ, তাঁর ছেলে সুলেমান দাউদ ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য পল অঁরি নাজোলে।

সাগরপৃষ্ঠ থেকে তলদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরুর পৌনে দুই ঘণ্টার মাথায় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবেরকে সাবমেরিনের গোপন তথ্য জানান ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার বিলিয়নিয়ার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন সম্পর্কে গোপন তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোতে সম্প্রতি এ অভিযোগ করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নেওয়ার তিন মাস পর ২০২১ সালের এপ্রিলে তাঁর ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়। ট্রাম্প এখনো এই *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সপ্তাহ পার হতেই মারা গেলেন ১০৪ বছরে স্কাই ডাইভ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়া নারী

পরিচয় ডেস্ক: ১০৪ বছর বয়সে সবচেয়ে বেশি বয়সী হিসেবে স্কাই ডাইভ করার আট দিন পর মারা গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর বাসিন্দা ডরোথি হফনার। গত সোমবার (৯ অক্টোবর) নিজের অবসরকালীন আবাসনে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর আগে গত ১ অক্টোবর ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে সাড়ে ১৩ হাজার ফুট ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এই ডেয়ারডেভিল।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু জো কনেন্ট জানান, কোনো বিশ্ব রেকর্ড গড়ার ইচ্ছায় নয়, শুধু খেয়ালের বশেই আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ডরোথি। তবে সফলভাবে অবতরণের পর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে নথি ভুক্ত হওয়ার জন্য একটি আবেদনও করেছেন।

অবশেষে আট দিনের মাথায় ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন তিনি। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশিসহ ৩৪ সংগঠনের বিবৃতিতে হার্ভার্ডে উত্তেজনা

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে একটি বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি ছাত্র সংগঠনের একটি জোট। এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অ্যালামনাই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সংগঠনগুলোর মধ্যে 'বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব স্টুডেন্টস অ্যাট হার্ভার্ড কলেজ' ও 'হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল বাংলাদেশ ককাশ' নামে বাংলাদেশি দুটি ছাত্র সংগঠনেরও নাম উল্লেখ আছে।

১০ অক্টোবর মঙ্গলবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকার রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ ছাত্রসংগঠন গত সোমবার তাদের বিবৃতি প্রকাশ করে। চলমান সংঘাতের জন্য বিবৃতিতে এককভাবে ইসরায়েলকে দায়ী করেছে সংগঠনগুলো। ইসরায়েলকে একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছে তারা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সংগঠনগুলোর মধ্যে 'হার্ভার্ড জিউস ফর লিবারেশন' নামে একটি ইহুদি সংগঠন স্বাক্ষর করে চমক সৃষ্টি করেছে। এই তালিকায় 'আফ্রিকান-আমেরিকান রেজিস্ট্যান্স অর্গানাইজেশন' নামে কৃষ্ণাঙ্গদের একটি সংগঠনও রয়েছে। বাকি সংগঠনগুলোর বেশির ভাগই মুসলিম, আরব ও এশিয়াসংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের।

এদিকে ফিলিস্তিনের পক্ষে দেওয়া ওই বিবৃতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই। তারা ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

হার্ভার্ড অ্যালামনাইয়ের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক মার্কিন ট্রেজারি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিনের পক্ষে হার্ভার্ডের ৩৪ ছাত্রসংগঠনের বিবৃতির নিন্দায় সাবেকরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি ছাত্র সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘাতের জন্য এককভাবে ইসরায়েলকেই দায়ী করেছে।

তবে হার্ভার্ডের সাবেক শিক্ষার্থীরা এ বিবৃতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এমনকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন অনেক অ্যালামনাই।

যদিও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলে হামাসের হামলায় নারীশিশুসহ অন্তত ৯০০ মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর ওই বিবৃতির বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।

'জয়েন্ট স্টেটমেন্ট বাই হার্ভার্ড প্যালেস্টাইন সলিডারিটি গ্রুপস অন দ্য সিচুয়েশন ইন প্যালেস্টাইন' শীর্ষ যৌথ বিবৃতিতে ৩৪টি ছাত্র সংগঠন স্বাক্ষর করেছে। ইসরায়েলের নিন্দা জানানোর মধ্যে শামিল হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও। এই মানবাধিকার সংস্থাটি আইভি লিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হলো আইভি লিগেরই একটি প্রতিষ্ঠান।

যুক্তরাষ্ট্রের আটজন প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান চারজন বিচারপতি হার্ভার্ডের সাবেক শিক্ষার্থী।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামাসের এই আকস্মিক হামলা অকারণে বা হাওয়া থেকে হয়নি। ইসরায়েলি সরকার ফিলিস্তিনের বাসিন্দাদের দুই দশকের বেশি সময় ধরে একটি 'উন্মুক্ত জেলখানার' মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করছে। আমরা এখানে স্বাক্ষরকারী ছাত্র সংগঠনগুলো চলমান সহিংসতার জন্য *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ইরানের সম্পৃক্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইরানের সমর্থনে হামাস আরও শক্তিশালী হয়েছে। তবে ইসরায়েলে হামাসের এই সুনির্দিষ্ট হামলায় ইরানের জড়িত থাকার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পায়নি।

গতকাল রোববার এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্লিঙ্কেন এসব কথা বলেন।

গত শনিবার সকালে ইসরায়েলে বড় ধরনের হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের এই পদক্ষেপের পাল্টা হিসেবে ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

হামাস ও ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলায় এখন পর্যন্ত উভয় পক্ষে প্রায় ১ হাজার ১০০ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলে নিহত মানুষের সংখ্যা ৭০০ ছাড়িয়েছে। আর গাজায় ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

এবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইরান ও হামাসের মধ্যে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। প্রকৃতপক্ষে ইরানের কাছ থেকে বহু বছর ধরে পাওয়া সমর্থন ছাড়া হামাস হামাস হতো না। ইসরায়েলে হামাসের এই সুনির্দিষ্ট হামলায় ইরানের জড়িত থাকার বিষয়ে তাঁরা এখনো প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাননি। তবে বহু বছর

ধরে হামাসের প্রতি ইরানের সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট।

ব্লিঙ্কেন আরও বলেন, অন্যান্য দেশে অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ডের জন্য, সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের জন্য তাঁরা গত কয়েক বছর ধরে ইরানের বিরুদ্ধে শক্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অতীতে হামাসকে সমর্থনের জন্য তাঁরা ইরানের চার শতাধিক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।

ইসরায়েলে হামাসের হামলার পরিকল্পনায় ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তার বিষয়ে যে খবর বেরিয়েছে, তা অস্বীকার করেছে তেহরান। আজ সোমবার যুক্তরাজ্যের দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

তবে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি গতকাল বলেছেন, তাঁর দেশ ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে।

একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এই অঞ্চলকে বিপন্ন করার জন্য ইসরায়েলকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

ইউক্রেনকে অপরিসীম সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়

বললেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেছেন, কংগ্রেস অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ না করায় ওয়াশিংটনের পক্ষে ইউক্রেনকে আর অপরিসীম সাহায্য দেওয়া সম্ভব হবে না। গত ১১ অক্টোবর বুধবার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সুলিভান এ কথা বলেন।

সুলিভান বলেন, 'নিকটবর্তী সময় বিবেচনায় আমাদের ইউক্রেন ও ইসরায়েল উভয় দেশের জন্যই তহবিল সরবরাহ করার অনুরোধ পেয়েছি।' যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সংকটের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'কিন্তু আপনি যখন খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন এসব বিষয়ে (ইউক্রেনে সহায়তা) দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার ক্ষেত্রে কোনো চেষ্টা করার সুযোগ থাকবে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আরও বলেন, 'এবং ইউক্রেন ও ইউক্রেনে তহবিল সরবরাহের বিষয়ে আমরা আসলে খাদের কিনারে চলে এসেছি। আমরা আজও ২০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করছি এবং যত দিন সম্ভব আমরা এমনটা করতে থাকব, কিন্তু এটি তো অপরিসীম বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে পারে না।'

প্রেস ব্রিফিংয়ে সুলিভানকে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি আসলে 'নিকটবর্তী সময়' বলতে কী বুঝিয়েছেন। জবাবে সুলিভান নির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে বলেছেন, বিষয়টি নির্ভর করছে ইসরায়েল ও ইউক্রেন কত দ্রুত তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ ব্যবহার করে ফেলছে এবং তাদের চাহিদা কী ও এর বিপরীতে আমাদের কী কী সরবরাহের সক্ষমতা রয়েছে।

এদিকে শীতের মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে টিকে থ াকতে মিত্র দেশগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রুশ আগ্রাসন শুরুর পর গতকাল বুধবার পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদর দপ্তরে প্রথমবারের মতো সফরে গিয়ে জেলেনস্কি এই আহ্বান জানান।

এর আগে পেন্টাগনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছিলেন, 'আমরা একই সময়ে ইসরায়েল ও ইউক্রেন উভয় দেশকে অস্ত্রসহায়তা দিতে সক্ষম এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো সময়ে আমরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতেও সক্ষম।' ওই কর্মকর্তা আরও বলেছেন, 'যদিও আমরা ইউক্রেনকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সহায়তা প্রদান করছি এবং সেই সহায়তা অব্যাহত রাখব। তবে আমরা বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়েও সতর্ক যে, আমরা অন্যান্য সংকট ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও সাড়া

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

২০ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ বেড়েছে ৫শ বিলিয়ন, জাতীয় ঋণ সাড়ে ৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গত জানুয়ারিতে এক মাসেরও কম সময়ে ৫শ বিলিয়ন ডলার ঋণ বৃদ্ধি পায়। সেই সময় দেশটির জাতীয় ঋণ ছাড়িয়ে যায় ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। গত সপ্তাহে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের দেওয়া তথ্য অনুসারে মার্কিন জাতীয় ঋণ মাত্র ২০ দিনের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বেড়ে ৩৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ট্রেজারি রিপোর্ট করেছে যে অপারেটিং খরচ মেটাতে ফেডারেল সরকার কর্তৃক ধার করা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩.০৪ ট্রিলিয়ন। ওয়াশিংটনকে ৩২ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণ থেকে বর্তমান পর্যায়ের ঋণে নিয়ে যেতে তিন মাস লেগেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, যা আইনত ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছিল, এ বছরের জানুয়ারিতে তা অতিক্রম করে। অথচ মার্কিন অর্থনীতির মোট আউটপুট ছিল মাত্র ২৫.৪৬ ট্রিলিয়ন, অর্থাৎ জাতীয় ঋণ মেটাতে অর্থনীতিকে ৩৩.৫% বৃদ্ধি করতে হবে। হোয়াইট হাউস ঋণের সীমা তুলে নিতে কংগ্রেসকে চাপ দিচ্ছে।

গত ৩ জুন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একটি দ্বিদলীয় ঋণ বিলে স্বাক্ষর করেন যা ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঋণের সীমা তুলে নেওয়ার অনুমতি দেয়, এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়কর সংকট এড়িয়ে যায়। ঋণের সীমা বাড়ানোর চুক্তিটি নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। ব্যয়ের অগ্রাধিকার নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ ব্যবস্থার অনুমোদনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে এই আশঙ্কার মধ্যে যে রিপাবলিকানরা, যারা হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে, তারা ফিসকাল রেসপনসিবিলিটি অ্যাক্টকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে বসে। কারণ তাদের যুক্তি ছিল একটি ডিফল্ট অন্য দেশে মূল্য এবং বন্ধকী হারের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব সহ, বিদেশে আর্থিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে, যা ধার নেওয়া বা বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করে।

গোপন নথি উদ্ধার তদন্তের অংশ হিসেবে বাইডেনের সাক্ষাৎকার নিলেন বিশেষ কৌঁসুলি

পরিচয় ডেস্ক: শ্রেণিবদ্ধ নথি (গোপনীয় সরকারি নথি) ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত তদন্তের অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিশেষ কৌঁসুলি রবার্ট হুর।

গত সোমবার (০৯ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসের কৌঁসুলির কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে। হোয়াইট হাউসের কৌঁসুলির কার্যালয়ের মুখপাত্র ইয়ান সামস এক বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাক্ষাৎকারটি ছিল স্বেচ্ছামূলক। দুই দিন ধরে তাঁর

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

আমি প্রেসিডেন্ট থাকলে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ হতো না বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক:সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, যদি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকতেন- তাহলে ইসরাইল ও হামাসের বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা ঘটার কোনো সুযোগই থাকতো না। চলমান এই যুদ্ধের জন্য নিজের উত্তরসূরী ও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের অদক্ষতা ও অদূরদর্শীতাকেও দায়ী করেছেন বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির এই শীর্ষ নেতা।

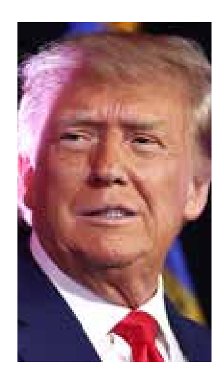

গত সোমবার (০৯ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যে এক প্রচারণা সভায় গিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে ইসরাইলে যা হচ্ছে তা রীতিমতো ভয়াবহ, বিভৎস। ছোটো শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে-যখন আমি আপনাদের প্রেসিডেন্ট ছিলাম- আমাদের শান্তি ছিল, শক্তিও ছিল; কিন্তু এখন? এখন চারিদিকে আমরা দেখছি দুর্বলতা, সঙ্ঘাত, বিশৃঙ্খলা। ইসরাইলে আমরা যে নৃশংসতা দেখছি, আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি- আমি যদি প্রেসিডেন্ট থাকতাম,

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য

- বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল

পরিচয় ডেস্ক: প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, ‘আমরা সব সময় চিন্তা করছি, আমাদের সংলাপেও প্রায় প্রত্যেকটা দল সেনাবাহিনীর কথা বলেছে। এখনো আমরা লক্ষ করছি, সেনাবাহিনীর উপস্থিতিটা একান্তভাবে কাম্য। জনগণ আর্মির ওপর আস্থা রাখতে চায়।’

গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে তৃণমূল বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা বলেন সিইসি। বৈঠকে সিইসির দেওয়া বক্তব্যটির ভিডিও সন্ধ্যার দিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ফেসবুকে শেয়ার করা হয়েছে।

বৈঠকে সিইসি বলেন, ‘আমি কতটা স্বাধীন, কতটা কী করতে পারব, আমার যে কাজড়সাংবিধানিকভাবে সরকার বাধ্য নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করতে। সরকারের সহায়তার ওপর আমাদের ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হবে। আপনারা জানেন যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে। মানে সরকারি দল একটা ভিন্ন জিনিস বা সরকার একটা...। কিন্তু এই সরকারের পেছনে একটি দলও আছে। তো শুরুতে অনেকেই একটা দুশ্চিন্তায় থাকেন যে সরকার আসলেই নিরপেক্ষ হবে কি না। সাংবিধানিকভাবে সরকার সেই নিরপেক্ষ সরকার দিতে বাধ্য।’

সিইসি হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘মূলত সরকার বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি সেটা হলো জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন। সেটিই হচ্ছে বাংলাদেশের মূল সরকার। আমাদের লার্জলি ডিপেন্ড করতে হবে কিন্তু জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর। এর পাশাপাশি আপনাদের একটা কথা বলবড়এটি (নির্বাচন) একটি খেলা। আপনি যদি ভালো না খেলেন, তাহলে জেতার প্রত্যাশা করা কঠিন।’ সিইসি আরও বলেন, ‘যাঁরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, অবশ্যই সেখানে পোলিং এজেন্ট থাকতে হবে। এজেন্ট যদি অনুগত হয়, সাহসী হয় এবং অনুগত হয়, সে যদি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অন্যের পক্ষে আপনার বিপক্ষে অনাচার করা কঠিন হবে। আমি কিন্তু ওখানে বসে আপনার ঘর পাহারা দিতে পারব না। ৪২ হাজার কেন্দ্র, ৩ লাখ বুথে একজন মানুষের পক্ষে বিভাজিত হয়ে কোটি কোটি হয়ে, যেটা ফেরেশতারা পারে। কিন্তু আমরা পারব না। যতটা সম্ভব আমরা মনিটরিং করব, পর্যবেক্ষণ। কীভাবে রাজনীতির মাঠে নিরপেক্ষতা সৃষ্টি করতে হয়, কীভাবে প্রতিপক্ষকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, নিশ্চয়ই সেই অভিজ্ঞতা আপনাদের (দলগুলোর) আছে। না থাকলে থাকতে হবে।’

এ সময় নির্বাচন কমিশনেরও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমাদের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই থাকবে। আমাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকতে পারে। সামর্থ্যের বিষয়টি সব সময় আপেক্ষিক। আমরা চাই অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। আমাদের ক্ষমতা সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করব। এতে আপনাদের সহযোগিতা লাগবে।’

সিইসি বলেন, ‘ভোটবিমুখতা আপনারা (রাজনীতিক) সবাই মিলে তৈরি করেছেন। আমরা করিনি। সামান্য একটি চাকরি করতাম। মাসে মাসে কিছু বেতন পেতাম। পলিটিকস কী, রাজনীতি কী, এত বড় চিন্তার সামর্থ্য আমার ছিল না। কাজেই, আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। রাজনীতি বিষয়ে আপনাদের অগাধ জ্ঞান রয়েছে। সেটি আপনারা প্রয়োগ করবেন। মানুষকে ভোটকেন্দ্রে আনতে আমাদের প্রচার থাকবে। কিন্তু যারা প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল, তাদের ভোটারের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে। জনগণকে জাগ্রত করতে আপনারা যেটা পারবেন আমরা কিন্তু সেটা পারব না। পেশিশক্তিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে জনগণের ভোটাধিকার অবশ্যই ব্যাহত হতে পারে।’

এ সময় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আহসান হাবিব খান (অব.) বলেন, ‘আমরা ৩৫ থেকে ৪০ বছরের কর্মজীবনের সুনাম এই পাঁচ বছরে খোয়াতে চাই না। শতভাগ ইমান, বিবেক, আমাদের শিক্ষা এবং আইনের মধ্যে থেকে কাজ করব। নির্বাচনটা টিমওয়ার্ক। এতে সকলের সহযোগিতা দরকার।’ বৈঠকে তৃণমূল বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনসহ ১২ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

পিটার হাসের মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে

বললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপিকে আমেরিকা রোগে পাইছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, ‘পিটার হাস সাহেব কি করবেন? ভিসানীতি দিবেন? কি করবেন নিষেধাজ্ঞা দিবেন? পিটার হাস সাহেবের মুরুব্বিদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে গেছে।’

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘আর কাউকে তো পায় না। ওইভাবে আমেরিকানরাও আসে না। পাত্তা দেয় না। দৌড়ে যায় পিটার হাসের কাছে। সকালে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক, মির্জা ফখরুলের অস্বীকার

পরিচয় ডেস্ক:ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।বিএনপির একটি সূত্র এ বৈঠকের কথা নিশ্চিত করলেও দলটির মহাসচিব তা স্বীকার করেননি। তিনি বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বলেন, ‘আমি অথোরিটি নিয়ে বলছিড়এ ধরনের বৈঠক হয়নি। ফেইক (ভুয়া)।’

সূত্রটি জানায়, রাজধানী গুলশানের আমেরিকান ক্লাবে দুপুর পৌনে ১ থেকে সোয়া ২টা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা মির্জা ফখরুল ও পিটার ডি হাসের মধ্যে ওই বৈঠক হয়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক ডেপুটি কাউন্সিলর আর্তুরো হাইন্সও উপস্থিত ছিলেন। তবে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। তবে বিএনপি বা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসড়কোনো পক্ষ থেকেই ওই বৈঠকের বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

পরিস্থিতি সামলাতে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে

- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মানুষ এই সরকারের ওপর অতিষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে। বিদেশে ঘুরে ঘুরে যদি কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায়। আর ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। এই দেশের সব মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। মানুষ বাঁচতে চায় আপনাদের হাত থেকে। আপনাদের চুরি, দুর্নীতি, নির্যাতন, যন্ত্রণা, রাষ্ট্রকে সব কিছু থেকে ধ্বংস করে দেয়া- এসব থেকে মানুষ বাঁচতে চায়।’

রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, নিরাপদ ক্যাম্পাস ও ভোটাধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সব কিছু দখল করে নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। দেশে এখন দুই শ্রেণি। একশ্রেণি পাহাড় বানিয়েছে বিত্তের, টাকা-পয়সা সম্পদের। তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ এই দেশে পড়ে না, তারা টাকা সব বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা এই দেশে পড়াশোনা করে চাকরি পায় না। অথচ এই সরকার কথা দিয়েছিল, ঘরে ঘরে চাকরি দেবে।’

‘আওয়ামী লীগ সবসময় একটা প্রতারক দল’ মন্তব্য করে ফখরুল বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের ফ্রি টিকিটের ফাঁদে অবৈধ পণ্যের কারবার, গ্রেপ্তার ৩

পরিচয় ডেস্ক: দেশে ফিরবেন, প্রথমে এমন প্রবাসীদের টার্গেট করা হতো। পরে ফেসবুকের বিভিন্ন প্রবাসী গ্রুপে ফ্রি উড়োজাহাজের টিকিটে বাংলাদেশে ফেরার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। এভাবেই একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীদের কাজে লাগিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী দেশে নিয়ে আসতো। পরে প্রবাসীর স্বজনদের জিম্মি করে ওই পণ্য বুঝে নেয়া হতো। এমনই প্রতারক চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। রেপ্তাররা হলেন- খোরশেদ আলম (৫২), বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে রেজুলেশন -বললেন জার্মান এমপি

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেষ করে ‘অধিকার’ ইস্যুতে রেজুলেশন সম্পর্কে জার্মান এমপি ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেছেন, ‘আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম, কারণ সাধারণভাবে আমি এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে সত্যিই সন্দিহান। কারণ- প্রথমত এগুলো খুব তড়িঘড়ি করে এনজিওগুলো থেকে উত্থাপন করা হয়।’ যুক্তরাজ্যের ইউটুডেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানান তিনি।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেন, ‘তারা (এনজিওগুলো) সাধারণত পুনরায় নিরীক্ষা না করা তথ্যকে গুরুত্ব দেয়। এজন্য আমি নিজে পুনরায় নিরীক্ষা করি। এরপর দুতাবাসগুলোকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেই এবং এটি সব দিক থেকে গুগলে সার্চ করি। সাধারণত আমি মনে করি না যে, এই ঘটনাগুলো বিশ্বাসযোগ্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না কারণ একজন এনজিও কর্মী পুলিশের সহিংসতা সম্পর্কে একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং এটি সত্যিকারের উত্থান বা দাঙ্গার কারণ হতে পারে এমন ঝুঁকি ছিল। এ ধরনের ভুল তথ্য ইউরোপেও শাস্তিযোগ্য।’

তার মতে, ‘‘ভুয়া এনজিও, যারা প্রায়শই মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে, প্রায়শই আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার জন্য ‘সন্দেহভাজন’ ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সম্প্রতি ‘কাতারগেট কেলেঙ্কারির’ মতো তারা কখনও কখনও সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে প্রায়শই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য বিদেশি কুশীলবদের নিয়ে কমিশন করা হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলো ইইউ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে সমাধান করতে চাইছে।’’

বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে তার নিজস্ব সুপারিশ জিজ্ঞাসা জানতে চাইলে ক্রাহ বলেন, ‘অবশ্যই ভুল তথ্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে- আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করা, তবে সাধারণভাবে আপনাকে এই এনজিও শক্তির পুরো কাঠামোর দিকে বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ নিয়ে চীন-রাশিয়া-আমেরিকার আগ্রহের জায়গা কোথায়?

BBC বাংলা **বিবিসির প্রতিবেদন**

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে কী না তা নিয়ে নানা মত আছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন- বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, সম্ভাবনাময় অর্থনীতি এবং বঙ্গোপসাগরের প্রতি বৈশ্বিক আগ্রহ - এসব কারণে রাজনৈতিক মেরুকরণের নতুন ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলাদেশ। এর সাথে দ্বিমতও আছে। বিশ্লেষকদের আরেকটি অংশ মনে করছেন, বাংলাদেশ নিয়ে শক্তিধর দেশগুলোর আগ্রহ থাকলেও সেটা খুব বেশি নয়।

বাংলাদেশ নিয়ে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া যেসব তৎপরতা এবং বক্তব্য দিয়েছে তাতে মেরুকরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আসন্ন সাধারন নির্বাচন নিয়ে বর্তমান সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ দৃশ্যমান হলেও চীন এবং রাশিয়ার অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়া ও চীনের বিরোধ এখন দৃশ্যমান। এর প্রভাব বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পড়ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

আমেরিকা কী চায়?

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর মনে করেন, বাংলাদেশ আসলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার নতুন মেরুকরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

তার বিশ্লেষণ হচ্ছে , বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির একটি অংশ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করা। এরই অংশ হিসেবে তারা বাংলাদেশের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমেরিকার একটা ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল আছে যেটি সক্রিয়ভাবে কার্যকর করতে তারা মনোনিবেশ করেছে। এ কারণেই এশিয়া অঞ্চলে বন্ধু সংগ্রহে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র।

"আমেরিকার লক্ষ্য চীন-রাশিয়া বলয় থেকে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক বিশ্বের বলয়ের সাথে সংযুক্ত করা বা সংযুক্তিকে আরো শক্তিশালী করা," বলেন মি. কবীর।

কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোও চায় বাংলাদেশে যাতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মুজিবের বায়োপিক বলবে বাংলাদেশের ইতিহাস- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: ১৩ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলোতে একযোগে মুক্তি পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র (বায়োপিক) 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার'। বহুল প্রতীক্ষিত এই চলচ্চিত্রটি দেখে জাতি অনেক অজানা তথ্য ও ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো দেখেন তিনি। চলচ্চিত্রটির উদ্বোধন ঘোষণার আগে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার' সিনেমাটি নির্মিত হওয়ায় ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব চির অটুট থাকুক এমনটাই চাই। তিনি বলেন, 'সিনেমাটি নির্মাণের শুরুতে কিছু বাধা এসেছিল, তবুও এটি শেষ হয়েছে। দেশবাসীর কাছে আমার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

সুলিভান-প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের প্রতিবেদককে 'মিথ্যাবাদী সাংবাদিক' বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক মাঝপথে থেমে গিয়েছিল বলে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, এই প্রতিবেদন যিনি করেছেন তিনি 'মিথ্যাবাদী' সাংবাদিক। ওই বৈঠকে সুন্দর আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের উপসহকারী মন্ত্রী আফরিন আক্তারের সঙ্গে বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের আলোচনা মাঝপথে থেমে যাওয়া সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিয়ে সাংবাদিকেরা জানতে চান। এর জবাবে ড. মোমেন বলেন, 'যে সাংবাদিক লিখেছেন আলোচনা মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী সাংবাদিক। সে আহাম্মকের সঙ্গে আছে।' সুলিভানের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, জানতে চাইলে সেটি এড়িয়ে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনী কূটনীতি

শিরীন-আমুর ভারত সফরে কৌতূহল, যাবেন কাদেরও

পরিচয় ডেস্ক: কূটনৈতিক এমন তৎপরতার মধ্যেই আওয়ামী লীগের দুই নেতার ভারত সফর আলোচনায় এসেছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা আমির হোসেন আমু এখন নয়াদিল্লি অবস্থান করছেন। তাদের এই সফর ব্যাপক কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও ভারত সফরে যেতে পারেন এমন আভাস মিলেছে। যদিও দলটির নেতারা বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। অবশ্য তার মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দিন-তারিখ ঠিক না হলেও এ রকম একটি সফর *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

চীনের প্রভাব ইন্দোপ্যাসেফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে

- ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

পরিচয় ডেস্ক: ইন্দোপ্যাসেফিক অঞ্চলে ক্রমেই চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবাধে বাড়তে দিলে তা এ এ অঞ্চলের দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস।

গত সোমবার (৯ অক্টোবর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত বে অব বেঙ্গল সম্মেলনের 'ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিযোগিতা' শীর্ষক অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। পিটার হাস বলেন, অনেকেই মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণা দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তা নয়, দেশগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে তারা কি গণতন্ত্র চায় নাকি একনায়কতন্ত্র। এই বিষয়ে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই সম্মত হয়েছে। এটা কখনো আধিপত্য নয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সম্পর্কে পিটার হাস বলেন, বাংলাদেশ সম্প্রতি ইন্দোপ্যাসেফিক অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অনুধাবন করতে পেরেছে। একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং এই অঞ্চলে নিজেদের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আমরা চাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গন্তব্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং স্বাধীনভাবে করতে সক্ষম হবে।

চীন-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল

পরিচয় ডেস্ক: ভারত আর চীনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি জানতে চেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্টের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) বিকালে ইউএস ইনস্টিটিউট ফর পিস (ইউএসআইপি) এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দেশের ফরেন পলিসি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সাব কন্টিনেন্টে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যাচ্ছে এসব বিষয়ে বাংলাদেশের কি ভূমিকা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কি চিন্তা করছে- এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আওয়ামী লীগের এই নেত্রী বলেন, তারা জানতে চেয়েছে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে

মেহেদী হাসান রাহাত : বাংলাদেশের অর্থনীতি যে এত দ্রুত পরিবর্তন হবে সেটি কেউ ভাবতে পারেনি। সরকারের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ এমনকি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিনিধিদের কাছেও এ পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের। বেসরকারি খাতও স্নায়ুচাপে। তারাও মনে করছে না যে বাংলাদেশ সহজেই এ থেকে বের হতে পারবে। বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্য অংশীদার দেশের দূতাবাসগুলো তাদের দেশের কোম্পানির পাওনা আদায়ে দৌড়ঝাঁপ করছে। বিদেশী অনেক ব্যাংক বাংলাদেশের এলসি খুলছে না কিংবা অনীহা দেখাচ্ছে। এমনকি সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবসা বাড়িয়েছেন এমন অনেক ব্যবসায়ীও (বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতের) এখন সরকারের কাছ থেকে পাওনা অর্থ ছাড় করতে না পেরে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। বিশ্লেষকরা মনে করছেন ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ না করায় এ সংকট তৈরি হয়েছে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সব সূচকই এখন চাপের মধ্যে রয়েছে। মূল্যস্ফীতির বাড়-বাড়ন্তে নাভিশ্বাস উঠছে মানুষের। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগ অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আগের মাসের তুলনায় এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও তা ১২ শতাংশের নিচে নামানো যায়নি।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমেই কমছে। সর্বশেষ ৪ অক্টোবর আইএমএফের বিপিএম৬ পদ্ধতি অনুসারে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলার। নিট রিজার্ভ ছিল ১৭ বিলিয়ন ডলার। গত সেপ্টেম্বরেই রিজার্ভ কমেছে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যেখানে গত দুই বছরে প্রতি মাসে গড়ে ১ বিলিয়ন ডলার করে রিজার্ভ কমেছে। রিজার্ভের ক্রমপতনে সরকারের আমদানি সক্ষমতাও দিন দিন

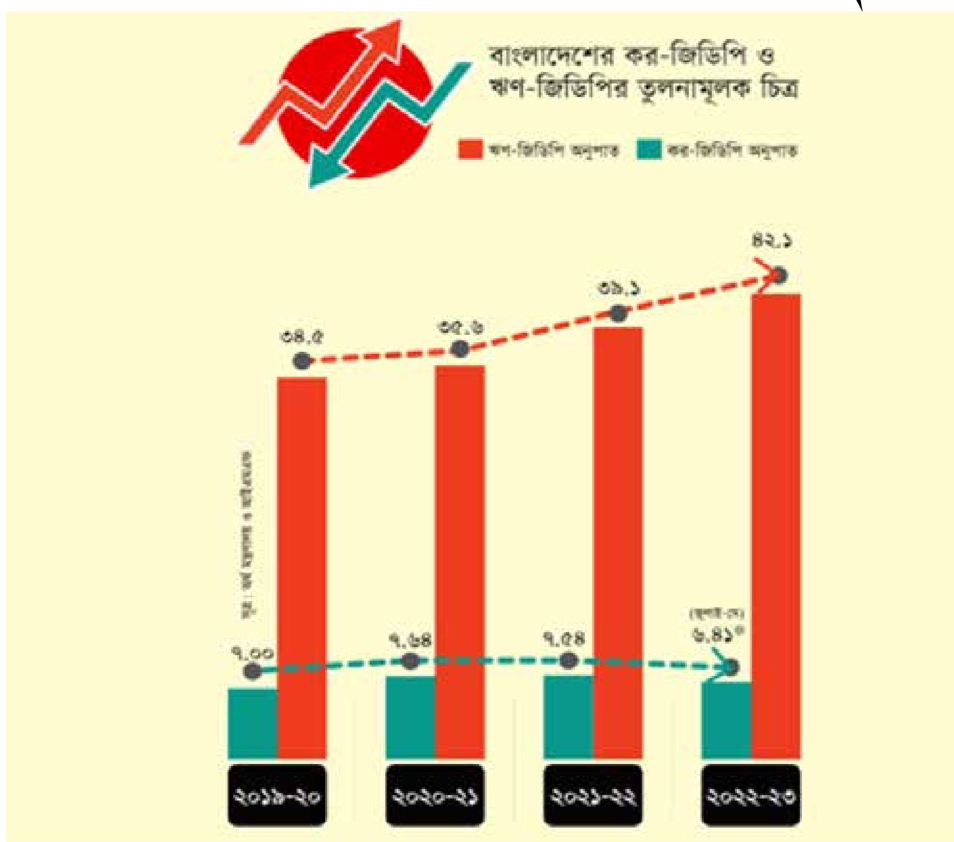

কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রিজার্ভ সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রিজার্ভের পতন ঠেকাতে সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপানি ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানির পরিমাণ কমেছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিল্প প্রবৃদ্ধিতে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধিও এক অংকে নেমে গেছে। অন্যদিকে দেশের বৈদেশিক আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস রফতানিতেও সুখবর নেই। তৈরি পোশাক থেকে রফতানি আয় বাড়লেও অন্যান্য খাতের রফতানি কমেছে। পাশাপাশি বৈদেশিক আয়ের আরেক বড় উৎস রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধিও এখন নিম্নমুখী। গত সেপ্টেম্বরে ৪১ মাসের মধ্যে দেশে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজারে ডলারের দামে বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এতে ডলারের প্রাপ্যতার সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। এমনকি অনেক ব্যাংকই ডলারের অভাবে এলসি খুলতে পারছে না।

অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও এখন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। তারা বলছেন, টেকসই উন্নয়ন আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও কার্যকর পদক্ষেপ না থাকলে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

সামগ্রিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরো স্মার্ট হওয়া উচিত বলে মনে করছেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

খেলাপি ঋণের দায় নিয়ে এক দশকে দেশ ছেড়েছেন চট্টগ্রামের ৩৩ ব্যবসায়ী

সুজিত সাহা : ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে দেশের অগ্রসর অঞ্চলগুলোর একটি বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। ভোগ্যপণ্য, ইস্পাত, জাহাজ ভাঙা, সিমেন্ট, গার্মেন্টসহ বিভিন্ন ব্যবসায় পথপ্রদর্শক এখানকার অনেক ব্যবসায়ী। ব্যবসাও সামলিয়েছেন সুনামের সঙ্গেই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তাই ঋণ মিলেছে সহজেই। তবে গত এক দশকে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করে লাপাত্তা হয়েছেন চট্টগ্রামের অর্ধশতাধিক ব্যবসায়ী। তাদের মধ্যে অন্তত ৩৩ জন দেশ ছেড়েছেন খেলাপি ঋণের দায় নিয়ে। কেউ আবার রয়েছেন আত্মগোপনে, কেউ কেউ ব্যাংকের দায় এড়াতে উত্তরসূরিদের দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে বা কৌশলে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বিদেশে ব্যবসা, চিকিৎসা, পর্যটন কিংবা অভিবাসনে শীর্ষে রয়েছে চট্টগ্রাম। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকায় এ অঞ্চলের মানুষের নিত্য যাতায়াত। গত দেড় দশকে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও পথ দেখিয়েছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। ঋণখেলাপি হয়ে তাদের অনেকেই ইউরোপ, আমেরিকা এবং মালয়েশিয়া, দুবাই, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে স্থায়ী আবাস গড়েছেন। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতের অধিকাংশ মামলায় ঋণখেলাপিদের দেশে ফেরত আনা, দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা কিংবা পাসপোর্ট জব্দের আদেশ আলোচনায় রয়েছে। পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা ও উদাসীনতায় ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের শোকজের ঘটনাও বেড়েছে আগের *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রিজার্ভ নিয়ে কেন এত আলোচনা

জয়নাল আবেদীন : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি সম্প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেশ আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ দেশের রিজার্ভ কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সরকার সেটা মনে করছে না। বরং রিজার্ভের যৌক্তিক ব্যবহার হচ্ছে বলেই তাদের দাবি। গত কয়েক মাসে ধারাবাহিকভাবে কমছে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। সম্প্রতি এটা ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি স্তরে নেমে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত আলোচনা বা সমালোচনা বেশি মাত্রায় শোনা যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদদের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে ৬ শতাংশ হবে বলেছে আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে জানিয়েছে আন্তার্জাতিক মুদ্রা তহবিল- আইএমএফ। এর আগের পূর্ভাবাসে তারা বলেছিল প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৫ শতাংশ। নতুন পূর্বাভাসে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) প্রকাশিত সংস্থাটির ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক’ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। আইএমএফ জানায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ২০২৮ সালে তা ৫ দশমিক ৫ শতাংশে নামতে পারে। এছাড়া চলতি হিসাবে ভারসাম্যে ঘাটতি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আইএমএফ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

সংস্থাটি বলেছে, করোনাভাইরাস মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিজনিত সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বিশ্ব অর্থনীতি। যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানি বাজার বিঘ্নিত হয়েছে; সেই সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির রাশ টানতে নীতি সুদহার অভূতপূর্ব হারে বাড়ানো হয়েছে। এসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতি গতি হারালেও *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমছে

পরিচয় ডেস্ক: বছরের জানুয়ারি-আগস্ট এই ৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি ২১ দশমিক ৭৭ শতাংশ কমেছে। মার্কিন প্রতিষ্ঠান ওটেক্সার তথ্যের ভিত্তিতে বিজিএমইএ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার কারণে বাংলাদেশের পোশাকপণ্যের এই মূল বাজারে চাহিদা কম থাকায় রপ্তানির পরিমাণ কমেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সেস অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটেক্সা)-এর তথ্য অনুসারে, এ বছরের প্রথম ৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কোনটি আমদানি জরুরি, ডিম নাকি বিএমডব্লিউ - রেহমান সোবহান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের চলমান ডলার সংকট নিরসনে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

তিনি বলেন, নীতি-নির্ধারকদের এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আগে বিএমডব্লিউ গাড়ি আমদানি করবে না কি ডিম কিংবা সার আমদানি করবে। গত সোমবার (৯ অক্টোবর) রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক।
Bangladesh Merchant Association Inc.
ব্রুকলিনে বছরের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ
পথমেলা ২০২৩
Brooklyn Street Fair - 2023
DATE: 22 OCTOBER, 2023 SUNDAY @10AM to 8PM
Church & McDonald Ave Brooklyn
Between Church Ave & Ave C
উদ্বোধকঃ
ড. আবু জাফর মাহমুদ
প্রধান অতিথিঃ
শাহ নেওয়াজ
গেষ্ট অব অনার
কাজী আজম
বিশেষ অতিথিঃ
এটর্নী মঈন চৌধুরী
বিশেষ অতিথিঃ
মোহাম্মদ হানিফ
সাবেক সভাপতি চট্টগ্রাম সমিতি।
র‍্যাফেল ড্রঃ
মিডিয়া পার্টনার
TIME
Please contact for
Stall Booking.
917-207-1878
718-930-0025
র‍্যাফেল ড্রঃ কমিটিঃ
মোহাম্মদ রানা, মোঃ আফছার, মার্শাল খান, নুরুল আমিন,
আহছান উল্যাহ বাচ্চু, ফরিদ উদ্দিন, মোঃ গাজী।
আহবায়ক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
917-207-1878
প্রধান সমন্বয়কারী
মোশারফ হোসেন মুন
718-930-0624
সদস্য সচিব
এ. এইচ. খন্দকার (জগলু)
917-670-1215
এওয়ার্ড কমিটিঃ
শাহাব উদ্দিন
জয়নাল আবেদীন
বখতিয়ার উদ্দিন রানা
ইসমত হক খোকন
ওবায়দুল ইসলাম
যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ হায়দার
মোঃ ইসলাম শিমুল
মাঈন উদ্দিন বাবলু
আহমেদ আবু
সমন্বয়কারী
মামুন উর রশীদ
এস এম ফেরদৌস
ইয়াছিন আরাফাত
যুগ্ম সদস্য সচিব
কাজী হায়াত নজরুল
তাজুল ইসলাম (বাংলা নগর)
আপ্যায়ন কমিটিঃ
মোঃ সিরাজদ্দৌলাহ
সাহাব উদ্দিন
মোঃ দুলাল
মোজাম্মেল হোসাইন
সভাপতি
মোঃ লুৎফুল
917-531-1060
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শামীম ছিদ্দিকি
সাধারণ সম্পাদক
আনোয়ার হোসাইন
718-930-0025
সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ মোশারফ হোসেন (নাবিল কন্সট্রাকশন) 917-897-8844

গাজা : জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, ৬ হাজার বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: টানা ছয় দিন ইসরায়েলের নির্বিচার ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমার আঘাতে জ্বলছে গাজা। মাথা গোঁজার নিরাপদ ঠাঁই নেই কোথাও। বাসস্থান, অবকাঠামো, স্থাপনা, রাস্তাঘাট– সবকিছু ছারখার। খাবার নেই, পানি নেই। বিদ্যুৎ-জ্বালানি নেই। বোমায় ঝলসে যাচ্ছে নারী, শিশু– সব বয়সি ফিলিস্তিনি। ফুরিয়ে গেছে ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী। হাসপাতাল থেকে আহতরা ফিরছে লাশ হয়ে। ইসরায়েল চতুর্দিক অবরোধ করে রাখায় নিষ্পেষিত মানুষের 'সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগার' হিসেবে পরিচিতি উপত্যকাটি যেন কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গাজার এই পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া গেছে।

কেউ কেউ বলছেন, হামাস নিধনের নামে বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। অথচ তাদের না থামিয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় তাতে সায়ও দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি। নিজভূমে পরবাসী ফিলিস্তিনিরা এখন জাতিগত নিধনের শিকার। জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা ইহুদি রাষ্ট্রের পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকদের মুখে এবং তাদের মুখপাত্র বৈশ্বিক গণমাধ্যমে এই বর্বরতার কোনো ছাপ নেই বললেই চলে।

ইসরায়েলে কেন অতর্কিতে এই হামলা, তার ব্যাখ্যা দিয়েছে স্বাধীনতাকমী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের মুখপাত্র গাজি হামাদ। তার দাবি– ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ফেরানোই মূল লক্ষ্য। ইসরায়েলের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের আরবদেশগুলোর সম্পর্ক স্থাপনের নয়া তৎপরতা বন্ধ করাও একটি উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে জোরপূর্বক ইহুদি বসতি গড়ে তোলা বন্ধে পদক্ষেপ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিষয়টিও রয়েছে।

একশ বছর ধরে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৯২ শতাংশ জবরদখল করে নিয়েছে ইসরায়েল। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এখন ছিন্নভিন্ন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলি সেনাদের কঠোর নজরদারির মধ্যে জীবন কাটাতে হয় ফিলিস্তিনিদের।

জেরুজালেমকে কব্জায় নিয়ে সেখান থেকে ফিলিস্তিনিদের তাড়াতে প্রায়ই তাণ্ডব চালায় কট্টর ইহুদি ও ইসরায়েলি সেনারা। সম্প্রতি পশ্চিম তীর ও আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি সেনা ও ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের হাতে নিহত হয়েছে কয়েকশ ফিলিস্তিনি। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বললেন উল্টো কথ া। তার ভাষ্য– শতাব্দীজুড়ে ইসরায়েলবিরোধী বিদ্বেষের ধারায় হামাস এই হামলা চালিয়েছে। হামাসের হামলার ফায়দা তুলছে কট্টর ইহুদিরা। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্যাংক বহর নিয়ে প্রস্তুত ইসরায়েলি গোলন্দাজ বাহিনী গাজায় ঢুকতে পারে শনিবার, ১৪ অক্টোবর

পরিচয় ডেস্ক:ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের ঘাঁটি বলে পরিচিত গাজার কেন্দ্র অঞ্চল থেকে সাধারণ নাগরিকদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর গাজায় সরে যাওয়ার আল্টিমেটাম দিয়েছে ইসরায়েল। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই আল্টিমেটাম শেষেই ইসরায়েল গাজায় স্থল অভিযান শুরু করতে পারে। এরই মধ্যে দেশটি গাজা সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ট্যাংক ও বিপুল পরিমাণ সৈন্য জমায়েত করেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সব আলামত থেকে অনুমান করা যায়ড়এই সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ আগামীকাল শনিবার থেকেই গাজায় স্থল অভিযান শুরু করতে পারে ইসরায়েল।

জাতিসংঘের মাধ্যমে ইসরায়েল জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজা উপত্যকার কেন্দ্রস্থল বলে পরিচিত ওয়াদি গাজা থেকে সেখানকার ১১ লাখ অধিবাসীকে সরে যেতে হবে। দেশটির প্রতিরক্ষাবাহিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে শেয়ার করা এক পোস্টেও এই আল্টিমেটাম দিয়েছে।

জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হামাস-ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে পারে আইসিসি

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে চলমান সংঘাতে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা বিচারের এখতিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) আছে। আইসিসির শীর্ষ কৌঁসুলি করিম খান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেছেন, গাজা উপত্যকাসহ অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো আইসিসির এখতিয়ারের অধীনে পড়ে। এর অর্থ হচ্ছে- গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা হামাসের বিরুদ্ধে আইসিসির মামলা করার ক্ষমতা আছে।

এক সাক্ষাৎকারে আইসিসির শীর্ষ কৌঁসুলি বলেন, 'ফিলিস্তিনের হয়ে হামাস বা আল কুদস ব্রিগেড বা হামাসের কোনো সশস্ত্র শাখা কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্যের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের কোনো প্রমাণ যদি থাকে তবে সেই অপরাধের বিচারের এখতিয়ার আইসিসির রয়েছে। ইসরায়েলসহ যেখানেই যুদ্ধাপরাধ ঘটুক না কেন, সেটার বিচারের এখতিয়ার আমাদের আছে।'

গত শনিবার (০৭ অক্টোবর) হামাসের হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এ পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় ৬০০০ বোমা হামলা করেছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

এ ঘটনায় প্রথমবারের মতো কথা বলেছেন করিম খান। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ছবিগুলোকে 'হৃদয়বিদারক' আখ্যায়িত দিয়ে তিনি বলেন, 'যা হচ্ছে, টেলিভিশনের পর্দায় আমরা যা দেখছি তা ভয়াবহ।'

তিনি আরও বলেন, 'আইসিসির কৌঁসুলি হওয়ার দরকার নেই। গত কয়েক দিনে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন থেকে যেসব ছবি আসছে তা দেখে যে কোনো মানুষের হৃদয় অবশ্যই শীতল হয়ে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ব্রিটেনে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ালেই মামলা ফ্রান্স-জার্মানিতে মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ, নিউ ইয়র্কে পক্ষে-বিপক্ষে বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় এখনো হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। অঞ্চলটিতে পানি, জ্বালানি, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ বন্ধ। এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো নিন্দা না জানিয়ে উলটো ফিলিস্তিনপন্থিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে মরিয়া হয়ে উঠেছে পশ্চিমা দেশগুলো। একটু দেরি করে হলেও এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে গেল ব্রিটেন। দেশটির মাটিতে ফিলিস্তিনি পতাকা উড়ালেই ফৌজদারি মামলার ভয় দেখাল প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সরকার।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলো ব্রাভারম্যান ব্রিটেনের রাস্তায় ফিলিস্তিনি পতাকা প্রদর্শনের বিষয়ে পুলিশ প্রধানদের একটি সতর্কতা জারি করেছেন। মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের প্রধান কনস্টেবলদের উদ্দেশ করে একটি চিঠি দেন তিনি।

চিঠিতে 'ফিলিস্তিনের পতাকা বৈধ নাও হতে পারে' বলে উলেখ করেন। ব্রাভারম্যান বলেন, ফিলিস্তিনি পতাকা উড়ানো অথবা এই অঞ্চলে আরবদের স্বাধীনতার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বার্লিনের রাস্তায় ইসরায়েলিদের মৃত্যু উদ্যাপন ফৌজদারি অপরাধ জার্মান চ্যান্সেলরের হুমকি

পরিচয় ডেস্ক: বার্লিনের পথেঘাটে যারা ইসরায়েলিদের মৃত্যুকে ছোট করে দেখবে এবং তা উদ্যাপন করবে, হামাসকে মহিমান্বিত করবে এবং ইসরায়েলের পতাকা পোড়াবে তাদের ফৌজদারি অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে এমন ঘোষণা দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ। হামাসকে সমর্থন দেওয়ায় সামিদুন নামে একটি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

লংআইল্যান্ডে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট
ISLAND FRESH SUPERMARKET
241-11 Linden Blvd, Elmont, NY 11003
Tel : 516-285-9000
Island Fresh SUPERMARKET
WE ACCEPT OTC CARDS
Senior Citizen 10% Discount Every Tuesday with a $50 Purchase or More
WE GLADLY ACCEPT: EBT & Major Credit Cards
Enjoy free parking in our large parking lot, which can hold over 150 cars!
১ম বর্ষ পূর্তি
ONLY ON OCT 14-15, 2023
We will have FREE LOLIPOPS for kids & BBQ CHICKEN for our Customer!
1ST Year ANNIVERSARY
প্রতিদিন ভোর ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা
Prices Effective From: Oct 14th - Oct 27th, 2023
$3.49 LB HALAL BEEF WITH BONE
$2.99 LB HALAL FROZEN GOAT
59¢ LB NO CLEAN NO CUT HALAL CHICKEN QUARTER LEG
$2.99 LB HALAL CHICKEN THIGH
$2.99 LB HALAL CHICKEN BREAST
$5.99 LB 8/10 HILSHA
$8.99 LB 12/15 HILSHA
$1.49 LB 3 KG UP ROHU
$1.99 LB 1-7 KG KATLA
$3.99 LB 2 KG UP KORAL (Whole)
$3.99 LB TALAPIA FILLET
$3.49 LB 6/8 GOLDEN POMPANO
$14.99 Size : 30-40 4 LB HO/SO SHRIMP
$11.99 Size : 80-100 HO/SO SHRIMP
$11.99 10 LB KALIZIRA RICE KRISHI
$13.99 EACH WESSON GALON
$3.99 EACH MILK GALLON
$3.99 EACH VINEGAR GALON
$7.99 2 FOR TROPICANA PURE PREMIUM JUICE
$2.99 64 OZ MOTTS APPLE JUICE
$7.00 3 FOR 2 LT COCA COLA, FANTA, SPRITE
$4.99 EACH FAMILY SHAHJALAL PARATHA
$4.00 2 FOR CARNATION MILK
$5.00 EACH AS-SALAAM CHICKEN STRIPS/NUGGETS

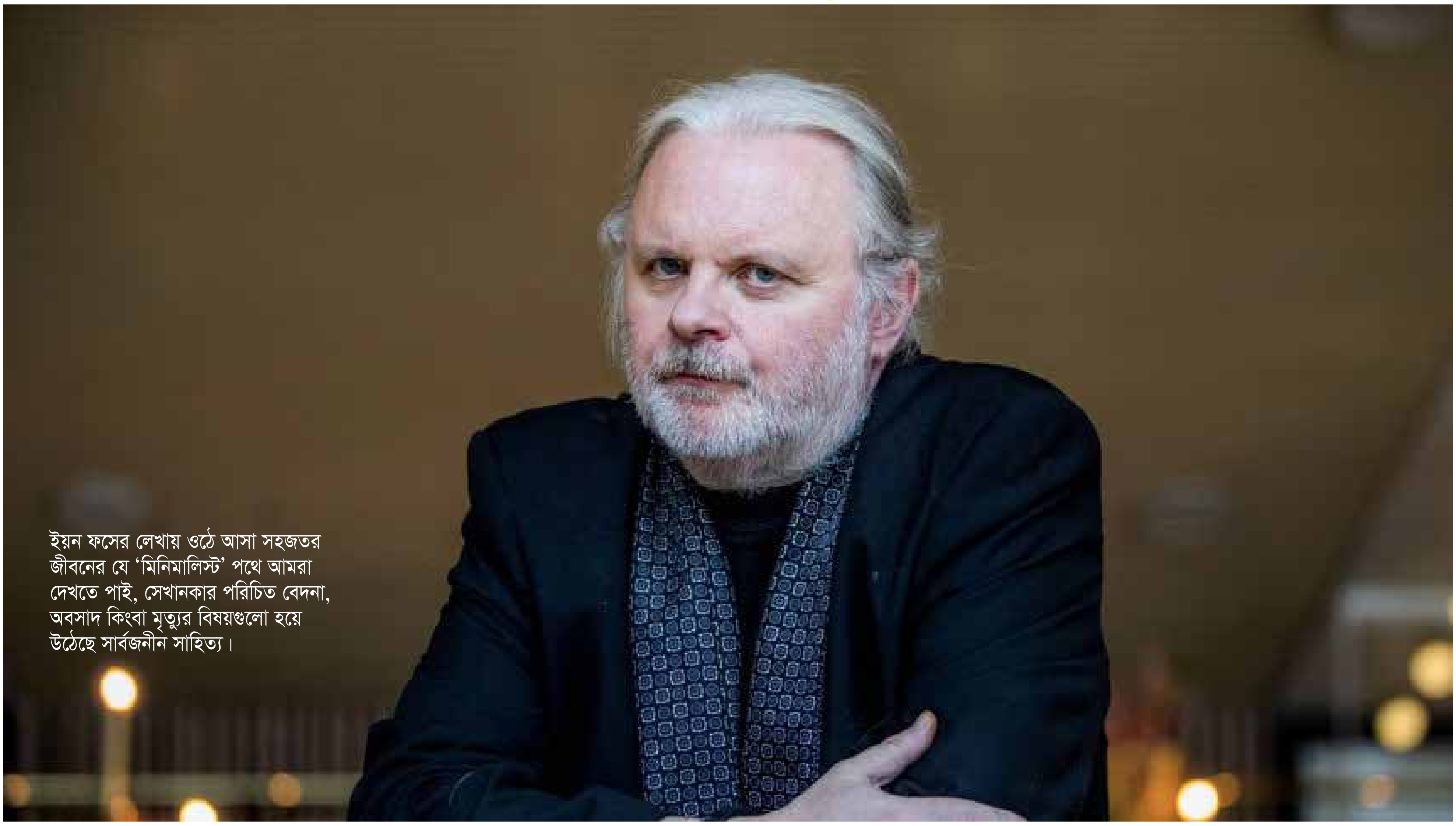

ইয়ন ফসের লেখায় ওঠে আসা সহজতর জীবনের যে 'মিনিমালিস্ট' পথে আমরা দেখতে পাই, সেখানকার পরিচিত বেদনা, অবসাদ কিংবা মৃত্যুর বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে সার্বজনীন সাহিত্য।

মানুষকে প্রশ্নের মুখোমুখি করিয়ে ফসের নোবেল জয়

জুবায়ের ইবনে কামাল

সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন ইয়ন ওলিভ ফসে। অন্যান্য লেখার বাইরে তিনি নাটক লেখার জন্য বেশি পরিচিত। ৬৪ বছর বয়সী এই লেখক সম্পর্কে সুইডিশ অ্যাকাডেমি বলছেন, 'তিনি যাই লিখুন না কেন, সবগুলোতেই উপস্থিত থাকে এমন কিছু, যা মানুষকে প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড় করায়'।

এবার সাহিত্যে নোবেল কারা পেতে পারেন, তা নিয়ে বিশ্বজুড়েই মত ছিল অনেক ধরণের। কবি মার্গারেট এটউড থেকে শুরু করে চাইনিজ লেখক ক্যেন শুয়ের মত অনেকেরই নাম কল্পনা করেছিল বিভিন্ন পশ্চিমা ম্যাগাজিন। বরাবরের মতই হালের জনপ্রিয় জাপানিজ লেখক হারুকি মুরাকামির নামও ছিল আলোচনায়। 'কাফকা অন দ্য শোর' বইটি প্রকাশের পর গত তেরো বছর ধরেই নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারে মুরাকামির নাম উচ্চারিত হয়ে আসছে। এবছর সে আলোচনার তালিকায় যুক্ত ছিলেন সালমান রুশদিও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়নি কল্পনা।

ইয়ন ফসের নাটকের জনপ্রিয়তা নাট্য জগতে অনেক বেশি। ইতিহাসের বিখ্যাত নাটক লেখকদের সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হয়। তাই তার গদ্য যত না জনপ্রিয়, তারচেয়ে অনেক বেশি পরিচিত ফসের লেখা নাটকগুলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নাটকের পাশাপাশি তিনি গদ্যতেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই নোবেল কমিটি ইয়ন ফসে সম্পর্কে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছেন, 'ইয়ন ফসেকে ভিন্নধর্মী নাটক এবং বলতে না পারা কথাগুলোকে কণ্ঠস্বর দেয়া জন্য ২০২৩ সালে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হলো'।

খ

নোবেল পুরস্কার জেতা ইয়ন ফসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা নরওয়েতে। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী দেশগুলোর একটিতে জন্ম নেয়া ফসে সাত বছর বয়সে একটি দুর্ঘটনা থেকে ফিরে এসেছিলেন। হয়তোবা সে কারণে তার লেখায় বারবার উঠে এসেছে আত্মহত্যা কিংবা মৃত্যু চিন্তার মত দার্শনিক বিষয়। ফসের প্রাথমিক পড়াশোনা হয়েছিল স্থানীয় বিদ্যালয়তেই। কৈশোর পেরিয়ে ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনে। তুলনামূলক সাহিত্যের উপর পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস 'রেড ব্ল্যাক' (লাল কালো)।

নরওয়েজিয়ান কিংবদন্তী নাট্যকার হেনরিক যোহান ইবসেনের পরপরই উচ্চারিত হয় ইয়ন ফসের নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেনরিক ইবসেন আধুনিক নাটকের প্রচার ঘটিয়েছিলেন। ইয়ন ফস যেন হেনরিকেরই ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন এই সময়ে। ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মত ইয়ন ফসের লেখা নাটক 'অ্যান্ড উই ইউল নেভার বি পার্টেড' (এবং আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হব না) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি লিখেছেন উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যেও বেশ কিছু রচনা আছে তার। গীতিকবিতা লেখার পাশাপাশি বেহালা বাজানোর ব্যাপারে ভালো দখল রয়েছে। বলা চলে, সব্যসাচী এই লেখকের মেধা সম্পর্কে এদিকের আলোচনা খানিকটা কম।

তবে বৈশ্বিকভাবে লেখক হিসেবে খুব একটা অপরিচিত বলা যাবে না ইয়ন ফসেকে। ২০০৭ সালের অক্টোবরে দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশ করা 'জীবন্ত ১০০ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক তালিকায় ছিল ফসের নাম। জাতীয়ভাবে সাহিত্যে ভূমিকা রাখায় ২০১১ সালে নরওয়ের রাজকীয় একটি বাসভবন সম্মানসূচক প্রদান করা হয় তাকে। ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন ও নরওয়ে নিয়ে গঠিত হওয়া নর্ডীয় রাষ্ট্রসমূহের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'নর্ডিক কাউন্সিল লিট্রেচার প্রাইজ' পুরস্কারটিও ২০১৫ সালে জিতে নেন ইয়ন ফসে। তার লেখা ইতিহাস আশ্রিত ত্রয়ী উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া গত বছর 'আ নিউ নেইম: সেপ্টোলজি' উপন্যাসটির জন্য আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত লেখকদের তালিকায় ছিল ইয়ন ফসের নাম।

গত কয়েক দশকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জেতা লেখকদের সিংহভাগই ঔপন্যাসিক। অন্যভাবে বললে, নোবেলজয়ী বেশিরভাগ লেখকই তাদের উপন্যাস দিয়ে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু গত এক দশকে 'ঔপন্যাসভিত্তিক লেখক' থেকে বেরিয়ে এসেছে নোবেল কমিটি। অদ্ভুত হলেও পর্যবেক্ষণটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ করি। কারণ ২০১৬ সালে বিখ্যাত গায়ক বব ডিলানকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়ার পর গীতিকবিতা যে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। সাহিত্যের জনপ্রিয় ধারা উপন্যাসকে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সাহিত্যে নোবেলজয়ী ইয়ন ফসের মনোগঠন ও সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য

মুসা আল হাফিজ

ইয়ন ফসে নোবেল পেয়েছেন, অবাক করেনি খবরটি। সমসাময়িক দুনিয়ার সবচেয়ে মেধাবী ১০০ মানুষের একজন হিসেবে স্বীকৃত তিনি। তার সেপটোলজি ট্রিলজির তৃতীয় খণ্ডটি ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল। ৪০টি অনবদ্য নাটক লিখেছেন ফসে।

উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, শিশুদের বই আর অনুবাদের সম্পদে সমৃদ্ধ তার জগত। তিনি যা নিয়ে কাজ করেছেন, সবখানেই থেকেছেন উদ্দীপক, রহস্যময় ও জনপ্রিয়। কথ াশিল্প ও নাটকে তার কৃতিত্ব শুধু বিশিষ্ট নয় বরং চমকপ্রদ। সেপটোলজি সিরিজের উপন্যাস, অ্যালিস অ্যাট দ্য ফায়ার, মেলাঙ্কলি, অ্যা শাইনিং প্রভৃতি তার সেই অনবদ্যতাকে ব্যাখ্যা করে।

সাহিত্যে নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্ডার্স ওলসন বলেছেন, 'ফসে আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে শৈল্পিক কৌশলের সঙ্গে তার নরওয়েজিয়ান পটভূমির ভাষা এবং প্রকৃ তিতে একাকার করেছেন। সেটা করেছেন এক ভিত্তিভূমি ও শেকড়ের সহযোগে।'

ওলসনের মতে, নোবেল কমিটি ফসের 'গীতিমূলক তীব্রতা' এবং 'মনের জগতে নতুন স্থান উন্মুক্ত করার' ক্ষমতাকে উদযাপন করতে চেয়েছে।

রয়েল সুইডিশ একাডেমি জানিয়েছে, তাকে নোবেল দেওয়ার মূলে আছে 'নির্বাককে কণ্ঠ দেওয়ার উদ্ভাবনী নাটক এবং গদ্য'। তিনি তার নাটক এবং গদ্যের মাধ্যমে সেই সব মানুষের ভাষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যারা কথা বলতে অক্ষম।'

ফসে ক্যাথলিক মতবাদে দীক্ষিত হন ২০১৩ সালে। সমুদ্রতীরের একাকী জীবন, নিঃসঙ্গতা, মাদক ইত্যাদির মধ্যে চলমান ছিল তার মানসিক ভাঙা-গড়া।

তার জন্ম ১৯৫৯ সালে, নরওয়ের পশ্চিম উপকূলে হাউজসুন্ডে, বেড়ে ওঠেন স্ট্র্যান্ডেবার্মে। সাত বছর বয়সে একটি দুর্ঘটনা ঘটে তার জীবনে। মারাই যেতে বসেছিলেন। ওই ঘটনাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা।

ফসের মতে, ওই দুর্ঘটনা তার শিল্পীসত্তাকে সৃষ্টি করেছে। কৈশোরে অবশ্য তিনি চাইতেন, রক গিটারিস্ট হবেন। কিন্তু অচিরেই তার কলম গান গাইতে শুরু করে, বাজতে থাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কবিতা দিয়ে শুরু হয় সাহিত্যযাত্রা।

তার প্রথম উপন্যাস, জধঁফঃ, ংাধৎঃ (রেড, ব্ল্যাক) প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। উপন্যাসটি আত্মহত্যাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিল। সেখানে ছিল এক রহস্যময় নারীর প্রতি আচ্ছন্ন এক যুবকের ভাঙন। উপন্যাসটিতে মূলত ফসের নিজস্ব স্মৃতির ছায়া কাজ করেছে।

আর তার পরের সাহিত্যকর্মে রয়েছে 'রেড ব্ল্যাক' উপন্যাসের ছায়া ও সম্প্রসারণ। যদিও প্রথম উপন্যাসটি শিল্পসাফল্য অর্জন করতে পারেনি তেমন।

তার অভিনীত প্রথম নাটক ঙম ধষফৎর ংশধষ ाর ংশরষলধংঃ (অহফ ঘবাবৎ ঝযধষষ ডব চধৎঃ) মঞ্চস্থ হয়েছিল বার্গেনের ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৯৯৪ সালে।

তার নাটকসত্তা বড় অর্থে পাদপ্রদীপের আলোয় আসে ঘড়শড়হ শলবস ঃরষ ভ্র শড়সসব (কেউ কেউ আসছেন) এর মধ্য দিয়ে। ১৯৯৯ সালে নান্টেরেতে এই নাটক মঞ্চস্থ করেন ফরাসি পরিচালক ক্লদ রেজি।

১৯৮৯ সালে যখন ফসের 'নস্টেট' (বোটহাউস) প্রকাশিত হয়, তখনই কথাশিল্পে তার সুরের স্বাতন্ত্র্য আপন আমেজে আমোদিত করে বোদ্ধাদের। তখনই স্বীকৃত হয়, ফসে যা কিছু লেখেন তাতে তার কণ্ঠস্বর দ্ব্যর্থহীন।

ফসে লেখালেখি করেন নরওয়ের সংখ্যালঘু ভাষা, নরস্ক বা নিউ নরওয়েজিয়ান ভাষায়। তার ভাষা ও কাজ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় শিহরিত, যা তার পরিচয়ের নিজস্বতাকে উচ্চকিত করতে অকুণ্ঠ।

ইয়ন ফসের রচনা মানে মানুষের সম্পর্কের জটিলতা, অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা নিয়ে ছোট ছোট নদীতরঙ্গের বিস্তার, যাকে বুঝতে হলে তার অনবদ্য কাজ 'সেপটোলজি'র মুখোমুখি হতে হবে।

এছাড়া, 'দ্য নেম', 'দ্য আদার নেম' এবং 'আই ইজ অ্যানাদার' নিয়ে ট্রিলজি তার সাহিত্য জীবনের এক ভিত্তি। এটি অ্যাসলে নামে এক লেখকের জীবন, যা তার পরিচয় ও অস্তিত্বের চিন্তাভাবনার মগ্নচিত্তের কাহিনী বলে যায়।

নিউ নেইম' জন ফসের অন্যতম সিগনেচারধর্মী কাজ। এর প্রকৃত নাম 'উরঃ হুঃঃ হধসহ', প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। উপন্যাসটি পরিচয়, স্মৃতি এবং সময়ের ব্যবধানের ধারণাগুলোকে রহস্যময় ভাষা দেয় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

কাকন রেজার কবিতা

ক্যানভাসে ঈশ্বরী আঁকি

ক্যানভাস সমুখে নিয়ে বসে আছি
তাকে আঁকবো বলে
বিমূর্ত কোনো কিছুতে ইচ্ছে নেই
ছিলো না কখনো

পোর্ট্রেট আঁকতে পারি, জল নয়, তেলরঙে
জল বড় প্রবহমান, বিশ্বস্ত নয়
আমি বিশ্বস্ততা আঁকি
ফলে ক্যানভাসে শূন্যতা ভর করে

ক্যানভাস সমুখে নিয়ে বসে আছি
মিমি, তাকে আঁকবো বলে
বিমূর্ত থাকে যে নিজেকে ঈশ্বরী ভেবে
অথচ ঈশ্বর সমান শূন্যতা

শূন্যতা সমুখে নিয়ে বসে আছি
ক্যানভাসে ঈশ্বরী আঁকবো বলে।

মিল অমিলের পদ্য

কদম গাছ এখনো আছে এবং তুমিও রাধা
চলো, শেকলটা খুলে ফেলি... দৃশ্যত বাঁধা।

মিমি, জানে না তার রয়েছে অন্য এক নাম
রাধা, যার নামে পদাবলী... কৃষ্ণের বদনাম।

উড়ে যায়, দূরে যায়, গলগ্রহ দায়ে প্রজাপতি
অনূঢ়া রয় কন্যা... রাধার বিকল্প নাম অদিতি।

খুব কি পেয়েছিলো ঘুম, রাতেরা জেগে ছিলো
অন্ত্যমিলে ঘুম... মিলের সাথে থাকে অমিলও।

কার যে হলো হার, জানে কি নীলরঙা আলো
আমিও বাসি... রাত জানে তুমিও বাসো ভালো।

অর্থহীন অন্ত্যমিল ও অভিমান

উড়ছে তিনটে পাতা, উড়ছে তিনটে গাছ
অভিন্ন সত্তায় ডুবছে নদী, ভেসে উঠছে মাছ;

গাছের সাথে মাছের অন্ত্যমিলে প্রশ্ন থেকে যায়
গণিত মাস্টার বলেন, অঙ্ক মেলে না বিয়োগে হারায়।

সব কি মিলতে হয়, হয় না তো
অম্বলের পেটে সয় না তো দুধ-ভাতও

কে মেলায়, কেই বা মিলে যায়, কেউ কি জানে
অদৃশ্য নকশার জোড়া খোঁজে মিমি অভিমানে।

খেয়াল রেখো

নিজের দিকে খেয়াল রেখো
অন্ধকার ক্রমশ ধেয়ে আসে, বয়স হয়ে যায় পাথরের
জলেরা তা জানে বলেই স্রোতের তীব্রতা বাড়ায়

পাথর ক্ষয়ে যায় এবং মানুষেরা

নিজের দিকে খেয়াল রেখো
দৃশ্যগুলো অদৃশ্য হয়, রাতের শো শেষ হলে নীরব থিয়েটার
চেয়ারগুলো শূন্যতার ক্যানভাস হয়ে ওঠে

চেয়ার এবং মানুষ তখন সমমান

নিজের দিকে খেয়াল রেখো
শেষ ভেঁপু বেজে গেলে যেতে হয়, জাহাজ ভিড়েছে বন্দরে
যাত্রী তোলা শেষ হলেই ছেড়ে যাবে, রয়ে যাবে শূন্যতা

শেষ যাত্রী হলেও যেতে হবে, যেতে তো হয়

নিজের খেয়াল রেখো, সাথে অন্যদের
যারা তোমার প্রশ্রয়ে ক্রমশ নিশ্চিন্ত হয়ে ওঠে সাথে বেড়ালটাও
পশু ও মানুষের ভেদরেখা উঠে যায়, পশুও মানুষ হয়ে যায়

পশুরা আশ্রয় চায়, মানুষও- খেয়াল রেখো।

ত্রয়ী

কাঁটাতার
একটা পাহাড় একলা হয়েই আছে
একটা আকাশ শূন্যতারই কাছে;

মিলবে কি আর মেলার কথা ছিলো
কাঁটাতার তার দায়টা কাঁধে নিলো।

দ্রোহের আগুন
দ্রোহের আগুন পোড়ালো কখন কাকে
পোড়ার চিহ্ন শরীর জুড়ে থাকে-

পুড়েছে যারা তারাই মনে রাখে।

ভস্ম
স্পর্শ করি শরীর জুড়ে আগুন
পুড়তে পোড়াতে খানিক না হয় জাগুন;

শেষ হবে ভস্মে পোড়া ছাই
ছুঁয়ে দেখা শরীর তখন নাই।

বিস্ময় ও প্রশ্ন

আমি তার প্রথম ছিলাম না জানি
ছিলাম তো ... নাকি?
কই, দিন কেটে গেলো রিঙটোন নিশ্চুপ
এ নিস্তব্ধতা কোথায় রাখি!
২
প্রথমা আমার কিংবা মিরর ইমেজ তার
তার সাথেও তো হয়েছে অভিসার;
তবে কেন নীরব এমন দিনে
তবে কি বাঁধা জীবন অন্য কোনো ঋণে?
৩
আমার প্রথম কে জানি, জানি শেষ ডাকনাম
যেতে পারি কাঁটাতার ছিড়ে;
সংশয়ের অবস্থান ক্রমে
যাবে কি চেনা পার্কস্ট্রিটের অচেনা সে ভিড়ে?

এড়াব কী করে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের সামগ্রিক অবস্থাটা যে ভালো নেই, সেটা মোটেও অস্পষ্ট নয়। যেদিকে তাকাই দেখি, ঝুঁকি ওত পেতে আছে। জরিপ বলছে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৭ জন মানুষই এখন কোনো না কোনো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কারণ কী? উন্নতি তো হচ্ছেড়জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, উদ্ভাবনায়, চিকিৎসায় বিশ্ব অনবরত এগোচ্ছে। আমরাও পিছিয়ে নেই। আমাদের জন্য বিদ্যুৎ ক্রমেই দুর্মূল্য হচ্ছে বটে, কিন্তু তবু তো আমরাও ডিজিটাল হয়েছি। অ্যানালগে নেই। আমাদের দেশেও রোবট এসেছে। মাশ আল্লাহ্ আরও আসবে। এমনকি সব ধরনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে পারমাণবিক যুগেও সসম্মানে প্রবেশ করে ফেলেছি। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? অসুবিধার কারণই-বা কী? কারণটা না বুঝলে করণীয় কী, তা ঠিক করা যাবে না।

অনেকে আছেন যাঁরা একেবারেই নিশ্চিত যে কারণটা হচ্ছে আমাদের নৈতিক অবক্ষয়। তাঁদের ভ্রান্ত বলা যাবে না। কিন্তু নৈতিকতা জিনিসটা তো আকাশে থাকে না, মনের ভেতরেই সে থাকে। এটা যখন মেনে নিই, তখন এটাও তো কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারি না যে মন চলে বস্তুর শাসনে। গল্প আছে দুজন ভিক্ষুক কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেছে, তুই যে লটারির টিকিট কিনলি, টাকা পেলে কী করবি? টিকিট কেনা ভিক্ষুকটি বলেছে, টাকা পেলে সে একটা গাড়ি কিনবে। পরের প্রশ্ন, গাড়ি দিয়ে কী করবি? ভিক্ষুক বলেছে, 'গাড়িতে চড়ে ভিক্ষা করব, হেঁটে হেঁটে ভিক্ষা করতে ভারি কষ্ট।'

ভিক্ষুকেরও মন আছে, কিন্তু সেই মন ভিক্ষাতেই আটকে গেছে, তার বাইরে যেতে পারেনি। পারবেও না। জীবন যার অনাহারে কাটে, স্বর্গে গিয়ে সে কোন সুখের কল্পনা করবে, পোলাও-কোরমা খাওয়ার বাইরে? কিন্তু বড়লোকের স্বর্গ তো ভিন্ন ধরনের। কোটিপতির ছেলে জন্মের পর থেকেই গাড়িতে চড়ে বেড়ায়; জন্মের আগে থেকেই চড়ে। তার স্বপ্ন তো গাড়িতে চড়ে ভিক্ষা করার নয়, তার স্বপ্ন গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্টে যাওয়ার। এয়ারপোর্ট হয়ে আমেরিকায় উড়ে যাওয়ার। ভিক্ষুক ও কোটিপতি একই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, একই সময়েরই মানুষ তারা; কিন্তু তারা কে কোথায়? আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

অন্য সব দেশের মতোই বাংলাদেশও ভালো নেই। রোগে ভুগছে। তার উন্নতিটা অসুস্থ। এই উন্নতি শতকরা ৫ জনের, ৯৫ জনকে বঞ্চিত করে। কেবল বঞ্চিত নয়, শোষণ করেও। তাই যত উন্নতি হচ্ছে, ততই বৈষম্য বাড়ছে। কোটিপতিরা কোটি কোটির পতি হচ্ছে; উল্টো দিকে সংখ্যা বাড়ছে ভিক্ষুকেরও। দূরত্ব বাড়ছে মাঝখানের।

গরিবের বিপদ তো সব দিক দিয়েই, তবে বিত্তবানেরাও যে নিরাপদে আছেন তা নয়। ১০০, ২০০ নয়ড়১৫ হাজার বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। তাতে তাঁরা বলছেন যে বিশ্ব এখন গভীর সংকটে পড়েছে। সংকটের লক্ষণগুলোও চিহ্নিত করেছেন। যেমন বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, সমুদ্রপৃষ্ঠের ফুলে-ওঠা, যাতে ধরিত্রীর নিম্নাঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা। পাশাপাশি আবার মহাসমুদ্রগুলোর একাংশকে মৃত্যুদশায় পাওয়া। বলেছেন, বনাঞ্চলের ধ্বংস ক্রমবর্ধমান গতিতে ঘটে চলেছে। বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণ তো আছেই। ধরিত্রী যে তপ্ত হচ্ছে, জলবায়ুতে যে বিরূপ পরিবর্তন ঘটছে, তার দুর্ভোগ এখন বিশ্বের সব অঞ্চলের মানুষের জন্যই। সব মিলিয়ে মানুষের সভ্যতা তো বটেই, মানুষের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়েছে বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। ওই বিজ্ঞানীরা বিশ্ববাসীকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে যেটা তাঁরা করেননি, করলে ভালো করতেন সেটা হলো, রোগের প্রকৃতি-নির্ধারণ। বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিকভাবেই বলতে পারতেন যে রোগটা হলো পুঁজিবাদ। বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, তাঁরা উদারনীতির দ্বারা শাসিত। বলেন, আবার বলেনও না।

বিজ্ঞানীরা এটাও বলেননি যে বিশ্বের সব মানুষ নয়, অল্প কিছু মানুষই মানবসভ্যতার

এবং ধরিত্রীর এই ঐতিহাসিক মহাবিপদের জন্য দায়ী। বলতে পারতেন যে কর্তৃত্বে-প্রতিষ্ঠিত এই বিপদ সৃষ্টিকারীরা পুঁজিবাদী। এরা মুনাফা চেনে, অন্য কিছু চেনার আগে। এদের মুনাফা লোলুপতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যে পুঁজিবাদী আদর্শে তারা দীক্ষিত, তাদের কাছে মানুষ, মনুষ্যত্ব, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক প্রাণীড়কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই। পুঁজিবাদী লোলুপতা সবকিছু গ্রাস করে ফেলছে, এমনকি মানুষকেও। পৃথিবীর ৯৫ জন মানুষ এই ৫ জন ধনীর তুলনায় দুর্বল। তারা তাই বঞ্চিত ও শোষিত হয়।

ঈশপের গল্পে নেকড়েটি যেমন মেষশাবকটিকে খাবেই, কোনো যুক্তি মানবে না, পুঁজিওয়ালাদের আচরণটাও হুবহু সে রকমেরই। নেকড়ের ক্ষুধার তবু নিবৃত্তি আছে; খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঘাসে-পানিতে মুখ মুছে সে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা বনের ভেতর মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়। পুঁজিওয়ালাদের ওই রকমের কোনো তৃপ্তি নেই, সংযম নেই। যত পায়, তত খায়, খাবার কেবলই সংগ্রহ করতে থাকে এবং যত খায়, ততই তার ক্ষুধা যায় বেড়ে। কারণ ভক্ষণের প্রক্রিয়ায় তার পাকস্থলীর স্ফীতি ঘটে এবং সেটিকে খাদ্যে ভরপুর না করতে পারলে অতৃপ্তির তো অবশ্যই যন্ত্রণারও অবধি থাকে না। মুনাফালোলুপ মানুষেরা জগতের সব প্রাণীর অধম, তথাকথিত ইতর প্রাণীরাও অত ইতর নয়।

বর্বরতার নিকৃষ্টতম উন্মোচন ঘটে ধর্ষণে। এটা ভোগবাদিতার চরম লক্ষণ। এ হচ্ছে প্রবলের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার, দুর্বলের ওপর। ধর্ষণ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার জন্য কোনো বিনিয়োগের দরকার পড়ে না, এমন মুনাফা পুঁজিবাদের জগতেও দুষ্প্রাপ্য। ধর্ষণ আগেও ছিল, এখন তার প্রকৃতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গণধর্ষণ চলে এসেছে। আর সেটা যে কী আকার ও রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তার অতিশয় উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া গেছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা বিতাড়নের ক্ষেত্রে।

সেখানে গণহত্যা চলছে। রোহিঙ্গা নামের কোনো মানুষ আরাকান রাজ্যে থাকতে পারবে না, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, খেতখামার, দোকানপাট সব দখল করে নিয়েছে, পুরুষদের হত্যা করেছে এবং আর যা করেছে তা বলা যায় কল্পনাতীত। সেটি হলো, পাইকারি হারে গণধর্ষণ। গণধর্ষণ একাত্তর সালে বাংলাদেশে ঘটেছে। হানাদারেরা করেছে ওই কাজ। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদারেরা যা করতে পারেনি তা করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তারা অন্য দেশে গিয়ে সে দেশের মানুষের ওপর আক্রমণ চালায়নি, অত্যাচার চালিয়েছে নিজের দেশের মানুষের ওপরই। আরাকানে রোহিঙ্গারা ভিন্ন দেশের মানুষ নয়, তারা ওই দেশেরই মানুষ। শত শত বছর ধরে রোহিঙ্গারা ওখানে বসবাস করে আসছে।

আরাকানের বৌদ্ধ রাজসভায় একসময় বাংলাভাষী গুণী মুসলমানদের স্থান ছিল, কবি আলাওল ওই রাজসভায় বসেই তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। মিয়ানমারের সেনারা স্বদেশবাসী একটি জনগোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নেকড়ের চেয়েও হিংস্ররূপে এবং বন্দুকের জোরে নির্বিচারে নারীদের ধর্ষণ করেছে। শুধু তা-ই নয়, স্থানীয় অ-রোহিঙ্গাদেরও তারা লেলিয়ে দিয়েছে ওই জঘন্য কাজে। এমনটা পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। যে বৌদ্ধরা অহিংসার জন্য জগদ্বিখ্যাত, তাদের একাংশ দেখা গেল বন্দুকধারীদের উসকানিতে উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যোগ দিয়েছে লুণ্ঠনে ও ধর্ষণে মহোৎসাহে।

নৃবিজ্ঞান বলছে, আমাদের এই অঞ্চলের অনেক মুসলমানের পূর্বপুরুষই একসময় বৌদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে তারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। বৌদ্ধরা মাথায় চুল রাখত না, তাদের ভেতর থেকে মুসলমানেরা বের হয়েছেড়এই সুবাদেই বাংলার ব্রাহ্মণরা মুসলমানদের 'নেড়ে' বলে ডাকত, এমন ধারণা প্রচলিত আছে। মিয়ানমারে গণহত্যার ব্যাপারটা মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়। রোহিঙ্গারা সবাই যে মুসলমান এমনও নয়, তাদের ভেতর অ-মুসলিমও আছে; গণহত্যায় নিয়োজিত সামরিক কর্তৃপক্ষও এ কথা বলেনি যে তারা মুসলমান মারছে। বলেছে, তারা অস্থানীয়দের দমন করছে। কারণ ওই অস্থানীয়রা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে।

নির্ভুলরূপে নেকড়ের যুক্তি মেষশাবক ভক্ষণ করার জন্য। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

২. এ রকমই চলবে- হাসিখুশি ও কানামাছি?

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির দৃশ্যমান ছবি পাওয়া যাবে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু গুণ? না, মানবৃদ্ধির কোনো কারণ নেই। শিক্ষার কেন্দ্রে থাকেন শিক্ষক। উপযুক্ত শিক্ষক যে আমরা পাচ্ছি না সেটা বলাইবাহুল্য। শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ ও দলীয় পক্ষপাতিত্বের প্রমাণিত অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের নতুন এক পদ্ধতি চালু করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। পদ-প্রার্থীদের নাকি লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে ও সংগ্রহ করতে হবে পুলিশের সার্টিফিকেট। যার সরল অর্থ দাঁড়াবে মেধাবানদের শিক্ষক হতে নিরুৎসাহিতকরণ। মেধাবান ও পরীক্ষিতদের জন্য পুনরায় লিখিত পরীক্ষা অমর্যাদার ব্যাপার। আর পুলিশের রিপোর্ট তো ভীষণরকমের বিপজ্জনক। লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা কোনো কালেই ছিল না। গোয়েন্দা রিপোর্ট পাকিস্তান আমলে চালু ছিল এবং ওই ধরনের কার্যক্রম চালু থাকাটা ছিল অন্যতম কারণ। যেজন্য ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্রটি ভেঙে আমরা বের হয়ে এসেছি। এখন চেষ্টা চলছে পুরনো ব্যবস্থাকে ফেরত আনার। এই পুলিশি কার্যক্রম দুর্নীতি ও উৎপীড়ন উভয়কেই প্রসারিত করে দেবে। আমরা আশা করব সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হবে, কিন্তু ভরসা করি না। কারণ প্রতিবাদকারীদের সংখ্যা ক্রমেই কমছে, তদবিপরীতে সংখ্যা বাড়ছে চাটুকারদের।

বিশ্ববিদ্যালয় তো পরে আসবে, শিক্ষার ভিত্তিটাই তো দুর্বল। প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। শিক্ষকদের মান এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত উন্নত না হলে শিক্ষার মান বাড়বে এরকম ভাববার কোনো কারণই নেই। নিয়োগ সুষ্ঠু নয়, নিয়োগের পরে প্রশিক্ষণ নেই। জবাবদিহিতা উঠে গেছে। প্রতিবেদন বলছে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার ভেতর বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ। বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কোনো মতেই বাড়ানো যাচ্ছে না।

দুঃখের কাহিনি অন্তহীন। প্রশ্ন হলো, কারণ কী? আরো বড় প্রশ্ন, উদ্ধারের উপায় কী? দুঃখের কারণ ওই নন্দঘোষই, তা যতই সরল শোনাক না কেন কথাটা। নন্দঘোষের নাম পুঁজিবাদ। একসময় ছিল মানুষ যখন নিজেকে খুবই অসহায় ভাবত। দার্শনিক হবস অবস্থাটার বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, মানুষের জীবন তখন ছিল ংড়ষরঃধৎু, ঢ়ড়ড়ৎ, হধংঃু, নৎঁঃরংয ও ংযড়ৎঃ. সেই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সামাজিক চুক্তির দরকার হয়েছিল, যে-চুক্তির ভেতর থেকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। তারপর ইউরোপে রেনেসাঁ ঘটেছে। মানুষ ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা ছেড়ে মনুষ্যকেন্দ্রিকতার জগতে চলে এসেছে, সৃষ্টি হয়েছে ইহজাগতিকতার ও ধর্মনিরপেক্ষতার। পথ পরিষ্কার হয়েছে পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য। পুঁজিবাদ বিকশিত হলো। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার জগৎটা অনেক বড় হয়ে গেল, উন্নত হলো জীবনযাত্রার মান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বৈষম্য, পুঁজিবাদের যা অনিবার্য উপাদান। ফলে যে নৈরাজ্য ও বর্বরতা থেকে রাষ্ট্র মানুষকে মুক্ত করবে বলে ভাবা হয়েছিল, তেমনটা ঘটল না। পুঁজিবাদ নিজেই দেখা দিল মস্ত বড় বিপদ হিসেবে।

বিপজ্জনক পুঁজিবাদ দীর্ঘকাল পৃথিবীকে শাসন করেছে, কিন্তু তার অবস্থা এখন শোচনীয়। নানা ধরনের ছাড় দেয়া ও প্রচার-প্রচারণা সত্ত্বেও নিজের রক্তাক্ত হিংস্রতাকে সে আর আড়াল করতে পারছে না। পতনকালে পুঁজিবাদ সব মানবিক সম্পর্ককে ভেঙে ফেলতে চাইছে, ইতোমধ্যেই সবকিছুকে পরিণত করেছে পণ্যে। তার অর্জনগুলোর অনেক কিছুই আর মানুষের উপকারে লাগে না, বরং অধিকাংশ মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুনাফার লোভ কাজ করছে চালিকা শক্তি হিসেবে। দেখা দিয়েছে চরম ভোগবাদিতা ও বিচ্ছিন্নতা। আমাদের মন্ত্রী সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ যে বলেছিলেন বেপরোয়া গাড়ি চালানো, সেই বেপরোয়া প্রতিযোগিতা ও আইন না-মানাটাও পুঁজিবাদের চরিত্রের ভেতরেই রয়েছে। পুঁজিবাদের অধীনে চলাচলের, যোগাযোগের ও উন্নতির সব পথই রক্তাক্ত, কম আর বেশি।

পুঁজিবাদ খুব ঘটা করে সাজিয়ে গুছিয়ে গণতন্ত্রের কথা বলে। প্রচার করে যে ভোটের ময়দানে সব মানুষ সমান এবং ক্ষমতাবান; কেননা পূর্ণবয়স্ক সব মানুষের ভোটাধিকার থাকে, ভোট দিয়ে তারা সরকার বদলাতে পারে। সর্বত্র না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সরকার বদলায়ও, কিন্তু তাতে শোষণ বদলায় না, অধিকসংখ্যক মানুষের ওপর অল্পকিছু মানুষের শাসনের অবসান ঘটে না। অন্যদিকে আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচনের অর্থ দাঁড়ায় জোরজুলুম, প্রতারণা, ছিনতাই। যারা জেতে তারা ওই শাসক শ্রেণিরই সদস্য- এ দলের কিংবা ও দলের।

ভারতে নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছে নিকৃষ্টতম ধর্মীয় মৌলবাদীরা, ইতিহাসকে তারা ক্রমাগত পেছন দিক ঠেলছে এবং বহুজাতির দেশটিকে এক রাখতে চাচ্ছে ধর্মের সাহায্যে এবং সেই প্রক্রিয়াতে মানুষকে মধ্যযুগের অন্ধকারে ফেরত নিয়ে যাওয়ার ব্রত ধারণ করেছে, পোশাকে ও মনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে অবশ্য ধর্ম আসে না, তবে বর্ণ ঠিকই চলে আসে। পুঁজিবাদ মানুষকে খুবই ব্যস্ত রাখে, বিশেষত ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিয়ে।

ছোট ছোট গণ্ডির ভেতর আটকে রাখাটাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। বড় জায়গাতে আসতে দিতে চায় না। এক সময়ে আধুনিকতা ছিল ব্যক্তির স্বতন্ত্রের দাবিদার, এখন উত্তর-আধুনিকতা সাধনা করছে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার।

আমাদের ছেলেবেলায়, শিশুদের জন্য পাঠ্য একটি বই ছিল, নাম 'হাসিখুশি'। তাতে একটি ছড়া থাকত, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যারে পারি তারে ছোঁ। পুঁজিবাদ মানুষকে ওই দশাতে রাখতে আগ্রহী। মানুষ হাসিখুশি থাকুক, নিমগ্ন হোক স্থূল বিনোদনে, লিপ্ত থাকুক অর্থোপার্জনে, উত্তেজনা প্রকাশ করুক খেলার মাঠে, ছায়ার সঙ্গে কথোপকথন চালাক ঘরে বসে। লক্ষ্যটা হলো পুঁজিবাদের যে ব্যাধি পৃথিবীকে রুগ্ন করছে, সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে টেনে নিয়ে গেছে, সে বিষয়ে মানুষ যেন সচেতন না থাকে। মানুষ চিন্তা করুক, চিন্তা তো তাকে করতেই হবে, কিন্তু সে চিন্তা হোক কানামাছি খেলার মতো। সবাই মিলে উত্ত্যক্ত করতে চায় চোখবাঁধা কানামাছিটিকে, সে বেচারা হাতড়ে হাতড়ে যাকে ছুঁতে পারবে তাকেই অপরাধী ভাববে। দোষ চাপানো চলবে পারস্পরিক। খেলাচ্ছে যে দুর্বৃত্ত আড়ালে থেকে সে হাসবে। এই দুর্বৃত্তটির আচার-আচরণ স্বভাব-চরিত্র তখন ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠছে। বৃত্তের ভেতর ঘুরতে থাকার ওই অগ্রগমন অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুঁজিবাদবিরোধী বিশ্বব্যাপী লড়াইটা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সফল হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ বিশেষভাবে হাসিখুশি অবস্থাতেই আছে। তাদের অধিকাংশ হাসিই অবশ্য দুঃখী মানুষের নিরুপায় হাসি। তবু দেখলে মনে হবে হাসছে। যেন আশায় আছে উন্নতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে। উন্নতির ভাগ সেও পাবে। যেন কর্তাদের উন্নতি তারই উন্নতি। দেশে গণমাধ্যম এখন দু'ভাবে নিয়ন্ত্রিত- একদিকে সরকারের দ্বারা, অন্যদিকে সরকার সমর্থক মালিকদের দ্বারা। ফলে হাসির অন্তরালের কান্নাটা অজানাই রয়ে যায়। এখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রও কাজ করছে না, আগামীতেও যে করবে এমন আশা নিতান্তই ক্ষীণ। ওদিকে পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলো হুলস্থূল করে খাড়াখাড়ি বেড়ে চলেছে। নানাভাবে তার পৃষ্ঠপোষকতা চলছে। গরিবের ভালোর জন্য ক্ষুদ্র ঋণের যে আয়োজন গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও করছে সেখানে উন্নয়ন যেটা ঘটছে সেটা পুঁজিবাদী ঘরানারই; ক্ষুদ্র ঋণের কারখানা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিবাদীরাই বের হয়ে আসছে, যতটা পারছে। এটা মোটেই তাৎপর্যহীন নয় যে, পুরনো দিনের সমবায়ী উদ্যোগ-আয়োজনগুলো যা ছিল সেগুলো ইতোমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কারণ তারা অপুঁজিবাদী হওয়ার চেষ্টা করত। পুঁজিবাদ সর্বগ্রাসী এবং ভীষণ সন্ত্রাসী।

তাহলে কি এরকমই চলবে- হাসিখুশি ও কানামাছি? না, চলবে না। পরিবর্তন আসবেই, তবে সেটা কীভাবে আসবে, কী চরিত্র নেবে, নৈরাজ্যের জন্ম দেবে নাকি উন্নত মানবিক সম্পর্কের সেটা নির্ভর করছে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের ওপরই, যে-আন্দোলনকে ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করার ভরসা দেয়ার ক্ষমতা অন্য কারো নেই, আছে শুধু পুঁজিবাদবিরোধী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী আন্দোলনেরই। সে-আন্দোলন দেশে দেশে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করবে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলবে, আশাটা এই রকমেরই। এর বাইরে সব আশাই দুরাশা মাত্র এবং হতাশার লালনভূমি ভিন্ন অন্যকিছু নয়। উদারনীতিতে কুলাবে না। উদারনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদের ভদ্রবেশী সংরক্ষক; চেনা যায় না; যে জন্য আরো বিপজ্জনক। উদারনীতির প্রধান কাজ হলো ব্যক্তিমালিকানার নির্মমতাকে আড়াল করে রাখা।

পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশেও চলেছে। কিন্তু সফল হয়নি। সফল না হওয়ার প্রধান কারণ নেতৃত্বদানকারীদের শ্রেণিচরিত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমবয়স্ক, অথচ চীনের কমিউনিস্টরা বিপ্লব করেছেন, ভারতের কমিউনিস্টরা বিপ্লবের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেননি। ভারতের বামপন্থি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ অসামান্য। নির্যাতন, কারাভোগ, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC
নির্বাচন-২০২৩ Election-2023
সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও নতুন নেতৃত্বের প্রত্যাশায়
মান্নান-জুয়েল পরিষদ
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
MOHAMMED ABDUL MANNAN
জহির উদ্দিন (জুয়েল)
JAHIR UDDIN (JEWEL)
GENERAL SECRETARY CANDIDATE
অনিক রাজ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
MOSTOFA ANIK RAJ
LITERATURE & CULTURAL SECRETARY CANDIDATE
ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন
প্রচারেঃ বিয়ানীবাজার বাসী

রিজার্ভের এই পতনের ধারা খুবই বিপজ্জনক

মইনুল ইসলাম

৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার 'গ্রস রিজার্ভ' ২০.৯০ বিলিয়ন ডলার এবং নিট রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই পতনের ধারা অব্যাহত থাকলে রিজার্ভ শূন্যেও নেমে আসতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার দাবি করেছিল যে ২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮.০৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু আইএমএফ সরকারের ওই দাবি মানেনি। তাদের দাবি ছিল, ঘোষিত ওই রিজার্ভ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে দেওয়া সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার বাদ দিতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ রিজার্ভ থেকে শ্রীলঙ্কাকে যে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে, তা-ও বাদ দিতে হবে। আরও বাদ দিতে হবে রিজার্ভ থেকে পায়রা বন্দরের রামনাবাদ চ্যানেল খনন এবং বাংলাদেশ বিমানকে বিমান কেনার জন্য দেওয়া ঋণ।

দীর্ঘ দুই বছর বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব আইএমএফের আপত্তির ধার ধারেননি। এখন আইএমএফের ঋণ ৪.৭০ বিলিয়ন ডলারের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে গত জুলাই মাসে রিজার্ভ হিসাব করার সর্বশেষ পদ্ধতি বিপিএম-৬ মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুরোনো বিপিএম-৫ পদ্ধতি অনুসরণে যে 'ইনফ্লেটেড বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ' দেখানোর খামখেয়ালিপনায় পেয়ে বসেছিল, তার ফলে গত দুই বছরে বেশ কয়েকটি অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করলে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের ঋণ, পায়রা বন্দরের চ্যানেলের খননকাজ এবং বাংলাদেশ বিমানের বিমান কেনার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে সরকারের ঋণ দেওয়ার কোনো যুক্তি থাকার কথা নয়।

কিন্তু ২০২০ এবং ২০২১ সালের পত্রপত্রিকার খবরগুলো পড়লে বোঝা যাবে, ওই সময় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব বারবারই বক্তব্য দিচ্ছিলেন যে বাংলাদেশ খামাখা এত বড় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখছে। তখন আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এই ধারণা যে অযৌক্তিক, তা ব্যাখ্যা করে পত্রপত্রিকায় কলাম লিখেছি, কিন্তু কে শোনে ওসব কথা?

সেই সাবধানবাণীকে আমলে না নেওয়ার ফলে এখন যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দ্রুত পতনের ধারা আমাদের অর্থনীতিকে চরম টালমাটাল অবস্থায় নিয়ে গেছে, তা সামাল দিতে পারছে না সরকার। দেশের 'নিট রিজার্ভ' এখন ১৭ বিলিয়ন ডলারের কম এবং প্রতি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংককে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি বিক্রি করতে হচ্ছে। রিজার্ভের এই পতনের ধারাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলতেই হবে।

কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেড় বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের পতনকে থামানোর চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। কারণ, হুন্ডি ব্যবসা চাঙা হওয়ায় আনুষ্ঠানিক পথে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। গত আগস্টে আনুষ্ঠানিক পথে রেমিট্যান্স আগের বছরের আগস্টের চেয়ে ২১ শতাংশ কমে গেছে। সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৪.৩৬ কোটি ডলার, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।

অথচ কিছুদিন আগেও সরকার উচ্চকণ্ঠে বলেছে, রিজার্ভ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই নেই, আমাদের প্রায় ছয় মাসের আমদানি বিল পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে। এখন আইএমএফ বলছে, বাংলাদেশের রিজার্ভ প্রকৃতপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। আইএমএফ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড় করার শর্ত মোতাবেক

২০২৩ সালের জুন মাসের শেষে দেশের নিট রিজার্ভকে ২৪.৪৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার কথা ছিল। ২০২৩ সালের অক্টোবরেই আমরা এই লক্ষ্যমাত্রা থেকে সাত বিলিয়ন ডলার পিছিয়ে আছি।

দেশের দেড় কোটির বেশি মানুষ বিদেশে কর্মরত থাকলেও তাঁদের অধিকাংশই হুন্ডি পদ্ধতিতে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। ডলারের দাম নির্ধারণ বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই এই সমস্যার সমাধান মিলবে না, কারণ হুন্ডি ডলারের চাহিদাকাঠামো শক্তিশালী থাকলে বাজারে ডলারের দাম যতই থাকুক, হুন্ডি পদ্ধতিতে ডলারের দাম তার চেয়ে সাত-আট টাকা বেশি পাওয়া যাবেই। দেশ থেকে বিদেশে অর্থ পাচারকারীরাই এই হুন্ডি ডলারের চাহিদাকে শক্তিশালী রাখছে, যে জন্য দেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচার এখন দেশের '১ নম্বর সমস্যায়' পরিণত হয়েছে। সংখ্যায় দেশ থেকে পুঁজি পাচারকারী কয়েক হাজারের বেশি হবে না। বাংলাদেশি সমাজের উচ্চমধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তশালী ও 'এলিট' অংশে তাঁদের বেশির ভাগের অবস্থান।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে তাঁরা দেশ থেকে বিদেশে অর্থ পাচার করতে বাধ্য হচ্ছেন, তা বলা যাবে না। এ দেশে তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 'এলিট' গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান সত্ত্বেও আরও বেশি সুখশান্তির আশায় তাঁরা দেশত্যাগে উদ্যোগী হচ্ছেন। তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠই দুর্নীতিবাজ আমলা, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি (উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গার্মেন্টস মালিক), প্রকৌশলী ও রাজনৈতিক নেতা। তাঁদের বৈশিষ্ট্যগত 'সাধারণ বৈশিষ্ট্য' হলো তাঁদের সিংহভাগ 'কালোটাকার মালিক', ভালো মানের শহুরে সম্পত্তির মালিক কিংবা শিল্পকারখানা বা ব্যবসার মালিক হওয়ায় দেশের ব্যাংকঋণ পাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

আমার সংবাদপত্রের কলামগুলোতে আমি তাঁদেরকে 'জাতির ১ নম্বর দুশমন' আখ্যায়িত করে চলেছি। তাঁরা যদি নিজেদের বাপ-দাদার সূত্রে প্রাপ্ত দেশীয় সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রয় করে বিদেশি নাগরিকত্বের আশায় অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় শামিল হন, তাহলে তাঁদের 'জাতির দুশমন' আখ্যায়িত করা যৌক্তিক হতো না। অথবা নিজেদের সারা জীবনের বৈধ উপার্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় থেকে উদ্বৃত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ বা সম্পত্তি বিক্রয় করে যদি কেউ অভিবাসনের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে বিদেশে সপরিবার বসবাসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেন, তাঁকেও গালমন্দ করা সঠিক হবে না।

কিন্তু আমি যাঁদেরকে 'জাতীয় দুশমন' অভিহিত করছি, তাঁরা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অপব্যবহার করে ব্যাংকঋণ নিয়ে তা বছরের পর বছর ফেরত না দিয়ে বিদেশে পাচার করে চলেছেন। তাঁরা ব্যাংকগুলোর 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি' হিসেবে ঋণ লুটপাটকারীর ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা রাজনৈতিক পরিচয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী। তাঁরা ৫২ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের '১ নম্বর সমস্যা' দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের মাধ্যমে কালোটাকার মালিক হয়ে তাঁদের দুর্নীতিলব্ধ ও লুণ্ঠনকৃত অর্থ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া কিংবা দুবাইয়ে পাচার করছেন। তাঁরাই কানাডার টরন্টোর বেগমপাড়া এবং মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম বানাচ্ছেন।

সরকারকে অবিলম্বে মেনে নিতে হবে যে হুন্ডি ব্যবসাকে কঠোরভাবে দমন না করলে পুঁজি পাচার কমানো যাবে না এবং আনুষ্ঠানিক খাতে রেমিট্যান্সের প্রবাহও বাড়ানো যাবে না। এর ফলে ব্যালান্স অব ট্রেডের (বাণিজ্য ভারসাম্য) *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংসতা: এখনো ভেসে বেড়ায় স্মৃতিপটে

খায়রুল আলম

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে সবেমাত্র। ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। ২০০১ সালের ঘটনা। গদিতে বসতে দেরি। কিন্তু অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে দেরি হয়নি বিএনপি-জামায়াতের দলীয় ক্যাডারদের। আর সেই নৃশংস অত্যাচারের শিকার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। ধরে নেয়া হয় যে, হিন্দু বা সংখ্যালঘু ভোটাররা আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক, এ কারণেই তাদের ওপর ক্ষোভটা বেশি ঝেড়েছিল প্রতিপক্ষ দলটার কর্মীদের অনেকে।

তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস আর হৃদয়বিদারক গল্পটা পূর্ণিমা রানী শীলের। ২০০১ সালে পূর্ণিমার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর, ক্লাস এইটের ছাত্রী ছিল এই মেয়েটি। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ওদের বাড়ি, সেখানেই একটি স্কুলে তখন পড়ত সে। ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর রাতটা হয়তো সারাজীবনের জন্যে দুঃস্বপ্নের এক কালরাত্রি হয়ে আছে। সেই রাতে স্থানীয় বিএনপি-জামায়াত ক্যাডাররা হামলা করেছিল তাদের বাড়িতে।

পূর্ণিমা সেই রাতে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বাড়িতেই ছিল। সদ্যবিজয়ী স্থানীয় নেতারা হামলা করল, মায়ের সামনেই ধর্ষণ করল তাকে। এত মানুষ দেখে পূর্ণিমার মা বলছিল 'বাবারা, আমার মেয়েটি ছোট, তোমরা একজন একজন করে এস, আমার মেয়ে মরে যাবে।'

আসলেও তাই, ওতটুকু মেয়ে, ১০-১২ জনের এক দল যদি পালাক্রমে ধর্ষণ করে, তবে মেয়ের বাঁচার আশা নিয়েই শঙ্কা করতে হয়। অসহায় বাবা দেখল মেয়ের ধর্ষণ, মা আকুতি করল। ধর্ষিতা পূর্ণিমা অবশ্য সে রাতে মরেনি। ধর্ষণের গ্লানি নিয়ে এখনো সে বেঁচে আছে।

ঘটনার ৩/৪ দিন পর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নির্যাতিত পূর্ণিমা ও তার পরিবারকে সাংবাদিদের সামনে হাজির করলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকার সাবেক এমপি এম আকবর আলী ঘটনাটি সত্য নয় বলে দাবি করেন। জোট সরকারের শাসনামলে পূর্ণিমা তার ওপর হওয়া অন্যায়ের বিচার পাননি, বরং প্রশাসনের কাছ থেকে হুমকি-ধমকি দেয়া হয় পূর্ণিমার পরিবারকে। তবে পূর্ণিমা হার মানেনি। অবশেষে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালের ৪ মে অভিযুক্ত ১১ জনকে দোষীসাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রহসনের নির্বাচনে সীমাহীন ভোট কারচুপির মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে জয়লাভ করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হত্যা, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের মতো বর্বর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় বিএনপি-জামায়াত জোটের সন্ত্রাসীরা।

ছবি রানীর কথা মনে আছে? তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলেন। বাড়ি বাগেরহাটের রামপালে। ২০০২ সালের ২১ আগস্ট সাবেক জোট বাহিনীর ক্যাডার দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। সাবেক ক্ষমতাসীন ক্যাডাররা ছবি রানীকে বাসস্ট্যান্ড থেকে কাপড় খুলে ফেলে। এরপর তাকে বিএনপি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর একের পর এক ক্যাডার দ্বারা তিনি ধর্ষণের শিকার হতে থাকেন। ধর্ষকরা ধর্ষণ করে ছবি রানীর গোপন অঙ্গে মরিচের গুঁড়া, বালি আর কাচের গুঁড়া ঢুকিয়ে দেয়। ছবি রানী যখন ধর্ষিত হচ্ছিল, তখন পাশের দোকানে পুলিশ সদস্যরা বিড়ি ফুঁকছিল। তার চিৎকারে সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, পুলিশও সেদিন ফিরে তাকায়নি।

এভাবেই অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চলে অবর্ণনীয় নির্যাতন। এ নির্যাতনের অনেক ঘটনা রয়ে গেছে আড়ালে, অনেকে মামলা করেছে। অনেকে সে সাহসও পায়নি। অনেকে আবার লোকলজ্জা ও সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে ধর্ষণের ঘটনাও গোপন রেখেছে। এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রায় দুই মাস ধরে চলে আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক, বিশেষে করে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অমানুষিক নির্যাতন।

বিভিন্ন স্থানে বিএনপি-জামায়াত ক্যাডাররা নারী ধর্ষণ, সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি দখল, হত্যাসহ নানা অপকর্মে মেতে ওঠে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সূত্রের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, ২০০১ সালের নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি-জামায়াত জোট হিন্দুদের ওপর তাণ্ডব চালায়।

কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভোটাররা আওয়ামী লীগকেই ভোট দেবে। নির্বাচনের পরের অবস্থা ছিল আরও পরিকল্পিত, ছকবদ্ধ এবং গুরুতর। সেসময় বিএনপি জোটের হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, যশোর, কুমিল্লা ও নরসিংদী। ওই সময় আক্রমণকারীরা হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে তাদের পরিবারের সদস্যদের মারধর, সম্পত্তি লুটপাট এবং অনেক হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করে। পাওয়া গেছে হিন্দু মেয়েদের অপহরণের খবরও।

১০ অক্টোবর ২০০১ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যা লঘুদের ওপর হামলা চালায় বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা। ১২ অক্টোবর ২০০১ সালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়ায় নির্বাচনী বিজয়ের পাশবিক উল্লাস, প্রশাসন নীরব। অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগেই বরিশালের গৌরনদী আগৈলঝাড়ায় যে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও সন্ত্রাস শুরু হয়, নির্বাচনের পর তা আরও বেড়ে গেছে। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে অন্তত ৫০টি।

৭ নভেম্বর ২০০১ সালের চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার মিঠানালার দাসপাড়ায় গত সোমবার মধ্যরাতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় আওয়ামী লীগ কর্মী সুনীল দাস সাধু নিহত হয় এবং প্রায় ৩০ জন নারী ও শিশু আহত হয়েছে। ধর্ষণ, হামলা ও লুটপাটে ৫১টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়িঘর লুটপাট, জোরপূর্বক চাঁদাবাজি, এমনকি নারী ধর্ষণের অজস্র ঘটনা ঘটে এ সময়। এসবের অধিকাংশই পুলিশের নথিভুক্ত হয়নি। অধিকাংশ ভুক্তভোগী ভয়ে কোনো অভিযোগ পর্যন্ত করেনি। রাজিহারের শেফালী সরকারের নামটি হয়তো আমরা অনেকজন শুনেছি। গ্রামের মানুষের কাছে আরেকটি পরিচয় ছিল, 'ঘরের ডাক্তার'। টুকটাক চিকিৎসা দিতেন গরিব মানুষদের। নির্বাচনে কাজ করেন আওয়ামী লীগের পক্ষে। এটাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। তাকে চায়নিজ কুড়াল দিয়ে কোপানো হয়।

উত্তর চরফ্যাশন গ্রামের বলরাম দাসের স্ত্রী কণিকা রানী দাস, তাদের বাড়িতে ২০০১ সালের ৩ অক্টোবর রাতে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করে মালামাল লুট করে এবং তার সম্ভ্রমহানি ঘটায়। এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রী দুজনকেও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। অমর চন্দ্র দাসের স্ত্রী কল্যাণী দাস, গভীর রাতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িতে এসে ধান-চাল, জামাকাপড়সহ বাড়ির সব মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় তারা তার মেয়ের খোঁজ করে এবং মেয়েকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে।

কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে এবং সেখানে নেই, এ কথা শুনে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীর সামনে কল্যাণীকে ধর্ষণ করে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
100%
BEST PRICE
Guaranteed
Mummun Hasina Bari
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞায়ও কি ঘুষ নিয়েছিলেন মেনেনডেজ?

সরকার জারিফ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একজন ডেমোক্র্যাট সিনেটরের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত শুক্রবার নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট সিনেটর রবার্ট বব মেনেনডেজকে ৮ বছরে দ্বিতীয়বারের মতো লাখ লাখ ডলার দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। শুধু মেনেনডেজ নন তার স্ত্রীর বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এই বব মেনেনডেজই বাংলাদেশের প্যারামিলিটারি বাহিনী র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার দাবির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক খবর হলো, পাহাড়সম দুর্নীতির অভিযোগে রবার্ট মেনেনডেজের পদত্যাগের জোর দাবি উঠেছে। এরই মধ্যে তিনি সিনেটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটি থেকে সরে এসেছেন। ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর বেন কার্ডিন ওই পদে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এবারই প্রথম নয়, ২০১৫ সালেও একই পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তাকে।সে সময় এক দাঁতের ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।

তবে রয়টার্স জানায়, সিনেটর রবার্ট মেনেনডেজ বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ফেডারেল অভিযোগের কারণে তার পদত্যাগের দাবি তোলা হলেও তিনি সিনেটরের পদ ছাড়ছেন না। দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'আমি নিউজার্সির মানুষের জন্য ১৮ বছর ধরে ভোটে অংশ নিয়েছি। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে।' ক্যাপিটল হিলে প্রায় ১ ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর বের হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সংবাদ সংস্থা এপি জানায়, অর্ধেকেরও বেশি ডেমোক্র্যাট সিনেটররা মেনেনডেজের পদত্যাগের দাবি করেছেন। যদিও ক্যাপিটল হলে বৈঠকের পর অনেক সিনেটররা জানিয়েছেন, মেনেনডেজ তার পদে থাকার কথা ঘোষণার পর সেখানে সবাই নিশ্চুপ ছিলেন।

মেনেনডেজের বিরুদ্ধে ৩৯ পাতার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। সেখানে মিসরের স্বৈরাচারী সরকারকে তার ক্ষমতার ব্যবহার করে সাহায্যের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তার বাসা থেকে এক লাখ ডলার মূল্যের ১৩টি স্বর্ণের বার এবং নগদ সাড়ে পাঁচ লাখ ডলার উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি নিউ জার্সির তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এমন অজস্র অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মিসরে মাংস ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হানা মিট ২০১৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত খুব কম মুনাফা করতে পেরেছে। এই ব্যবসায় কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও মেনেনডেজের কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ পায় কোম্পানিটি। 'মিস্টার হানা'স হালাল মিট বিজনেস' নামের কোম্পানিটি মিসরের কাছ থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আইন মেনে প্রস্তুত করা খাদ্যপণ্য রপ্তানির সুযোগ পায়।

উচ্চপর্যায়ের এক কৃষি কর্মকর্তা জনসম্মুখে এই একটি প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া ব্যবসার কারণে মিসরে খাবারের মূল্যের বৃদ্ধি ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তখন মেনেনডেজ তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে। রবার্ট মেনেনডেজ তার স্ত্রী নাদিন এবং নিউ জার্সির তিন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লাখ লাখ ডলার এবং স্বর্ণ ঘুষ নিয়ে মিসরে ফেডারেল সাহায্য এবং অস্ত্র পাঠিয়েছেন। এ সময় তিনি একটি মার্সিডিজ-বেনজ গাড়িও ঘুষ নেন।

র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় মেনেনডেজের ভূমিকা: দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত মার্কিন সিনেটর মেনেনডেজের ঘটনা সামনে আসায় ঢাকায় আমেরিকা পর্যবেক্ষকদের মনে নতুন প্রশ্ন উঠেছে। কেননা মার্কিন সিনেটের উচ্চকক্ষে বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন মেনেনডেজ। ট্রাম্প সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেইয়ের কাছে বাংলাদেশে মানবাধিকার হরণে র‍্যাবের ভূমিকার জন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার দাবি তুলেছিলেন তিনি। রিপাবলিকান সিনেটর টড ইয়ং এবং সিনেটের আরও আটজন সদস্যকে নিয়ে বাংলাদেশের প্যারামিলিটারি বাহিনী র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবিতে নেতৃত্ব দেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট র‍্যাব এবং এই বাহিনীর সাত বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকারসংক্রান্ত অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। এসময় ২০১৫ সাল পর্যন্ত র‍্যাবের বিরুদ্ধে ৪০০ জনকে হত্যার অভিযোগ তোলেন তিনি। যদিও এসময় তিনি কোনো দালিলিক প্রমাণ দিতে পারেননি।

রবার্ট বব মেনেনডেজ মিসরে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে ঘুষের বিনিময়ে সহায়তা করেছেন। তার বিরুদ্ধে ৩৯ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্রে সেসব গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আহ্বানের ক্ষেত্রেও তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জানুয়ারির আসন্ন সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রশাসন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিসহ বিরোধীদল থেকে গণমাধ্যম পর্যন্ত ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসছে। পরিস্থিতি দেখে অনেকেই মন্তব্য করছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে 'রক্ষা'র দায় যুক্তরাষ্ট্র নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তবে এমন রক্ষকের ভূমিকায় থাকা দেশটির একজন সিনেটরের এহেন আমলনামা নানা প্রশ্নের উদ্রেক করছে। দৈনিক কালবেলা-র সৌজন্যে

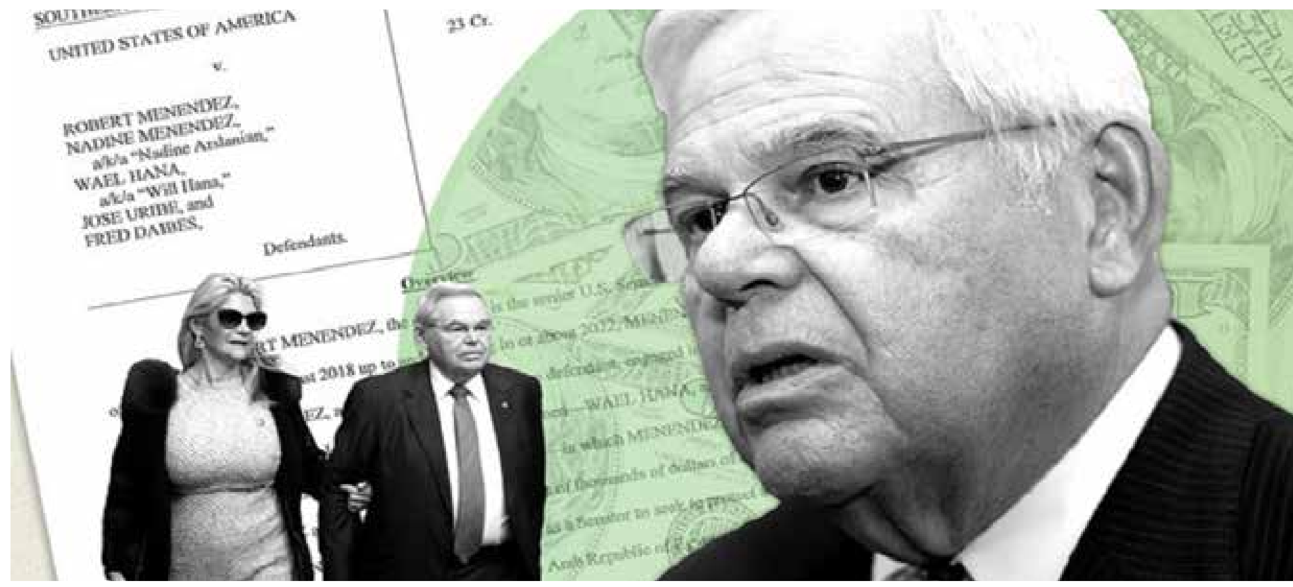

উন্নত জীবনের জন্যই প্রয়োজন মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষা

ড. মাঞ্জুমা আখতার

করোনাকালে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরকার অসমতা ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত হয়, ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা পুনর্বিবেচনা করা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এটি সামাজিক-আবেগগত শিক্ষার (এসইএল) তাৎপর্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে এবং আমাদের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে।

মহামারিকালে শিক্ষার্থীদের দূরশিক্ষণের অভিজ্ঞতা-সম্পর্কিত একটি গবেষণায় শিশুদের সুস্বাস্থ্যের ওপর স্কুল বন্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে রুটিন না থাকার কারণে হতাশা, শারীরিক ও সামাজিক কার্যক্রম কমে যাওয়া এবং বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ কমে আসা। এতে আরও দেখা যায়, স্কুল বন্ধ ও খোলার পর শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণগুলো প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, বিশেষত নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা শিশুদের মধ্যে।

গবেষণাটিতে অংশগ্রহণকারী এক শিক্ষক বলেন, '(ক্লাসরুমে) শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, কোনো কিছুতেই অংশ নিতে চায় না, সব সময় ভাইরাসের ভয়ে ভীত থাকে, কারও সঙ্গে খেলাধুলা করে না, সহপাঠীদের সঙ্গে খুবই কম যোগাযোগ করত। এমন পরিস্থিতি দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে যাই। ভেবে পাই না, এমতাবস্থায় আমার কী করা উচিত বা তাদের কীভাবে সহায়তা করব।' আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষক একই ধরনের কথা বলেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচলিত পদ্ধতিতে দেখা যায়, সাধারণত সমস্যা শুরু হওয়ার পর সহায়তার খোঁজ করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো শারীরিক সমস্যার মতো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। আবার অনেকেই মানসিক রোগ বা সমস্যাগুলোকে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে এক করে দেখেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এ ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে জানায়, মানসিক স্বাস্থ্য মানসিক রোগ না থাকার চেয়েও বেশি কিছু। এটি অত্যন্ত জটিল ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়া, যেখানে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিতে আলাদারকম অভিজ্ঞতা হয়, নানা রকম অসুবিধা ও মানসিক চাপের ওপর এটি নির্ভর করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর সামাজিক ও ক্লিনিক্যাল ফলাফলও ভিন্ন হয়।

ডব্লিউএইচওর মতে, মানসিক সুস্থতার একটি পর্যায় হলো মানসিক স্বাস্থ্য, যা জীবনের চাপ নেওয়া, সক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পারা, ভালোভাবে শেখা ও কাজ করা, এমনকি সমাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রেও মানুষকে সক্ষম করে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের যথার্থ বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে আমাদের আনন্দ, আবেগগত সুস্থতা, আত্ম-সহানুভূতি বা এ রকম ছোট ছোট বিষয়ে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাই আমাদের শিশুদের জন্য এসইএল নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। যেখানে স্কুল-পরিসীমার ভেতর ও বাইরেদুই জায়গাতেই শিশুদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত দক্ষতা ও গুণাবলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সাক্ষরতা ও গাণিতিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শৈশব থেকেই স্থিতিশীল ও আবেগীয় বুদ্ধিবৃত্তি তৈরি করতে স্কুলগুলোর উচিত মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্বীকৃতি দেওয়ার একটি সামগ্রিক কৌশল গ্রহণ করা। আর তা অর্জন করার ক্ষেত্রে শিশুদের এসইএল ও জীবন-সম্পর্কিত সমস্যাগুলোয় কাজে লাগবে এমন দক্ষতায় পারদর্শী হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সুস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্বসংবলিত একটি সুষ্ঠু কারিকুলাম। একই ভাবে, শিক্ষক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষকদেরও তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও সুস্থতা সমুন্নত রাখার জন্য সহায়তা ও উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। এমনকি তাদের সাংস্কৃতিকভাবে সম্পর্কিত কৌশল ও ট্রমা বুঝতে পারার শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা উচিত। তবে এসব উদ্যোগ কোনো কাজেই আসবে না, যদি শিক্ষকেরা আবেগগত দিক থেকে সুস্থ না থাকেন, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকার পরও তারা তা কাজে লাগাতে পারবেন না।

বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্টের এক প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানসিক পুঁজির (মেন্টাল ক্যাপিটাল) মধ্যে সংযোগের ওপর আলোকপাত করা হয়। মানসিক পুঁজির পরিমাণ কম হলে উৎপাদনশীলতা কমে আসে, আর্থিক খরচ বেড়ে যায় ও ভবিষ্যতের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মানেই হচ্ছে সহযোগিতা চাওয়ার কৌশল রপ্ত করা, যা ঝুঁকি কমিয়ে আনবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৩ নম্বর লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর জীবন ও সুস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বিশেষভাবে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মহত্যা প্রতিরোধের মতো মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে নিরলস মনোযোগ, পর্যাপ্ত তহবিল ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা সুস্থ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে এমন একটি প্যারাডাইমের দিকে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে বৈশ্বিক দক্ষিণকে বিবেচনায় রাখা হবে। এই সমন্বিত নির্মাণে অংশগ্রহণকারী ও অংশীজনদের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে, যেন তারা স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে কনটেন্ট ও পদ্ধতি ডিজাইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। সুস্বাস্থ্যের উপায় হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা শুধু উন্নয়ন দক্ষতার জন্যই জরুরি নয়, বরং একটি উন্নত জীবনের জন্যও প্রয়োজনীয়। ড. মাঞ্জুমা আখতার সহকারী অধ্যাপক ও হেড অব অ্যাকাডেমিকস, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

WORLD HUMAN RIGHTS USA INC
We Stand for Dignity Justice & Human Rights.
Convention & Concert
Mohammed Masud Rana
kazi Zaman Uddin
Music by : Bangla Band
Media Partner
CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
ntv
ঠিকানা
* Free Admission
* Free Dinner
* Free 2024 Diary
* Free Gift
OCTOBER
22 2023
Sunday
AT 6.00pm
venue
Queens Palace
37-11 57th St, Woodside
New York 11377
Organizing Committee
Mintu Roy
Atiqur Rahman
Khandaker Maruf Ahammad
Salim Ibrahim
Rashed Uddin (Hira)
Sohel Chowdhury
Dr. Muktar Ahmed
Mamtaz Shanaz
Nirob Hoque
Deepok Das
Saghir Khan
Mst Runa
Shankar Sarkar
Tapash Saha
MD OMAR FARUQUE CHOWDHURY
Dr. Rafiqul Islam
President
646 667-9020
Dr. Kamrul Islam
Secretary General
917 244-0438
WORLD HUMAN RIGHTS USA INC
NEW YORK
WORLD HUMAN RIGHTS USA INC

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 13 - 19, 2023) | Promo Code : PSP41
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)
$13.99/EA SIZE 3 KG ROHU
$3.99/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
$3.49/LB SIZE 5/7 TILAPIA FILET
$6.99/EA 1 LB BAG CK BRAND TAPOSHI IQF WITH EGG
3/$5.00 13.5 OZ CHAOKOH COCONUT MILK
$11.99/EA 3.5 LB COFFEE MATE
$6.99/EA 200 GM NESCAFÉ ORIGINAL
$14.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE
$14.99/EA 20 LB CAROLINA PARBOILED RICE
$16.99/EA 5 LITER PREMMAS SUNFLOWER OIL
2/$9.00 1 LITER RAJDHANI MUSTARD OIL
$7.99/EA 2 LB QUAKER OATS
2/$5.00 400 GM MCCAIN / POTATO BITES / ALOO TIKKI / VEGGIE FINGER
3/$5.00 400 GM SHAHAJALAL SINGARA / DAL PURI / ALOO PURI
$5.99/EA 800 GM QUALITY TEA TIME
$1.99/EA 300 GM ESSENTIAL DRY CAKE
3/$3.99 12 OZ KRASDALE EVAPORATED MILK
4/$5.00 HOBBI CHICK PEAS
3/$6.00 BUMBLE BE TUNA (ASSORTED)
$4.99/EA 2000 GM SHAHAJALAL PLAIN PARATA
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
Premium Supermarket
SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW
4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023
BELLEROSE
ALAM
J. MOHIUDDIN
SAIF
TEL: 347-657-8911
BRONX
IMRAN
REHANA
IKBAL HOSSAIN
TEL : 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS
GOMES EDWARD
MOHAMMED A ROUF
NUR NAHER
SHAMIMA SULTANA
ACHINTA DUTTA
MUHAMMAD ARSHAD
TEL: 347-658-4362
JAMAICA
NUSHA FAREEN
OMAR FARUK
MD AKTER HOSSAIN
TEL: 347-626-8798
OZONE PARK
FAHIMA AKTER
FATEMA ISLAM
MD JALAL UDDIN
TEL: 347-658-0972
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT EBT

ADI'S The Halal Supermarket

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (October 06 - 19, 2023) | Promo Code : PSP04

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

Item	Details	Price
HILSHA CK BRAND	SIZE 10-12	SALE $7.49/LB
HILSHA SHAHJALAL BRAND	SIZE 1400 UP	SALE $9.99/LB
ROHU	3 KG	SALE $1.49/LB
BEEF WITH BONE SINA MIX		SALE $2.99/LB
DELTA RICE	50 LB	SALE $34.99/EA
CAROLINA PARBOILED RICE	20 LB	SALE $11.99/EA
OLIO VILLA POMACE OIL	1 GALLON	SALE $13.99/EA
MRIGAL	4 KG	SALE $2.79/LB
SHAHJALAL BRAND PANGASH WHOLE	1 KG UP	SALE $2.99/LB
DESHI MAGUR	SIZE 100/200	SALE $6.99/EA
CHICKEN QUARTER LEG	NO CUT NO CLEAN	SALE 89¢/LB
KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	20 LB	SALE $18.99/EA
ESSENTIAL CHINIGURA RICE	10 LB	SALE $13.99/EA
MAZOLA CORN OIL	2.5 GAL	SALE $35.99/EA
HAOR BRAND TAPOSHI IQF	1 LB BAG	SALE $5.99/EA
GOLDEN POMFRET		SALE $2.79/LB
SHAHAJALAL TRAY KESKI	200 GM	SALE 3/$5.00
RAW SHRIMP	31/40-2 LB BAG, SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA	SALE $7.99/EA
MILK GALLON		SALE $3.99/EA
MEDIUM BROWN EGGS	ONE DOZEN	SALE 3/$5.00

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"

STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

ADI'S BRONX

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023

UTTAM SAMADDER | MD ZALHOZ KHAN | SIRAJ CHOWDHRY

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023

MD. SHAMSUL HOQ | REZAUL HAQUE | SAH

SECOND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH 2023

BAHARU SHAMIMI | FATHIMA METU | ABDHUS SALAM

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023

MOHAMMAD JEWEL SIKDER | TANIA RAHMAN | ALAMIN

ADI'S The Halal Supermarket

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

HELP WANTED

Position	Location	Requirement
MANAGER - SUPERMARKETS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT	(All Locations)	(5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate

email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com

or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

পদ	স্থান	প্রয়োজন
ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(সকল অবস্থানসমূহে)	(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com

অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

শারদীয় দুর্গা উৎসব ২০২৩
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি আগামী ২১ ও ২২ অক্টোবর-২০২৩ (শনি ও রবিবার), শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে। ২ দিন ব্যাপী আয়োজিত আনন্দ অনুষ্ঠানে থাকবে দুই বাংলা এবং বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটির সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রন
ALOK ROY CHOWDHURY
BIPLOB MUKHERJEE
CHANDRA ROY
RUNA ROY
ROKSANA MIRZA
SHAMIM SIDDIQUE
REGA
SOUVIK
MARIAM MARIA
UDIPTA
DEBASREE
স্থান: তাজমহল পার্টি হল
১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক
তারিখ: ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৩
(শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ: দুপুর ১২:১৫। পূজা অন্তে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টায়
পূজায় পৌরহিত্য করবেন- শ্রী টিটন আচার্যী
SAMANNITTYA
ANIKA
SANTI
ANKUSH
SHUVOSREE
ANURAG
RITU
UPAMA
SWAPNIL
RIDDHIMA
বিনীত
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
৬৪৬-৪৭৭-৮৩১৪
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৮৯১-৯৯৭৮
NRITYANJALI
ADDA
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

হার্ট অ্যাটাক ও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সম্পূর্ণ আলাদা, জানেন কি!

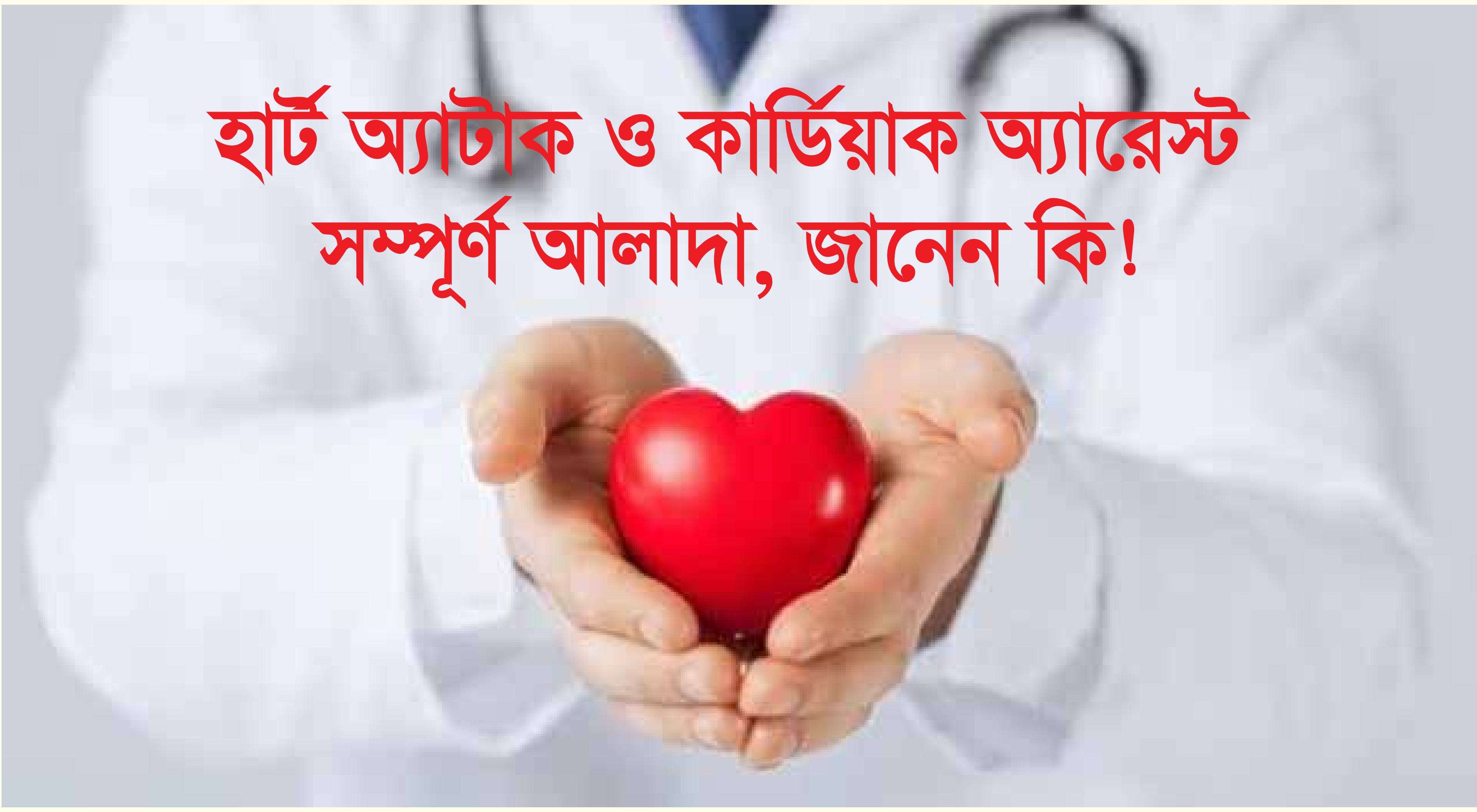

পরিচয় ডেস্ক: হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া- বাংলায় এটাই বলা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু হার্টের সমস্যাকে ইংরেজিতে বলতে গেলে সাধারণত দু'টি কথা বলে সবাই। এর একটি হলো 'হার্ট অ্যাটাক' এবং অন্যটি 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট'। দু'টি প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

কাকে বলে হার্ট অ্যাটাক আর কাকে বলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট?

হার্ট অ্যাটাক : যখন করোনারি আর্টারি কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায়, আর এর কারণে যদি হার্টের পেশিতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, তাহলে তাকে বলে হার্ট অ্যাটাক। হৃদযন্ত্রে দু'টি আর্টারি থাকে। বাম এবং ডান। কোনো কারণে এগুলো ব্লক হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটি একেবারেই আলাদা। কোনো কারণে হার্টের পাম্পিং পদ্ধতি বা স্পন্দনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে এটি হয়। এটি হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা থেকেই হতে পারে। এর সাথে ব্লকের সম্পর্ক খুব একটা নেই।

দু'টির মধ্যে সম্পর্ক : চিকিৎসকরা বলছেন, হার্ট অ্যাটাক হয় হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে। কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো হৃদযন্ত্রের একটি কর্মপদ্ধতিগত সমস্যা। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ফলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় না।

দু'টির কারণও আলাদা : হার্ট অ্যাটাক : এর সাথে সম্পর্ক আছে জীবনযাপনের। ধূমপান, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, পরিবারের হার্টের অসুখের ইতিহাসের মতো কারণ থাকতে পারে এর পেছনে।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটির সাথে জীবনযাপনের সম্পর্ক কম। মারাত্মক পরিমাণে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। কম বয়সীদের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের অন্যতম কারণ এটি। বিশেষ করে মারাত্মক শারীরিক পরিশ্রমের ফলে এটি হতে পারে। বুকের পেশিতে চাপ পড়াও এর কারণ হতে পারে।

লক্ষণগুলোতে রয়েছে পার্থক্য : হার্ট অ্যাটাক : ধীরে ধীরে এর লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে। বুকে ব্যথা হতে পারে মারাত্মকভাবে। সেটি পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাঁ-হাত, কাঁধ ও চোয়ালে ব্যথা হতে পারে এর ফলে। এর পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচুর ঘাম হয়। নড়াচড়ার শক্তি চলে যায়। মাথা ঘোরে। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন তিনি।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটির লক্ষণ কিছুটা আলাদা। আচমকা হয় এটি। সাথে সাথেই অচেতন হয়ে পড়েন আক্রান্ত ব্যক্তি। কিছু ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা এবং মাথা ঘোরার মতো সমস্যা হতে পারে। যদিও আগে থেকে বোঝা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

সুস্থ পাওয়ার সম্ভাবনা দু'টির ক্ষেত্রেই দ্রুত চিকিৎসার দরকার। ওষুধ এবং চিকিৎসায় রোগী সেরে উঠতে পারেন। কিন্তু দু'টিতে সুস্থ হওয়ার হারের মধ্যে পার্থক্য আছে।

হার্ট অ্যাটাক : এটির ক্ষেত্রে ঠিক সময়ে চিকিৎসা আর ওষুধ দেয়া হলে রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় ৯৫ শতাংশ।

দেহের যেসব অঙ্গের হাল ফেরাবে পেঁপে

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে পেঁপে ফলের জুড়ি মেলা ভাড়। পেঁপের জুসে রয়েছে একাধিক উপকারী উপাদান। তাই সুস্থ-সবল জীবনযাপন করার ইচ্ছ থাকলে এই পানীয়কে ডায়েটে জায়গা করে দিতেই হবে। তাহলেই দেহের একাধিক অঙ্গের হাল ফেরাতে পারবেন। পেঁপেতে রয়েছে জরুরি কিছু ভিটামিন ও খনিজের ভাণ্ডার। যা কিনা দেহে পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে পারে। এমনকি এতে মজুত থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট একাধিক রোগের ফাঁদ এড়িয়ে যেতেও সাহায্য করে। তাই তো পৃথিবীর তাবড় পুষ্টিবিদেরা নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন। জানুন পেঁপের পুষ্টিগুণ।

১. পেট থাকবে সুস্থ-সবল

গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বজহজমের মতো পেটের সমস্যায় ভুক্তোভোগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। বিশেষত, বাঙালিদের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বেশি। তবে ভালো খবর হল, নিয়মিত পেঁপের জুসে চুমুক দিলেই কিন্তু এই সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলতে পারে।

এই জুসে রয়েছে পেকটিন নামক একটি উপাদান যা কিনা হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তাই তো স্বাস্থ্য বিভ্রাট এড়াতে চাইলে পেটের সমস্যায় ভুক্তভোগীরা এই পানীয়ের সঙ্গে চটজলদি বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিন।

২. চাঙ্গা হবে ইমিউনিটি

ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চাঙ্গা থাকলে একাধিক সংক্রামক রোগের ফাঁদ এড়ানো যাবে।

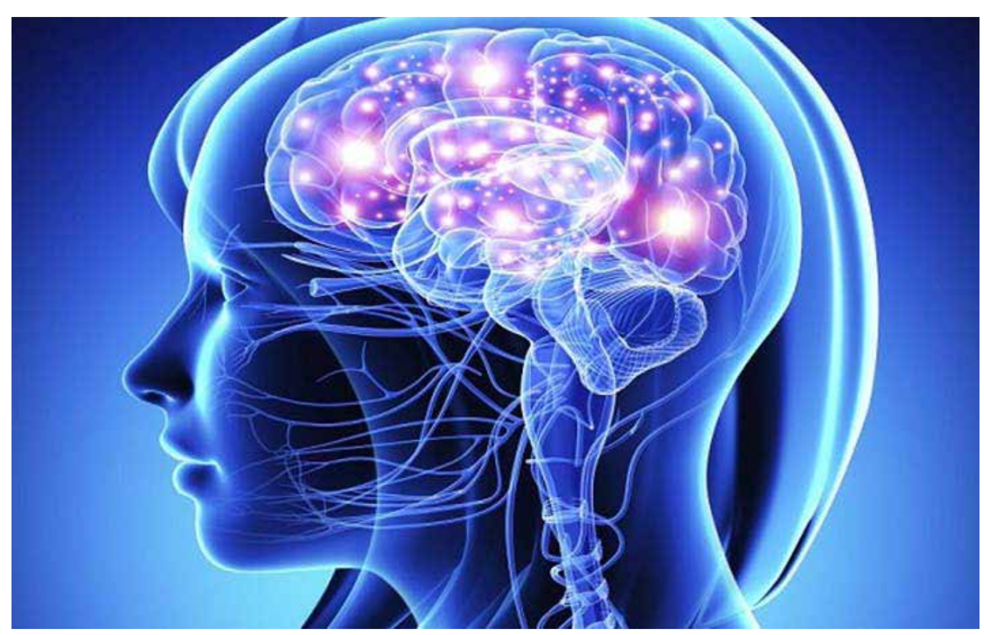

স্মৃতিশক্তি মজবুত করার সাত উপায়

পরিচয় ডেস্ক: কাজের চাপে প্রায়ই এটা-সেটা ভুলে যাচ্ছেন? বা আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে? এর পরিণাম কিন্তু হতে পারে ভয়ংকর। তাই বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জেনে নিন সতর্কতা এবং স্মৃতিশক্তিকে মজবুত করার কিছু উপায়।

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে মেনে চলতে হবে নিচের সাতটি নিয়ম:

পর্যাপ্ত ঘুম: রাতে যদি ঘুম কম হয়, তবে তা বার্ধক্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে মস্তিষ্কে বাধার সৃষ্টি করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য পর্যাপ্ত ঘুম খুবই জরুরি। ঘুম না হলে মস্তিষ্ক প্রায় সাত বছর বেশি বুড়িয়ে যেতে পারে।

ঠাণ্ডা ঘর: গরমের চেয়ে ঠাণ্ডায় স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগ তিন গুণ বেশি থাকে। এছাড়া ঠাণ্ডা ঘর মাথাকেও ঠাণ্ডা রাখে। তাই ঘরের তাপমাত্রা কখনো ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি রাখা ঠিক নয়।

গল্প শেষ থেকে শুরু করুন: একটি গল্প পড়া শেষে পুরো গল্পটা মনে রাখুন। এবার শুরু থেকে না করে শেষ বা পেছন থেকে গল্পটা মনে করতে থাকুন। এই পন্থা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সচল রাখার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালীও করবে।

হাঁটাহাঁটি: নিয়মিত হাঁটাচলা বা জগিং শরীরকে ভালো রাখার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনকেও সুস্থ রাখে। সপ্তাহে দু-তিন দিন অন্তত ২০ মিনিট করে হাঁটলে বা জগিং করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়।

লাউ শাক

উপকার জানলে এখনই কিনতে ছুটবেন!

পরিচয় ডেস্ক:লাউ পাতায় মোড়া চিংড়ি আর ইলিশ খুব পুরনো বাঙালি পদ। শুধু লাউ শাকের উপকারিতাও অনেক।

রোজ লাউ খেলে মেটাবলিজম বাড়ে, সেই সঙ্গে কমে ওজনও। তবে শুধু লাউ নয়, এই গাছের কোনও কিছুই ফেলা যায় না। লাউডাঁটা থেকে লাউ শাক সবটাই কাজে লাগানো হয়। লাউ পাতায় মোড়া চিংড়ি আর ইলিশ খুব পুরনো বাঙালি পদ। (উরংপষধরসবৎ: এই প্রতিবেদনটি কেবলমাত্র সাধারণ তথ্যের জন্য, তাই বিস্তারিত জানতে হলে সর্বদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

সেই ঠাকুমা-দিদিমাদের আমল থেকেই পেটের যে কোনও সমস্যায় লাউ ডাঁটার ঝোল রেঁধে খাওয়ানো হত। জ্বর হলেও লাউ ডাঁটার ঝোল আবার পেট খাবার বা ডায়রিয়া হলেও সেই ডাঁটা। বলা হত এতে মুখে যেমন রুচি ফেরে তেমনই শরীর পুষ্টি পায়। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ে।

বর্ষাকালে বাড়ে পেটের রোগ। পেটের সংক্রমণ, জন্ডিস, পেটখারাপ,হজমের সমস্যা এসব লেগেই থাকে। আর এই সব সমস্যার সমাধানে এবং পেট ঠাণ্ডা রাখতে হালকা খাবার খাওয়াই সবচেয়ে বেশি উপকারী।

শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও লাউ পাতা উপকারী। ডায়েটে এই পাতাগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমানো যায়। এই পাতার রস ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও উপকারী।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ লাউ পাতা খাওয়ার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এই পাতা থেকে তৈরি সবুজ শাক খেলে শরীর রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

বাদবদল করতে বানাতে পারেন লাউ পাতার ভর্তা।

রইল প্রণালি-- উপকরণ-- লাউ পাতা: ৪টি, কাঁচা লঙ্কা: ৩টি, শুকনো লঙ্কা: ৩টি, পেঁয়াজ কুচি: এক চা চামচ, রসুন কুচি: এক চা চামচ নুন: পরিমাণ মতো, প্রণালি-- প্রথমে লাউ পাতাগুলি গরম জলে ভাপিয়ে নিন। পাতা সেদ্ধ হয়ে নরম হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

এ বার কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা ও কাঁচা লঙ্কাগুলি ভেজে নিন। ওই একই তেলে পেঁয়াজ ও রসুন কুচিও ভেজে নিন।

প্রতিদিন ৭টি কিশমিশ খান আর দেখুন এর ম্যাজিক!

পরিচয় ডেস্ক: 'স্বর্গীয় ফল'-র সঙ্গে তুলনা করতে পারেন কিশমিশকে। কারণ মিষ্টি এ শুকনো ফলটিতে আছে বিশেষ কিছু জাদুকরী গুণ বা উপকারিতা যা আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারে। এমনটাই বলছেন পুষ্টিবিদরা।

রেইজিনের বাংলা প্রতিশব্দ হলো কিশমিশ। এটি তৈরি হয় শুকনো আঙুর থেকে। জীবন বদলে নিতে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই খাবার আজ থেকেই নিয়মতি খেতে শুরু করতে পারেন। কেন জানেন?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, সোনালি ও বাদামি রঙের চুপসানো ভাঁজ হওয়া ফলটি খুবই শক্তিদায়ক। এটি তৈরি করা হয় সূর্যের তাপে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রায় ঝামেলা তৈরি করে না। এটি খেলে শরীরের রক্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, পিত্ত ও বায়ুর সমস্যা দূর হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের জন্যও অনেক উপকারী।

রান্নায় এই খাবারটি ব্যবহৃত হলেও প্রতিদিন ভেজানো কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। নিয়মিত ভেজানো কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাসেও আপনি এর অনেক সুফল পাবেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হওয়া এক প্রতিবেদন থেকে আসুন জেনে নিই কিশমিশের কিছু জাদুকরী গুণের কথা।

১। ওজন নিয়ন্ত্রণ: কিশমিশ প্রাকৃতিক শর্করা সমৃদ্ধ এবং শরীরে বাড়তি ক্যালরি যোগ করা ছাড়াই এটি ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখার পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে এটি।

২। রক্তস্বল্পতা দূর: প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ কিশমিশ রক্তস্বল্পতা সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এতে থাকা কপার রক্তের লোহিত কণার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

৩। হজমে সহায়তা: কিশমিশ আঁশ সমৃদ্ধ তাই পানিতে ভিজিয়ে রাখার কারণে এটা প্রাকৃতিক রেচক হিসেবে কাজ করে। ভেজানো কিশমিশ হজমের সমস্যা উন্নত করে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমায় এবং পেট পরিষ্কার রাখে।

৪। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: কিশমিশ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ, যা শরীরের লবণাক্ততার ভারসাম্য বজায় রাখে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খাদ্যাশেরও ভালো উৎস যা রক্তনালির জৈব রসায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ফলে রক্তচাপ হ্রাস পেতে পারে।

৫। হাড়ের সুরক্ষা: বোরন হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজন, যা কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এতে আরও রয়েছে ক্যালসিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। প্রতিদিন ভেজা কিশমিশ খাওয়া হাড় সুস্থ ও সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

৬। মুখের দুর্গন্ধ দূর: কিশমিশে আছে অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান, যা মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

৭। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি: কিশমিশ ভিটামিন বি এবং সি সমৃদ্ধ। তাই এই শুকনো ফলটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং সম্ভাব্য সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। এর প্রদাহনাশক উপাদান জ্বর, সংক্রমণ ও অন্যান্য দুর্বলতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

৮। শক্তি জোগায়: কিশমিশে থাকা প্রাকৃতিক গ্লুকোজ কর্মশক্তি বাড়ায়।

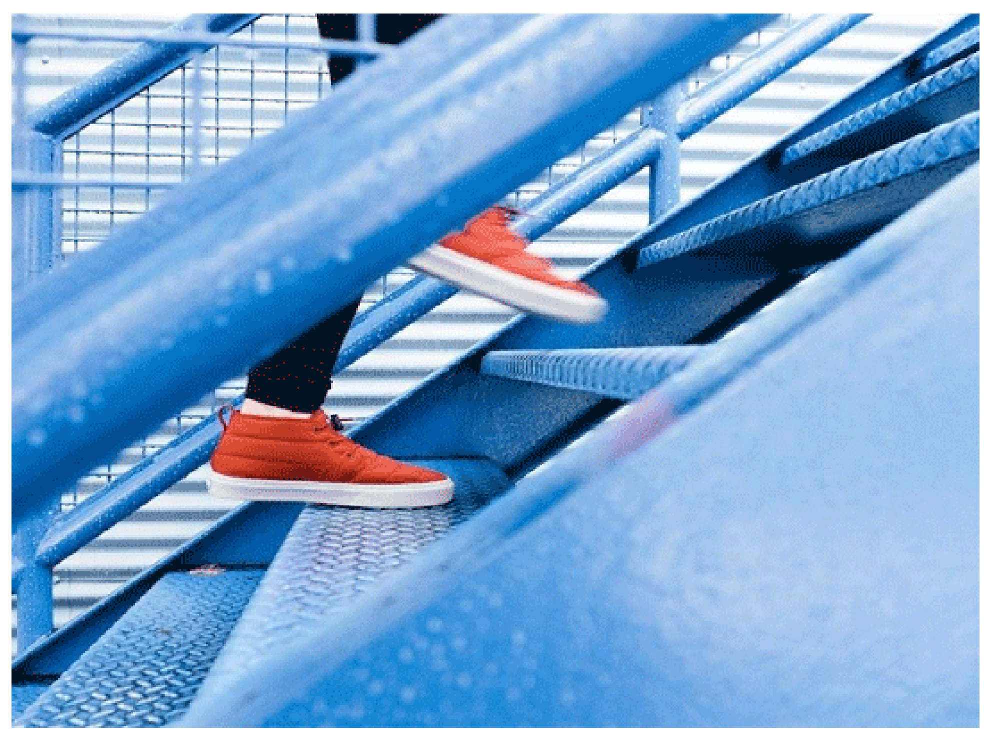

যেসব কারণে সিঁড়ি ব্যবহার হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী

পরিচয় ডেস্ক:সিঁড়ি বেয়ে উঠা শরীরকে ফিট রাখার জন্য সবচেয়ে সহজ, সুবিধাজনক এবং কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি। এই অভ্যাস হৃৎপিণ্ডের জন্য স্বাস্থ্যকর একটি ব্যায়াম কারণ এটি শুধুমাত্র কার্ডিওরেসপিরেটরি ফিটনেসের উন্নতি করে না, হৃদরোগজনিত কোনো জটিলতা আছে কিনা তাও নির্দেশ করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা সমতলে হাঁটার চেয়েও উপকারী।

মেডিসিন অ্যান্ড সায়েন্স ইন স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজের জার্নাল অনুসারে, সপ্তাহে মাত্র আধা ঘণ্টা সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করলে তা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি ১ মিনিটেরও কম সময়ে পরপর চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেন তাদের কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। অন্যদিকে, কারও যদি সিঁড়ির চার ধাপ উঠতে ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে তাহলে এটি কার্ডিওভাসকুলার রোগ নির্দেশ করতে পারে।

লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখার একটি সহজ কিন্তু কার্যকর উপায়। ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. জয়তি রাখিতের মতে, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা কার্ডিওভাসকুলার সুস্থতার উপর পাঁচ উপায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন-

১. সিঁড়ি বেয়ে ওঠা একটি কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়াম যা পা এবং কোরসহ একাধিক পেশিকে সংযুক্ত করে। নিয়মিত সিঁড়ি বেয়ে ওঠা হৃৎস্পন্দন বাড়ায়, কার্ডিওভাসকুলার ফিটনেস ধরে রাখে। সময়ের সাথে সাথে, এটি হৃৎপিণ্ডকে আরও শক্তিশালী করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

২, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ক্যালরি পোড়াতে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং স্থূলতার ঝুঁকি কমায়। এসবই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সিঁড়ি বেয়ে ওঠা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সাথে সাথে হৃৎপিণ্ড আরও রক্ত পাম্প করে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন পেশি এবং অঙ্গে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ সহজ হয়। এই উন্নত রক্ত সঞ্চালনের ফলে রক্ত জমাট বাঁধা এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে। এসবই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

৪. নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন সিঁড়ি ওঠা-নামা রক্তে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। উচ্চ মাত্রার এইচডিএল কোলেস্টেরল আপনার ধমনীক্তেখারাপ্ব কোলেস্টেরল কমাতে পারে। ফলে হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকে।

৫. সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা স্ট্রেস হরমোন কমাতে ভূমিকা রাখে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

ইলিশ কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালির অতি প্রিয় মাছ ইলিশ আর এই ইলিশের কোরমা খুবই সুস্বাদু একটা পদ।

উপকরণ: লিশ মাছ- ৪ টুকরা, ঘি- ১ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল- ১/৪ কাপ, পেঁয়াজ কুচি- আধা কাপ, লবণ- স্বাদ মতো, পেঁয়াজ বাটা- ১/৪ কাপ, কাজুবাদাম বাটা- দেড় টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া- আধা চা চামচ, জিরার গুঁড়া- আধা চা চামচ, টক দই- ১/৪ কাপ, কাঁচামরিচ- কয়েকটি, তরল দুধ- আধা কাপ, চিনি- ১ চা চামচ ও পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১/৪ কাপ

প্রণালি : প্যানে তেল ও ঘি একসঙ্গে গরম করুন। গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়ুন। পেঁয়াজ নরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট নেড়ে বাদাম বাটা দিন। জিরার, গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিন। সামানয পানি দিয়ে কষিয়ে নিন সব মসলা। তেল উঠে আসলে টক দই দিয়ে নাড়ুন। টক দই দেওয়ার আগে ভালো করে পানি ঝরিয়ে ও ফেটিয়ে নেবেন। ফালি করা কাঁচামরিচ ও ১ কাপ পানি দিন। মিশ্রণটি ফুটে উঠলে ইলিশের টুকরা দিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ৪ থেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। চুলার আঁচ মিডিয়াম থাকবে। ঢাকনা তুলে মাছ উল্টে দিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। ঢাকনা তুলে তরল দুধ ও চিনি দিন। পেঁয়াজ বেরেস্তা হাত দিয়ে ভেঙে দিয়ে নেড়ে দিন। দুই মিনিট রান্না করুন ঢেকে। তেল উঠে আসলে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ইলিশ কোরমা।

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক:ইলিশের নাম শুনলে কার না জিভে জল চলে আসে! এই এক ইলিশই রান্না করা যায় নানা উপায়ে। তেমনই একটি মজাদার খাবার ইলিশ পোলাও।

উপকরণ: ১. পোলাওর চাল- ২ থেকে ৩ কাপ ২. ইলিশ মাছ- ৬/৭ টুকরা ৩. সরিষার তেল- ৩ টেবিল চামচ ৪. পেঁয়াজ কুঁচি- আধা কাপ ৫. আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ ৬. পেঁয়াজ বাটা- আদা কাপ ৭. শাহী জিরা- আদা টেবিল চামচ ৮. ধনিয়া গঁড়া- ১ টেবিল ৯. টক দই- আধা কাপ ১০. কাঁচা মরিচ- ১০-১২ টা ১১. এলাচি- ৪/৫ টা ১২. দারুচিনি- ৩/৪ টুকরা ১৩. তেজপাতা- ২ টা ১৪. লবঙ্গ- ৪/৫ টা ১৫. লবন- স্বাদ মতো ১৬. চিনি- পবিমাণ মতো

প্রণালী: ইলিশ মাছের টুকরো ভালো করে ধুয়ে নিন। একটি বাটিতে টক দই, আধা কাপ বেরেস্তা, এক চা চামচ আদা বাটা, এক চা চামচ রসুন বাটা, ধনিয়া গুঁড়ো, ধনে ও জিরে গুঁড়ো ও লবন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মাছগুলো দিয়ে মাখিয়ে মেরিনেট করতে হবে। আধা ঘণ্টা পর একটি পাত্রে পরিমাণ মতো তেল গরম করে মেরিনেট করা মাছ ঢেলে দিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন। এখন অল্প কিছু পেঁয়াজ ও আধা চা চামচ চিনি দিয়ে দিন। খেয়াল রাখতে হবে মাছগুলো যেন ভেঙে না যায়। মাছগুলো মাখা মাখা হয়ে আসলে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।

এবার আলাদা পাত্রে পরিমাণ মতো তেল গরম করে সব মশলা আধা চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, বাকি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আগে থেকে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে নেড়েচেড়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিন। এবার পরিমাণ মতো লবণ, ১ চা চামচ ঘি, আধা চা চামচ চিনি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পোলাও রান্না হয়ে গেলে উপরে মাছ, ঝোল ও বাকি বেরেস্তা ছড়িয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ দমে দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ব্যাস পরিবেশন করুন গরম গরম ইলিশ পোলাও।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি করা যায়। তার মধ্যে কাঁচকলা দিয়ে ইলিশের ঝোল বেশ জনপ্রিয়। গ্রাম থেকে শুরু করে শহরবাসীরাও এই পদ খেতে ভালোবাসেন। কাঁচকলা শরীরের জন্য অনেক উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। অন্যদিকে ইলিশের আছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা। এক ইলিশ খেলেই বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি মেলে। তাই কাঁচকলা ও ইলিশ একসঙ্গে রান্না করলে সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যকর এক পদ তৈরি হয়।

উপকরণ : ১. □কাঁচকলা ৫০০ গ্রাম, ২. □ইলিশ মাছ ৪ টুকরো, ৩. □পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, ৪. কাঁচা মরিচের ফালি ৫/৬টি□, ৫. তেল ২ টেবিল চামচ□, ৬. হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ □ও ৭. পরিমাণমতো □লবণ

পদ্ধতি : প্রথম কলার খোসা ছড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিন। তারপর হলুদ মাখিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আবারও লবণ ও হলুদ মাখিয়ে মাছগুলোকে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচের ফালি দিয়ে সামান্য নেড়ে নিন। তারপর কলা দিয়ে দিন। চাইলে এর সঙ্গে আলু বা কাঠালের বিচিও দিতে পারেন।

এবার লবণ ও হলুদ দিয়ে দিন। অল্প করে পানি দিয়ে কয়েক মিনিট ঢেকে রান্না করুন। পানি শুকিয়ে কলা কিছুটা সেদ্ধ হলে ভালো করে নেড়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। এবার যতটুকু ঝোল রাখতে চান সে অনুযায়ী পানি দিয়ে দিন। পানি ফুটতে শুরু করলে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে প্রায় ৫-৭ মিনিট রান্না করুন।

বেগুন দিয়ে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক:বাংলাদেশের ফরিদপুরের রান্না হিসেবে এর চল শুরু হলেও রাঁধুনির হাতযশ ও ইলিশের স্বাদে এই রান্না ছড়িয়ে পড়েছে আপামর বাঙালির রান্নাঘরে।

উপকরণ : ইলিশ মাছ: ৬ টুকরো, মরিচ গুঁড়ো: ১-২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: ১/২ চা, জিরে গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, কালো জিরে: ১/২ চা চামচ, নুন: স্বাদ মতো, সরষের তেল, ভাজা জিরে গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, গোল মরিচ গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, লঙ্কা: স্বাদ মতো, গোটা গোল মরিচ: ৩-৪ টি, রাঁধুনি: ফোড়নের জন্য, সামান্য পরিমাণে

প্রণালী : কড়ায় সরষের তেল গরম করে আলু ও বেগুন হালকা করে ভেজে আলাদা করে রাখুন। কেবল ভাজা বেগুনগুলো আলাদা করে তুলে রাখুন। এ বার তেলে লঙ্কা, কালো জিরে ও রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে একে একে গোটা মরিচ, হলুদ গুঁড়ো, ধনে ও জিরে গুঁড়ো, নুন দিয়ে কষিয়ে পরিমাণ মতো জল দিন। এ বার ঢিমে আঁচে ফুটতে দিন। ঝোল ফুটে এলে এতে ইলিশ মাছের টুকরো দিন। যোগ করুন ভেজে রাখা আলু-বেগুন। সে সব সেদ্ধ হয়ে এলে ভাজা জিরে গুঁড়োও গোল মরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই প্রস্তুত আলু বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল। অনেকেই এই রান্নায় পিঁয়াজ দেন, তবে পিঁয়াজ ইলিশের গন্ধ নষ্ট করে দেয় বলে চেষ্টা করুন পিঁয়াজ ছাড়াই ইলিশ রাঁধতে।

২. এ রকমই চলবে- হাসিখুশি ও কানামাছি?

১৬ পৃষ্ঠার পর

পলাতক জীবনযাপন এবং প্রাণত্যাগ, সবকিছুতেই জাতীয়তাবাদীদের তারা যোজন যোজন পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন, কিন্তু পারেননি মুক্তিকামী মানুষকে সমাজতন্ত্র-অভিমুখে নিয়ে যেতে।

দুর্বলতা ছিল নেতৃত্বে। নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই এসেছে। আসাটাই স্বাভাবিক। নেতারা তাদের শ্রেণিবেষ্টনী মানেননি, ভেঙে বের হয়ে গেছেন; কিন্তু মনোভাবের দিক থেকে শ্রেণিচ্যুত হতে পারেননি। দীর্ঘকাল ধরে পরাধীন ছিল যে দেশ তার মধ্যবিত্ত পরাশ্রয়ী হবে এটা অস্বাভাবিক নয়, বাম আন্দোলনের নেতৃত্বও ওই স্বাভাবিকতাকে পুরোপুরি পরিহার করতে পারেনি। নেতারা প্রথমে ছিলেন মস্কোর মুখাপেক্ষী। পরে বিভক্ত হয়ে গেছেন মস্কোপন্থি ও পিকিংপন্থিতে; পরাশ্রয়িতা শেষ হয়নি। নেতৃত্বের ভেতর ছিল পেটি বুর্জোয়া অস্থিরতা, যে জন্য কখনো সে উগ্র হয়েছে, কখনো নম্র। সামন্তবাদী গোষ্ঠীপ্রীতিও ছিল, ফলে উগ্ররা তো বটেই নম্ররাও ভাগ হয়েছে দলে উপদলে। অভাব ছিল জ্ঞানের- তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল সীমিত, বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সংকীর্ণ এবং দুই ধরনের জ্ঞানের প্রয়োজনীয় ঐক্য রয়ে গেছে অনার্জিত। জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে নেতৃত্ব এটা বুঝতে পারেনি যে, কৃষককে সঙ্গে নিতে না পারলে বিপ্লব সম্ভব হবে না। কৃষক বরং এগিয়ে গেছে, বাংলায় তারা তেভাগা আন্দোলন করেছে, তেলেঙ্গানাতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে; কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এমন ক্ষমতা ছিল না যে আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল দ্বন্দ্বটি কখন কেমন ছিল সেটি নিরূপণেও তারা ব্যর্থ হয়েছে, জ্ঞানের অভাবের কারণেই। এক হিসেবে সমাজতন্ত্রীরা কিন্তু বুর্জোয়াদের চেয়েও বড় বুর্জোয়া, হওয়ার কথা, কারণ এটা প্রত্যাশিত যে তারা বুর্জোয়াদের ইতিবাচক অর্জনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আরো এগিয়ে যাবে, সংবেদনশীলতা ও নৈতিকতায় বুর্জোয়াদের হারিয়ে দেবে, নতুন নতুন অর্জন সম্ভব করে তুলবে এবং বুর্জোয়াদের আধিপত্য ভেঙে ফেলে সমষ্টিগত সব অর্জনকে সর্বজনীন করে দেবে।

বামপন্থিরা সমাজ বিপ্লব চেয়েছেন, কিন্তু বিপ্লবের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা যে করতলগত করতে হবে এই সত্যটাকে গুরুত্ব দেননি। রাষ্ট্রক্ষমতা তাই চলে গেছে জাতীয়তাবাদীদের হাতেই- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা সাতচল্লিশে ঘটেছে একবার, একাত্তরে ঘটল পুনর্বার। এই জাতীয়তাবাদীরা সবাই পুঁজিবাদে দীক্ষিত- বিভিন্ন মাত্রায়। বামপন্থিদের একাংশ তাদের পেছনে পেছনে থেকে অভিযুক্ত হয়েছে লেজুড়বৃত্তির, আরেকাংশ রাষ্ট্রকে ভাঙবার প্রশ্নকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়ে ভুল লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করেছে। ওদিকে রাষ্ট্র বামপন্থিদের নাজেহাল করতে ছাড়েনি। হত্যা করেছে, জেলে পুরেছে, আবার নিজের বলয়ে টেনেও নিয়েছে- লাভের প্রলোভন দেখিয়ে। আপসকামিতা, অল্পেসন্তোষ, ব্যর্থতার বোধ, এসবও কাজ করেছে ভেতরে ভেতরে।

মানুষ এখন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। গুমোট চলছে, হয়তো সেটা ঝড়ের পূর্বাভাস। পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশার ভেতর দিয়ে প্রকাশের পথ না পায়, তা হলে অনিবার্যভাবেই সেটা দক্ষিণমুখো হবে এবং রূপ নেবে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের। এর লক্ষণ যে দেখা যাচ্ছে না এমন নয়। জঙ্গিবাদ প্রকাশ্য হয়েছে, জঙ্গিবাদের লালনভূমি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন সংস্কৃতিচর্চা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, ধর্মীয় ওয়াজ ও নানাবিধ ভোজ চলছে সমানে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক ভোরের কাগজ এর সৌজন্যে

সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংসতা: এখনো ভেসে বেড়ায় স্মৃতিপটে

১৮ পৃষ্ঠার পর

২০০১ সালে বাগেরহাটের যাত্রাপুরের ঠাকুরবাড়িতে এক রাতে ২৩ জন গৃহবধূকে বিএনপির ক্যাডাররা ধর্ষণ করে এবং সেখানে দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বিএনপির আমলে ছয় শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য প্রাণ হারায়, আহত হয় ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ, ১২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করেন। সংঘবদ্ধভাবে হামলা, নির্যাতন, লুটতরাজে নিঃস্ব হয় লক্ষাধিক হিন্দু পরিবার।

কানাডার ইমিগ্রেশন এবং শরণার্থী বোর্ডের গবেষণা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর বাংলাদেশে নির্বাচনের সময়কালে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার ঘটনাগুলো বিবিসি (১০ অক্টোবর ২০০১), গাল্ফ নিউজ (১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২), প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (২০ অক্টোবর ২০০১), এবং প্যাক্স ক্রিস্টি (২৬ নভেম্বর, ২০০১) ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়। ওই রিপোর্টে বলা হয়, ঘটনাগুলোতে ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যা ও লুটপাটের পাশাপাশি হিন্দুদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। সহিংসতার শিকার হয়ে শত শত হিন্দু পরিবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।

বিগত 'বিএনপি-জামায়াত' জোট সরকার আমলে তাদেরই শীর্ষপর্যায়ের নীলনকশা অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারি ২০০৫ হবিগঞ্জে 'গ্রেনেড' হামলা করিয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়াকে বর্বরভাবে খুন করা হলো। সেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জরুরিভাবে মুমূর্ষু অবস্থায় কিবরিয়াকে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য একটি হেলিকপ্টার চেয়ে সরকারের কাছে বারংবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী 'খালেদা জিয়া' ও তার প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে কোনো হেলিকপ্টার পাঠায়নি। ওই সময়টাতে ওরা ছিল তখন পৈশাচিক উল্লাসে বিভোর। ২১ আগস্টেও তারা একইভাবে সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী 'শেখ হাসিনা'কে হত্যা করতে চেয়েছিল!

বিএনপি-জামায়াতের ২০০১-২০০৬ সালের শাসনামলের শতাব্দীর জঘন্যতম নৃশংসতায় নির্মমভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে মাথার মগজ বের করে হত্যা, ঘুমন্ত অবস্থায় ১১ দিনের শিশু কার্তিকশীলদের ১৭ সদস্যের গোটা পরিবারকে ঘরে তালা মেরে গান-পাউডার দিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে হত্যা, মায়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পূর্ণিমা, ইয়াসমিনদের মতো গ্রাম-গঞ্জের হাজারও মেয়েকে নির্যাতন এবং গণধর্ষণের লোম শিউরে ওঠা সন্ত্রাসের ঘটনার, নিজ নিজ এলাকার সাধারণ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী সমর্থকদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করণ, সম্পত্তি দখল, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, অন্তত ৬৫ জন সাংবাদিককে হত্যা-নির্যাতন-নিপীড়ন, সাবেক সফল অর্থমন্ত্রী শাহ এম এস কিবরিয়া এমপি, নাটোরের মমতাজ উদ্দিন এমপি, গাজীপুরের আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি, খুলনার মনজুরুল ইমাম এমপি, নড়াইলের আমজাদ হোসেন এমপিকে গ্রেনেড মেরে হত্যা, সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে গ্রেনেড মেরে হত্যার চেষ্টা, ২৪ আগস্টে অসংখ্য আর্জেস গ্রেনেড মেরে (যিনি পরবর্তি সময়ে ফাস্ট লেডি হতেন বেঁচে থাকলে) আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জনকে হত্যা, দেশের ৫০০ স্থানে একযোগে বোমা হামলা, আদালতে আইনজীবী এবং বিচারককে হত্যা ইত্যাদি এর আরও হাজার রকমের জঙ্গি আক্রমণ, অপহরণ, গুম, খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের মতো নৃশংস ঘটনা, চোখের সামনে ভেসে উঠল।

২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর বিএনপি-জামায়াতের চারদলীয় জোট ক্যাডারদের হামলা, মামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, খুন ও লুটের ঘটনা ছিল বহুল আলোচিত ঘটনা। সূত্রমতে, ওই সময় বিএনপি-জামায়াত ক্যাডারদের তাণ্ডব ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাকিস্তানি সেনাদেরও হার মানিয়েছিল। সেই সন্ত্রাসীরা এখনো সংখ্যালঘু নির্যাতনে তৎপর রয়েছে।

ওই সব সন্ত্রাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের তকমা লাগিয়ে এখন সংখ্যালঘু কিংবা আওয়ামী লীগের দুর্দিনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের দমনে কাজ করে যাচ্ছে এমন অভিযোগ রয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের নির্মম নির্যাতনের ঘটনাগুলো তদন্তে বর্তমান সরকারের সময় গঠন করা হয়েছিল 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্ত কমিশন'। ওই কমিশনের কাছে সরাসরি ঘটনার বর্ণনা ও লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরও এখনো কোনো বিচার পাননি নির্যাতিতরা।

ক্ষমতায় থাকাকালীন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের লালিত সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নসহ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল বিএনপি-জামায়াত। ধর্ষণ, বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা, মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করা, মারধর, হত্যা, উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ করাসহ বিএনপি-জামায়াতের আমলে (২০০১-২০০৬) সংখ্যালঘুদের ওপর করা নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে।

বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে সংখ্যালঘুরা ২৫ হাজারেরও বেশি হামলার শিকার হয়েছিল। ভুক্তভোগীরা বিএনপি-জামায়াতের এ কাজগুলোকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বলে অভিহিত করেছেন। তাদের আমলে জঙ্গি ও মৌলবাদী শক্তিগুলোকে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা আশ্রয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গি ও মৌলবাদী শক্তিকে এ দেশে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে বিএনপি-জামায়াত। আর তাদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘুরা।

১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের অধীনে বিএনপি প্রতিষ্ঠার পর এ দেশের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল নীতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জিয়ার উত্তরসূরিরা এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছে, যা বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করছে। খায়রুল আলম যুগ্ম সম্পাদক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) । দৈনিক বাংলা-র সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
حلال
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

কোনটি আমদানি জরুরি, ডিম নাকি বিএমডব্লিউ - রেহমান সোবহান

১০ পৃষ্ঠার পর

মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন সিপিডি চেয়ারম্যান। ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। রেহমান সোবহান বলেন, বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ৪৫ বিলিয়ন ডলার। সেখান থেকে কমে দাঁড়ায় ২৪ বিলিয়ন ডলারে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে সেটা আছে ১৮ বিলিয়ন ডলারে। রিজার্ভ যদি ১০ বিলিয়ন ডলারও হয়, তবে নীতি-নির্ধারকদের রিজার্ভ বাঁচাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় ভালো করেছে মন্তব্য করে অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান বলেন, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় আমরা ভালো করছি। এর কারণ বাংলাদেশ সবসময় বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তৎপর ছিল। দেশে আয় বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রবীণ এই অর্থনীতিবিদ বলেন, পাকিস্তান আমলে আমি লিখেছিলাম এক দেশ দুই অর্থনীতি। এখন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও এর সুফল সবাই সমহারে পাচ্ছে না। এ ধরনের আয় বৈষম্য বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। হুন্ডি ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নানা কারণে রিজার্ভের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে। রিজার্ভে এখনও কোনো খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে এর চেয়ে কমে গেলে কিংবা কোনো কারণে দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে রিজার্ভ নেমে গেলে বিপদ হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রেহমান সোবহান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আমাদের বড় একটি রপ্তানি খাত রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়, যা শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক বেশি। সে কারণে তিনি বিশ্বাস করেন না, বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কখনও শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে। তিনি বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতির অবস্থান শক্তিশালী পর্যায়ে রাখতে আমদানি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেন।

রেহমান সোবহান বলেন, দেশে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। তবে তার মানে এই নয় যে, দেশে প্রবাসী আয় আসা বাস্তবে কমে গেছে, আনুষ্ঠানিক পথে না এসে অনানুষ্ঠানিক পথে আসছে প্রবাসী আয়, যার মূল মাধ্যম হুন্ডি। অর্থাৎ রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা না হয়ে হুন্ডিতে জমা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। যারা বিদেশে অর্থ পাচার করেন, তাদের জন্য এটা সুবিধাজনক হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে ভালো কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু সরকার ১৫ বছর পরে এসেও কেন ভাড়ায়চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করছে, সেই প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, সরকারকে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমছে

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ৫ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাকপণ্য রপ্তানি করেছে, যার পরিমাণ গত বছরের একই সময়ে ছিল ৬ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, অন্যান্য পোশাক বাজারের তুলনায় এখন পর্যন্ত মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির অবস্থা ভালো। বছরের শেষ নাগাদ পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

সংস্থা ওটেক্সার তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের প্রথম ৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পোশাক আমদানি ৬৯ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫৩ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যা ২২ দশমিক ৭৭ শতাংশ কম। যুক্তরাষ্ট্রের ওটেক্সার তথ্যমতে, আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীনের পোশাক রপ্তানি ২৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ কমে ১০ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। দেশটিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক ভিয়েতনামের রপ্তানিও ২৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ কমে ৯ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সূত্র আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে ৬ শতাংশ হবে বলেছে আইএমএফ

১০ পৃষ্ঠার পর

থমকে যায়নি। প্রবৃদ্ধি যে সবখানে একই হারে হচ্ছে তা নয়; সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতানৈক্য বাড়ছে।

এ পরিস্থিতিতে আইএমএফের পূর্বাভাস হলোঢ় চলতি বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশে নেমে আসবে। আগের বছরে যা ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে তা ২ দশমিক ৯ শতাংশে নামতে পারে। এটা ঐতিহাসিক গড় মানের চেয়ে কম। তবে চলতি বছর সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হারও কমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়াতে পারে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। আগের বছরে যা ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সেই সঙ্গে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য ব্যতীত মূল্যস্ফীতির যে হিসাব, সেই মূল্যস্ফীতির হারও কমে আসবে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবেরকে সাবমেরিনের গোপন তথ্য জানান ট্রাম্প

৬ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করেননি। বিষয়টির সঙ্গে জড়িত দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার ওই ব্যবসায়ীর নাম অ্যান্থনি প্র্যাট। তিনি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্যাকেজিং কোম্পানির প্রধান। এবিসি নিউজ প্রথম এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গোপন এসব তথ্য ট্রাম্প আলোচনা করার পর প্র্যাট এক ডজনেরও বেশি বিদেশি কর্মকর্তা, নিজ অফিসের কয়েকজন কর্মী এবং কয়েকজন সাংবাদিককে এসব বিষয় জানান।

এবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের এপ্রিলে ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্র্যাট। ওই সময় সাবেক প্রেসিডেন্টকে তিনি বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ট্রেলিয়ার সাবমেরিন কেনা শুরু করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এর জবাবে ট্রাম্প মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিনের সক্ষমতা সম্পর্কে ওই ব্যবসায়ীকে সঠিক বিবরণ দিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তাঁদের আলোচনায় ট্রাম্প সাবমেরিনগুলোর কৌশলগত ক্ষমতা সম্পর্কে অন্তত দুটি সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করেন। এর মধ্যে রয়েছে জাহাজগুলো কতগুলো পারমাণবিক ওয়ারহেড (সাবমেরিন) বহন করে এবং শনাক্ত না করেই তারা তাদের রাশিয়ান প্রতিপক্ষের কতটা কাছে যেতে পারে।

প্রসিকিউটররা গোপন নথির বিচারে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্র্যাটকে ডাকতে পারেন, যা আগামী বছরের মে মাসে ফ্লোরিডায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
* পারসনাল ট্যাক্স
* বিজনেস ট্যাক্স
* সেল্‌স ট্যাক্স
* বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
* ফ্যামিলি পিটিশন
* সিটিজেনশীপ আবেদন
* গ্রীণকার্ড নবায়ন
* সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
* Personal Tax
* Business Tax
* Sales Tax
* Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
* Citizenship Application
* Family Petition
* Green Card Renew
* All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS
FROM JUNE TO SEPTEMBER
KT KHAN'S TUTORIAL
ADVANCED ENRICHMENT CAMP
GRADES 3 - 8
NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS
TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY
LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!
FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES
SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
ADMISSIONS TEST (SHSAT)
ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS
TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMP & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES
SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023
4,600 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!
SAT & COLLEGE ADMISSIONS
REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS
2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER
TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM
NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT
BOOKS FOR FREE!
FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS
FEATURED IN:
WSJ
BBC
SPECTRUM NEWS 1
PBS NEWSHOUR
CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

হামাস-ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে পারে আইসিসি

১২ পৃষ্ঠার পর

যাবে, ভেঙে যাবে।' কথিত অপরাধমূলক আচরণের জন্য কোনো ব্যক্তির বিচার আইসিসি তখনই করে যখন এর ১২৩টি সদস্য রাষ্ট্র নিজেদের বিচার করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়। চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত এবং মিশর সহ বিশ্বের অনেক বড় শক্তিই আইসিসির সদস্য নয়। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলেও আইসিসির কোনো পুলিশ বাহিনী নেই এবং গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রেও তারা সদস্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করবে। ২০২১ সাল থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের বিষয়ে আইসিসির একটি তদন্ত চলমান রয়েছে। তবে ইসরায়েল এখনো আইসিসিকে স্বীকৃতি দেয়নি। ২০২১ সালে এই তদন্তের ঘোষণা দেওয়ার সময় করিম খানের পূর্বসূরি বলেছিলেন যে, ২০১৪ সালে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী, হামাস এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগগুলো পরীক্ষা করছে আইসিসি। বর্তমানে চলমান সহিংসতা সেই তদন্তের আওতায় পড়ে বলে জানান করিম খান। নিজের মুসলিম বিশ্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে সব পক্ষকে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করা, নিরপরাধদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধ করার সময় আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানান করিম খান। তিনি বলেন, 'কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে না। কেউ ধর্ষণ, হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদ করতে পারে না। ইচ্ছাকৃত হত্যা ও জিম্মি করা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং প্রত্যেককে আইন মেনে চলতে হবে।'

ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর জন্য তার কাছে কোনো বার্তা আছে কিনা, এমনটা জানতে চাইলে করিম খান সব পক্ষকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এই মুহূর্তে প্রয়োজন ঠান্ডা মাথার নেতৃত্ব, মানবতা এবং এই উপলব্ধি যে, আমরা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নই।'

বার্লিনের রাস্তায় ইসরায়েলিদের মৃত্যু উদ্যাপন ফৌজদারি অপরাধ

১২ পৃষ্ঠার পর

ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হবে বলেও তিনি জানান। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার বার্লিনের নিউকোলন এলাকার রাস্তায় ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা উদ্যাপন করতে পথচারীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেছে সামিদুন নামক সংগঠন। এর সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান চ্যান্সেলর। পার্লামেন্টে তিনি বলেন, 'এটি জঘন্য, এটি অমানবিক। আমরা ঘৃণা ও উসকানির পাশে দাঁড়াব না। আমরা ইহুদি বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিই না।'

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এবার জার্মানিতে হামাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঘোষণা দিলেন চ্যান্সেলর শোলজ। যেকোনো প্রয়োজনে জার্মানিকে অবহিত করার জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন তিনি। ওলাফ শোলজ বলেন, 'এই মুহূর্তে একটি পক্ষই নিতে পারে জার্মানি, আর তা হলো ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চালানো গণহত্যার পর নিজেদের ইতিহাস অনুসারেই আমাদের চিরস্থায়ী দায়িত্ব হচ্ছে, ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দাঁড়ানো।' শোলজ উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসরায়েলের সমর্থনে হাজার হাজার জার্মান বিক্ষোভ করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও কয়েকটি ঘটনা যে হামাসের প্রতি সমর্থনকে নির্দেশ করে। চ্যান্সেলর বলেন, 'আরও কিছু মানুষ ছিল। গত সপ্তাহে জার্মানির রাস্তায় কিছু লজ্জাজনক ছবি আমি দেখেছি।' গত শনিবার (০৭ অক্টোবর) ছোট একটি দল বার্লিনের রাস্তায় পথচারীদের হাতে পেস্ট্রি তুলে দেয় এবং কয়েক ডজন লোক হামাসের হামলা উদ্যাপন করে। শোলজ বলেন, এরই মধ্যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা তালিকাভুক্ত সংগঠন হামাস বা তাদের সমর্থনে যেকোনো কর্মকাণ্ডের ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে জার্মানি। এদিকে মানবিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখলেও ফিলিস্তিনে উন্নয়ন সহায়তা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন ওলাফ শোলজ। সেই সঙ্গে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হামাসের আক্রমণের নিন্দা না জানানোর প্রসঙ্গে জার্মান চ্যান্সেলর বলেন, 'তাঁদের নীরবতা লজ্জাজনক।'

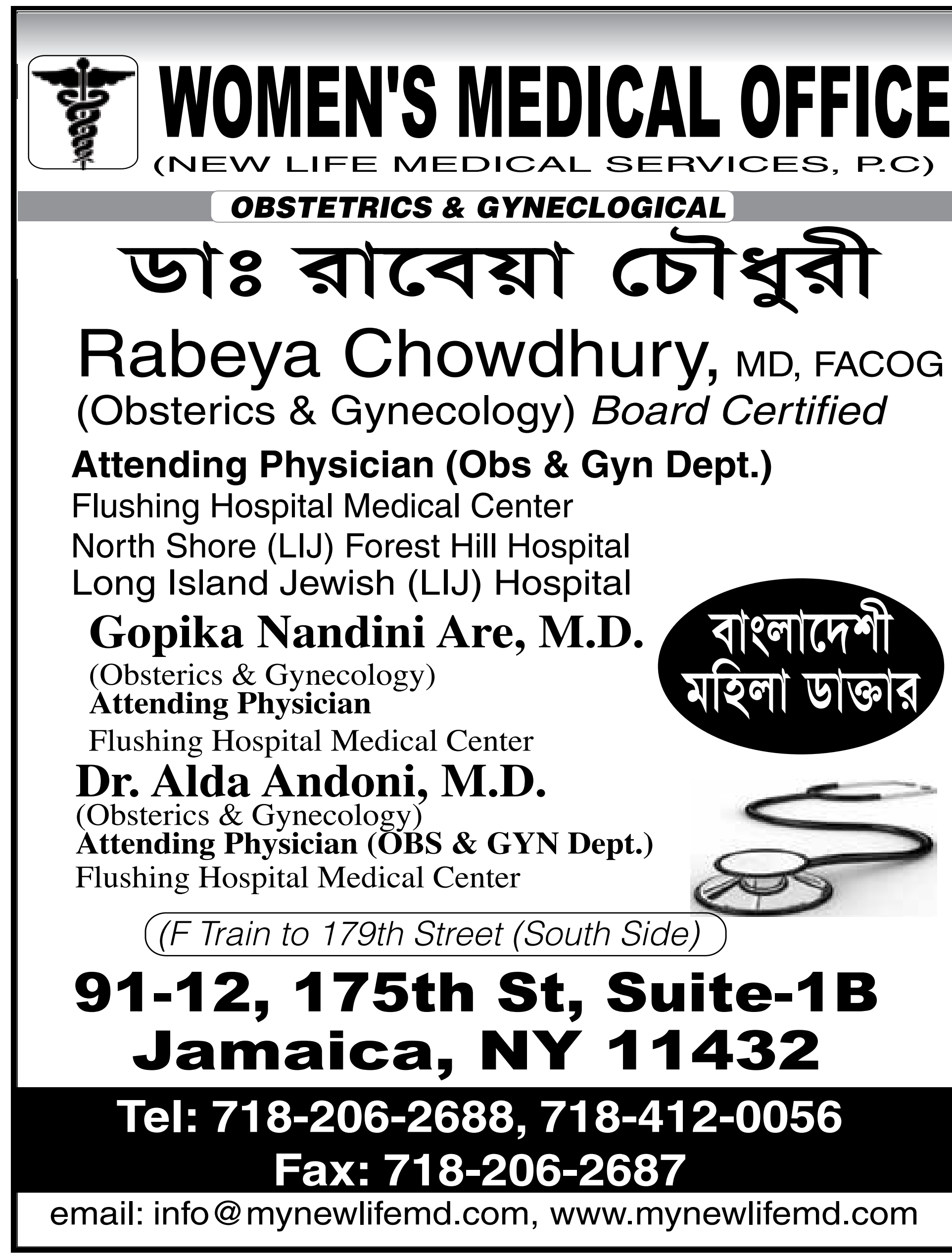

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রিজার্ভের এই পতনের ধারা খুবই বিপজ্জনক

১৮ পৃষ্ঠার পর

ঘাটতি রপ্তানি আয় এবং আনুষ্ঠানিক পথে দেশে আসা রেমিট্যান্স দিয়ে মেটানো যাবে না। যে কারণে ব্যালান্স অব পেমেন্টসের (বিনিময় ভারসাম্য) কারেন্ট অ্যাকাউন্টের (চলতি হিসাব) ঘাটতি মেটানোর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে হাত দিতেই হবে (মানে রিজার্ভের পতন অব্যাহত থাকবে)।

এই দুষ্টচক্রের মূল হোতা পুঁজি পাচারকারীরা, হুন্ডি ব্যবসায়ীরা এরই সুযোগ নিচ্ছেন। যেহেতু অধিকাংশ প্রবাসী রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য হুন্ডি পদ্ধতিকেই বেছে নিচ্ছেন, তাই বাংলাদেশ থেকে হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পুঁজি পাচার বর্তমান পর্যায়ে দেশে মহা সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন ও ডলার-সংকট থামাতে হলে বাংলাদেশ সরকারকে দুর্নীতি, পুঁজি লুণ্ঠন এবং পুঁজি পাচারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করতেই হবে। তার মানে, একদিকে হুন্ডি ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, অন্যদিকে দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সত্যিকার 'জিরো টলারেন্স'-নীতিকে বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। ড. মইনুল ইসলাম অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

এড়াব কী করে

১৬ পৃষ্ঠার পর

রোহিঙ্গারা বিদ্রোহ করেনি; এমনকি স্বায়ত্তশাসনও চায়নি। তেমন শক্তি তাদের নেই। তারা একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, সর্বসাকল্যে লাখ বিশেক হবে। তারা অকল্পনীয় বঞ্চনার শিকার। নাগরিক অধিকার নেই, লেখাপড়ার সুযোগ নেই, চলাফেরার স্বাধীনতা নেই, তাদের এক অংশকে আগেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গাদের কোনো মুখপাত্রও নেই, কোনো প্রকাশনা পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের কথা তারা নিজেরা বলবে, এমন শক্তিও তাদের নেই।

একটা সময় ছিল যখন এ রকমের ঘটনা ঘটলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও চীন জোর গলায় বিরোধিতা করত। আক্রান্তদের পাশে আছে বলে তারা জানাত, জনমত সৃষ্টি করত। ফলে আক্রমণকারীরা কিছুটা সংযত হতো। কিন্তু এখন সেসব নেই। রাশিয়া তো পুঁজিবাদী হয়ে গেছেই, চীনও ওই পথ ধরে বেপরোয়া গতিতেই ছুটে চলেছে। এই সেদিনও চীন রাশিয়াকে 'নামে সমাজতন্ত্রী কাজে সাম্রাজ্যবাদী' বলে গলা ফাটিয়ে গালাগাল করত। এখন সে নিজেই রাশিয়ার অধঃপতিত ভূমিকায় নেমে পড়েছে। একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে চীন বলেছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। টের পাওয়া যাচ্ছিল যে তার রকমসকম সন্দেহজনক; জাতীয়তাবাদী পথে পুঁজিবাদী হওয়ার তালে আছে। যে জন্য গণহত্যাটা দেখেও সে দেখেনি। এবার একেবারে নাকের ডগায় গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তবু তার ওই একই আওয়াজ।
জাতিসংঘের মহলগুলো থেকে নিন্দার যেসব প্রস্তাব উঠছে, চীন সেগুলোর প্রতিটিতে ভয়ংকরভাবে বাধা দিচ্ছে। কারণ মুনাফার সুঘ্রাণ পেয়ে গেছে। সুযোগ-সুবিধা আগেও পাচ্ছিল, এখন গণহত্যায় সমর্থন দিচ্ছে, যাতে করে বিপদের বন্ধু হিসেবে আরও সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। চীনের এই পুঁজিবাদী অধঃপতন সাবেকি পুঁজিবাদীদের লজ্জায় ফেলে দেবে। প্রবাদে যে কথিত আছে, সদ্য-ধর্মান্তরিতরা সাবেকি ধার্মিকদের চেয়ে অধিক তেজি হয়, সেই কথাটাকে মিথ্যা বলার সাধ্য কোথায়? দৈনিক আজকের পত্রিকার সৌজন্যে

সাহিত্যে নোবেলজয়ী ইয়ন ফসের মনোগঠন ও সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

এ গ্রন্থে ফসে তার চরিত্রগুলোর নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং আবেগের ওপর দৃষ্টিপাত করেন। যা তার অন্তর্নিদর্শন এবং ধ্যানশীল প্রকৃতিকে গতি দিয়েছে।

এই রহস্যময়তার মধ্যেও 'নিউ নেইমের' নায়ক নিজের ও নিজেদের অতীত এবং নিজস্ব পরিচয়ের তাৎপর্য নিয়ে মগ্ন থাকে। এ বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে জীবনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'সেপটোলজি' উপন্যাস জন ফসের ৭ খণ্ডের এক সিরিজ। প্রতিটি ভলিউমে আছে একই গল্পের ভিন্ন ভিন্ন শাখার উন্মোচন। যার মাধ্যমে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিককে অন্বেষণ করা হয়েছে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

সাতটি খণ্ডের শিরোনাম হলো 'অহফাধশব' (২০০৭), 'ঙষধাং ফৎধঁসধৎ' (২০০৮), 'কাবষফংঢ়াফ' (২০০৯), 'উরঃ ারহঃবৎষধহফ' (২০১০), 'ঘধঃঃধঁশধ' (২০১১), 'ঝাবাব ড়াবৎ ঃধঃহধ' (২০১২) এবং 'উবঃ বৎ অষবং' (২০১৩)।

এই সিরিজ ফসের উদ্ভাবনী গল্প বলার ঢং এবং সাহিত্য শৈলীর আনকোরা বর্ণিলতার জন্য সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে।

ফসের সাহিত্যকর্ম অনূদিত হয়েছে ৪০টির বেশি ভাষায়। বিশ্বব্যাপী তার লেখা এবং চিন্তা সমাদৃত হচ্ছে অনন্য শৈলী, আত্মদর্শন এবং মৌলিক মানব অভিজ্ঞতার অন্বেষণের জন্য।

তার লেখার শৈলী সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত বাক্য কাব্যিক ঘোরের মধ্য দিয়ে গতিশীল। ঘটনাসমূহ তন্ময়তার মধ্য দিয়ে পাঠককে অধিগ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনা এবং আবেগের ওপর তার সংবেদী দৃষ্টি। তার কাজের মধ্যে থাকে স্বপ্নের মতো গুণ, যা বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে ঝাপসা সেতু তৈরি করে।

তার নাটক বিক্ষিপ্ত সংলাপ এবং দূরান্বয়ী সংযোগে সুশৃঙ্খল, যা অন্তরঙ্গতা এবং আত্মদর্শনের অনুভূতি তৈরি করে। ফসে তার 'গবষধহপযড়ষু' উপন্যাসে একজন মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ কাজগুলোকে অন্বেষণ করেছেন, যখন সে মানসিক অসুস্থতা এবং নিজের সন্ধানের সাথে তুমুল লড়াই করছে।

ফসের থিমগুলো মানুষের অস্তিত্বের মৌলিক দিকগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হয়। রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে ঈর্ষা এবং প্যারানিয়ার প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে। তিনি মানবসম্পর্কের জটিলতা, সময়ের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি, অর্থের সন্ধান এবং মৃত্যুর অনিবার্যতা অনুসন্ধান করেন।

অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং জীবন ও মৃত্যুর রহস্য নিয়ে মগ্নতা ফসের ভাষা তৈরি করেছে। বিষয়ের এই জটিলতা সত্ত্বেও তার কাজগুলোকে পণ্ডিত এবং পাঠকরা একাধারে অধ্যয়ন করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন।

পরিস্থিতি সামলাতে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে

৮ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'মান্না সাহেব আগে বলতেন, ফোর টোয়েন্টি দল। অর্থ্যাৎ, তারা মুখে বলবে একটা, কাজ করবে আরেকটা। মার্কিন প্রতিনিধি দলকে আওয়ামী লীগ বলেছে, এখানে নাকি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন তারাই এনেছে। গত দুই নির্বাচন তারা নাকি সুষ্ঠুভাবেই করেছে। অথচ ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৪ নির্বাচিত হয়েছিল, ২০১৮-তে আগের রাতে ভোট করেছে। এখন তারা বলছে আমরা ওপর আস্থা রাখেন। আমি আবার সুষ্ঠু নির্বাচন করব। এটা হচ্ছে শেয়ালের কাছে মুরগি দেয়া।'
বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা বলেন, রিজার্ভ নেমে যাচ্ছে, কয়েকদিন পর আমদানির টাকা পরিশোধ করতে পারবে না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছে না। গার্মেন্ট মালিকরা বলছেন, ৪২ ভাগ অর্ডার কমে গেছে, কাজ করতে পারছে না। বেতন পাচ্ছে না। বাজারে গেলে তারা চাল-ডাল নিত্যপণ্য কিনতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা খাতা-কলম কিনে দিতে পারছে না। আর তারা অনেক আনন্দে আছেন। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে সরকারের অস্তিত্ব থাকবে না মন্তব্য করে ফখরুল বলেন, 'দ্রুত একটা নির্দলীয় নিরপক্ষে সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে দেন। নির্বাচন দিলে ল্যাঠা চুকে যাবে। এতই যদি জনপ্রিয় হন, ভোট দিতে অসুবিধা কোথায়। এতকিছু বানিয়েছেন, পদ্মাসেতু, আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল, উড়ালসড়ক বানিয়েছেন, জনগণ তো আপনাকে ভোট দিবে। এইজন্য আপনারা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চান না।'
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানীকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'তাকে যেভাবে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হয়েছে তার নিন্দা ও ক্ষোভ জানানোর ভাষা নেই। এটা আমাদের সবার জন্য লজ্জার।'

খেলাপি ঋণের দায় নিয়ে এক দশকে দেশ ছেড়েছেন চট্টগ্রামের ৩৩ ব্যবসায়ী

১০ পৃষ্ঠার পর

চেয়ে অনেক বেশি।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, অর্থঋণ আদালত ও থানা সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের কাছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে গত এক দশকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২০-২২ হাজার কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ না করেই দেশ ত্যাগ করেছেন অন্তত ২২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩ ব্যবসায়ী। অর্থঋণ আদালত ও নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট (এনআই) অ্যাক্টে তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা। এর মধ্যে ১১ ব্যবসায়ী বর্তমানে কানাডা, সাতজন যুক্তরাজ্য, চারজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তিনজন মালয়েশিয়া, দুজন তুরস্ক, একজন আরব আমিরাত, একজন অস্ট্রেলিয়া, একজন মন্টেনিগ্রো ও একজন সিঙ্গাপুরে আবাস গড়েছেন বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতের দৈনন্দিন কাজের এক-তৃতীয়াংশই পাসপোর্ট জব্দ, পলায়নরত অবস্থায় বিদেশ থেকে ফেরত আনা কিংবা বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত। ব্যবসায়ীদের বিদেশযাত্রা ঠেকাতে আদালতের এসব কাজ ঋণ আদায়কে বিলম্বিত করছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। চট্টগ্রামের সিনিয়র এক আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ বিষয়ে বণিক বার্তাকে বলেন, 'ঋণখেলাপির আধিক্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত মর্টগেজ না থাকা। তাছাড়া ব্যাংকগুলোর ঢালাওভাবে ঋণ দেয়ার প্রবণতায়ও খেলাপির পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়েছে। আবার সক্ষমতা থাকলেও অনেকে আইনের মারপ্যাঁচে ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রামে একসময় অর্থঋণ আদালত ছিল তিনটি। বর্তমানে একটি আদালত দিয়ে খেলাপি গ্রাহকদের এভাবে পালিয়ে যাওয়া রোধ করতে বেগ পেতে হচ্ছে।'

জানা গেছে, ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের দায় পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করলেও পাসপোর্ট জব্দ কিংবা বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর ঋণ পরিশোধ কিছুটা হলেও বেড়েছে। সর্বশেষ চলতি বছরের মার্চে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঠেকাতে আলোচিত ঋণখেলাপি এসএ গ্রুপের সাহাবুদ্দিন আলম ও তার স্ত্রী আদালতের দেয়া আদেশের ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ব্যাংকে অর্থ পরিশোধ করেছেন। পাশাপাশি আদালতে জমা দিয়েছেন পাসপোর্ট। বিদেশ যেতে নিষেধাজ্ঞাসহ পাসপোর্ট জব্দের একাধিক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি বড় শিল্প গ্রুপের মালিকরাও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন। যদিও নিষেধাজ্ঞার পরদিনই বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার নজিরও রয়েছে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

ট্রাস্ট ব্যাংকের ১৮৮ কোটি টাকা খেলাপি ঋণের মামলায় গত ১৬ জুলাই রতনপুর গ্রুপের (আরএসআরএম) মালিক মাকসুদুর রহমান এবং তার দুই ছেলে মিজানুর রহমান ও মারজানুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। পাশাপাশি যথাসময়ে মামলা না করায় ব্যাংক ম্যানেজারকে শোকজ করেন চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত। এর আগে ওয়ান ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ মে ২৩৪ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায়ে শীতলপুর স্টিলের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক জানে আলম, পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন ও মাহবুব আলমের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

সপরিবারে কানাডা পাড়ি জমানো চট্টগ্রামভিত্তিক বাদশা গ্রুপের কর্ণধার ইসা বাদশাকে (মহসিন) ঋণখেলাপি মামলায় বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কানাডার টরন্টোর লেকশোর এলাকায় বাস করা ইসা বাদশার দুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, বাড়ি ও নামে-বেনামে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তার প্রতিষ্ঠানটির কাছে ওয়ান ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংকসহ আট ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ আটকে আছে। চলতি বছরের এপ্রিলে আদালতের আদেশে ৫ কোটি টাকা জমা দিয়ে বিদেশ যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এড়িয়েছেন মোস্তফা গ্রুপের একাধিক পরিচালক। চট্টগ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটির কাছে সাউথইস্ট ব্যাংকের পাওনা প্রায় ১১৩ কোটি ৭৬ হাজার ১১৭ দশমিক ৯০ টাকা।

অভিযোগ রয়েছে, ব্যাংকের চেষ্টা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ দায় পরিশোধ না করে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করছেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকেরও দায় রয়েছে বলে মনে করছেন আদালতসহ খাতসংশ্লিষ্টরা। সর্বশেষ ৩ অক্টোবর ৩২ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদায়ে রায় পেলেও বন্ধকি সম্পত্তি নিলামে না তুলে আদালতের কাছে চার দফা সময় প্রার্থনা করে সোনালী ব্যাংক করপোরেট শাখা। রায় পেলেও বন্ধকি সম্পত্তি নিলামে বিক্রির মাধ্যমে ঋণ আদায়ে বিলম্বের কারণে ব্যাংকটির উপমহাব্যবস্থাপককে শোকজ করেছেন চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত। একইভাবে ঋণের দায় পরিশোধ না করে বিদেশ পালানো ইমাম গ্রুপের সম্পত্তি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার রায় ঘোষণার পরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনীহায় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামে একাধিক ঋণখেলাপির বন্ধকি সম্পত্তিতে নিরপেক্ষ রিসিভার নিয়োগের পর ঋণ পরিশোধের হার বাড়লেও ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে উদাসীন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ গত এক বছরে চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত প্রায় ২০টি রিসিভার নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংকগুলো ঋণখেলাপির পাসপোর্ট জব্দ, বিদেশ যেতে নিষেধাজ্ঞাসহ বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ঋণখেলাপিকে ফেরত আনার আবেদন করছে। চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় ঋণখেলাপিরা ব্যাংকের দায় পরিশোধ না করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় এসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ব্যবসায়ীরা প্রথমে পরিবারের সদস্যদের বিদেশে স্থায়ী করেন। তারপর সুযোগ বুঝে নিজেরাও পাড়ি জমান। তাদের কেউ কেউ এখন বিদেশে পাঁচ তারকা হোটেল, মানি এক্সচেঞ্জ, হুন্ডি, আবাসন, সুপার মার্কেট, পেট্রল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা করছেন। অথচ দেশে ভোগ্যপণ্য, শিপ ব্রেকিং, গার্মেন্টস, আবাসন, কৃষি ও পরিবহন খাতে ব্যবসার জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ দিয়েছিল। বর্তমানে দেশে অবস্থান করছেন কিন্তু পলাতক তাদের অনেকেই নিজের পরিবারকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাংকসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরণ করেনি। পর্ষদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে বড় বড় ঋণ পেয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কিছু ব্যবসায়ী ব্যবসায় লোকসান করলেও বাকিরা ইচ্ছাকৃতভাবে টাকা আত্মসাৎ করে ব্যাংকগুলোকে বিপদে ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এসব খেলাপির বিরুদ্ধে মামলা করছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অনেকে এরই মধ্যে বিদেশ পালিয়ে যাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

পাওনাদার ব্যাংক ও চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতের তথ্যমতে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বশেষ দেশ ত্যাগ করেছেন শিপ ব্রেকিং ব্যবসায়ী আশিকুর রহমান লস্কর (মাহিন)। খেলাপি মামলায় আদালতের নিষেধাজ্ঞার পরদিন গত ৬ মার্চ সপরিবারে দুবাই হয়ে লন্ডনে পাড়ি জমান এ ব্যবসায়ী। তার কাছে ১০ ব্যাংকের পাওনা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। যদিও ৫ মার্চ শীর্ষ এ খেলাপি ব্যবসায়ীর দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন আদালত। এছাড়া চট্টগ্রামের বনেদি শিল্প পরিবার হাবিব গ্রুপের পাঁচ পরিচালক এবং নূরজাহান গ্রুপ, ক্রিস্টাল গ্রুপ, মিসম্যাক গ্রুপ, ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল, ইয়াসির এন্টারপ্রাইজ, জাহিদ এন্টারপ্রাইজ, সিঅ্যান্ডএ গ্রুপ, ইফ্‌ফাত ইন্টারন্যাশনালসহ আরো অন্তত ১০টি শিল্প গ্রুপের ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের দায় পরিশোধ না করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ব্যাংকের আবেদনে একাধিক আদেশ দেয়া হলেও তাদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

জানতে চাইলে অর্থঋণ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জিয়া হাবিব আহসান বণিক বার্তাকে বলেন, 'চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাংকের দায় পরিশোধে মামলা পরিচালনার পরিবর্তে দেশ ছেড়ে পালানোর প্রবণতা বেশি। আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েও ঋণখেলাপিদের বিদেশে পলায়ন ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। অনেকে নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কায় আগেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, আবার কেউ কেউ নিষেধাজ্ঞা আসার পরদিনই দেশ ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে আদালতের রায় দ্রুত বাস্তবায়নে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় জরুরি।'

চট্টগ্রামের আলোচিত ঋণখেলাপিদের অনেকে আবার দীর্ঘসময় ব্যাংকের কোনো দায় পরিশোধ করেননি। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু বিদেশযাত্রার নিষেধাজ্ঞা এড়াতেই অর্থ পরিশোধ করছেন। এতেই বোঝা যায়, যেকোনো উপায়ে বিদেশে পালানোর পথ সুগম রাখতে সচেষ্ট তারা।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'লোপাটকারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের আমানতের টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পাচার করা এবং পরিবারকে নিরাপদে রেখে একসময় নিজেই লাপাত্তা হয়ে যাওয়া। তাই ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নেয়ার আগে ঋণ প্রদানে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা জরুরি।'

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজাবউল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'চট্টগ্রাম বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ঋণ প্রদান ও খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যাও বেশি। কমোডিটি খাতে ঋণ বিতরণ সহজ হওয়ায় ব্যাংকগুলোও এ খাতে বিনিয়োগ করেছে। আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের দায়ও অনেক। ঋণের টাকা না দিয়ে বিদেশে পলায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোকে আরো বেশি সজাগ হতে হবে।' -বণিকবার্তার সৌজন্যে

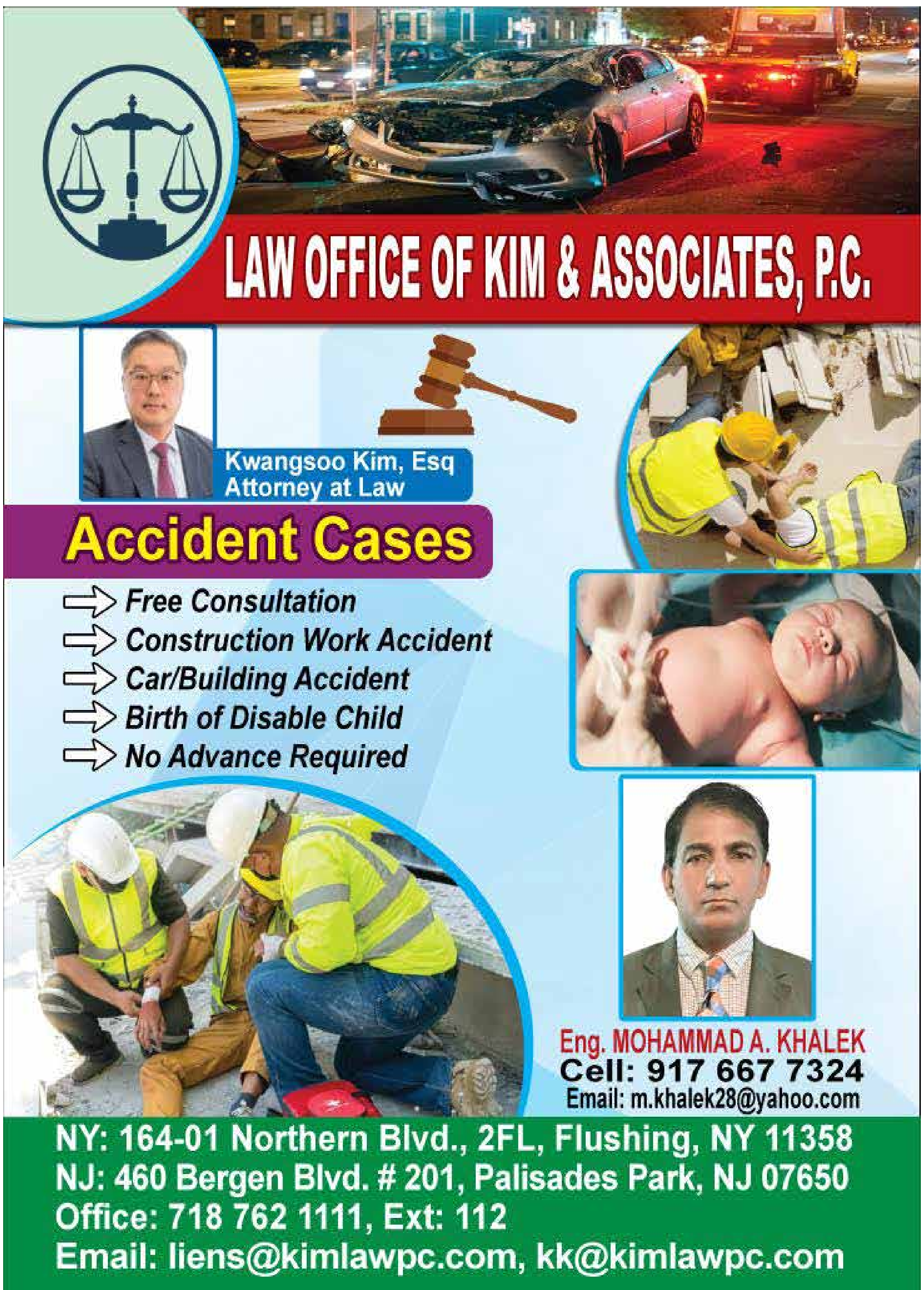

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক, মির্জা ফখরুলের অস্বীকার

৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকনির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ঢাকা সফর করে গেছে। শনিবার (৭ অক্টোবর) এই দল ঢাকায় আসে। ঢাকা সফরের সময় বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন দলের সঙ্গে বৈঠক করে। সোমবার মার্কিন দলের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম। মার্কিন এই প্রতিনিধিদলটির ঢাকা ছাড়ার আগে সে দেশটির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠকের কথা ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের রিজার্ভ নিয়ে কেন এত আলোচনা

১০ পৃষ্ঠার পর

অনেকের মতে, বর্তমানে রিজার্ভের যে দ্রুতগতিতে পতন ঘটছে, তা দেশকে সংকটে ফেলতে পারে। অন্যদিকে সরকারের মতে, রিজার্ভ নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বেশ কয়েক অর্থনীতিবিদও অবশ্য এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তাদের মতে, প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রেখে চলতে পারলে এ ক্ষেত্রে যে ঝুঁকির আশঙ্কা করা হচ্ছে তা মোকাবিলা করা যাবে। রিজার্ভের পতন ঠেকাতে অর্থনীতিবিদরা চারটি বিষয়ে নজর দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে– ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী আয় বাড়ানো, পণ্যের বহুমুখিতার মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ানো, দেশ থেকে অর্থ পাচার ঠেকানো এবং ডলারের মূল্য বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া। প্রসঙ্গত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যেকোনো দেশের অর্থনীতির জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি থেকে আয়, রেমিট্যান্স, বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন দেশ বা সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণ ও অনুদান– এসব খাত থেকেই মূলত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে ওঠে। গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রধানত আমদানি মূল্য, বৈদেশিক ঋণ এবং ঋণের সুদ ইত্যাদি পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বহু উন্নয়নশীল দেশের মতো করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলায় বাংলাদেশকেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হওয়া ঋণ পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রিজার্ভ নিয়ে যত কথা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেনের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায় বিবেচনা করলে দেশের নিট রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন ডলারের কম হবে।

রিজার্ভ নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অত চিন্তার কিছু নেই। গত রবিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিসিএস কর্মকর্তাদের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমরাও কিছু সমস্যায় আছি। রিজার্ভ নিয়ে অনেকে কথা বলে, আমি বলছি– এ নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। আমার গোলায় যতক্ষণ খাবার আছে, ততক্ষণ চিন্তা করি না। দেশের প্রতি ইঞ্চি অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনতে হবে। ফসল ফলাব, নিজের খাবার নিজেরা খাব; কেনাকাটা বা খরচ না হয় আমরা একটু কমই করব। কিন্তু নিজের দেশের মর্যাদা রক্ষা করে আমাদের চলতে হবে।'

এর আগে গত ৬ অক্টোবর গণভবনে জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে রিজার্ভ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মানুষ যদি বলে রিজার্ভ রক্ষা করতে হবে, তাহলে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিই, সার বন্ধ করে দিই, সব বন্ধ করে বসে থাকি, রিজার্ভ ভালো থাকবে। রিজার্ভ বেশি রাখা প্রয়োজন, নাকি দেশের মানুষকে ভালো রাখা প্রয়োজন, কোনটা?'

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনও রিজার্ভের বিষয়ে একই মতামত দিয়েছেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি বলেন, রিজার্ভ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে, তা অন্যায়। রিজার্ভ নিয়ে আমরা চিন্তিত, কিন্তু শঙ্কিত নই। তবে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের অর্থনীতি এখনও সবল আছে। অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাকে পেছনে ফেলে আমরা এখন ভারতের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছি।

অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান গত সোমবার ইআরএফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, দেশের রিজার্ভ এখন যা আছে, তা নিয়ে শঙ্কা নেই। তবে তার চেয়ে কমে গেলে বিপদ হতে পারে। রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকলে একসময় যদি তা ১০ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, সেই সময় এমন হতে পারে যে, আইএমএফের সহায়তা পাওয়া যাবে না। তাই রিজার্ভ বাঁচাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। হুন্ডি ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। তবে তার মানে এই নয় যে, দেশে প্রবাসী আয় আসা বাস্তবে কমে গেছে। আনুষ্ঠানিক পথে না এসে অনানুষ্ঠানিক পথে আসছে, যার মূল মাধ্যম হুন্ডি। অর্থাৎ রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা না হয়ে হুন্ডিতে জমা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, এই মুহূর্তে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখতে আমাদের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যেন ১৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে না নামে। রিজার্ভ বাঁচাতে বাংলাদেশকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উৎস থেকে সহায়তা পাওয়াসহ সম্ভাব্য সব বিকল্পের খোঁজ করতে হবে।

রিজার্ভ যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ

পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছাড়া জ্বালানি তেল, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধের মতো জরুরি পণ্য আমদানি করা সম্ভব হয় না। আর্থিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ, মুদ্রানীতি জোরদার করা, বাজেট বাস্তবায়ন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৃহৎ প্রকল্পে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। সংকটকালে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস জোগায় রিজার্ভ।

রিজার্ভের চালচিত্র

২০০৬ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮৪ বিলিয়ন ডলার। সেখান থেকে বেড়ে ২০২১ সালের ২৫ আগস্ট তা ৪৮ বিলিয়ন ডলারের নজির সৃষ্টি করে। এরপর থেকে আবার কমতে কমতে এখন সেটা ২৬.৮৬ বিলিয়নে নেমে গেছে। এর জন্য রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি, রেমিট্যান্সের উল্টোগতি, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান হ্রাস এবং অর্থ পাচারকে দায়ী করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বা রিজার্ভ ছিল ৪ হাজার ৮০০ কোটি বা ৪৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর অর্থাৎ সর্বশেষ হালনাগাদ হিসাব থেকে দেখা যায়, সেই রিজার্ভ এখন কমে হয়েছে ২৬ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, সেটা ২১ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলার। এর বাইরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের আরেকটি হিসাব রয়েছে, যা জনগণের কাছে প্রকাশ না করে শুধু আইএমএফকে দেওয়া হয়। আইএমএফ সূত্রে জানা গেছে, সেই হিসাবে দেশের প্রকৃত রিজার্ভ এখন প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি বা ১৭ বিলিয়ন ডলার। গত দুই বছরে প্রতিমাসেই রিজার্ভ গড়ে ১০০ কোটি বা ১ বিলিয়ন ডলার হারে কমেছে। তথ্য মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এখন যে প্রকৃত রিজার্ভ আছে, তা দিয়ে শুধু তিন মাসের আমদানি খরচ মেটানো যাবে, অন্য কোনো খরচ নয়। সাধারণত একটি দেশের কাছে ন্যূনতম তিন মাসের আমদানি খরচের সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশ এখন শেষ প্রান্তে রয়েছে। একটি দেশের অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অন্যতম।

বাংলাদেশকে দেওয়া আইএমএফের ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের অন্যতম শর্ত ছিল– গত জুনে প্রকৃত রিজার্ভ ২ হাজার ৪৪৬ কোটি ডলার, গত সেপ্টেম্বরে ২ হাজার ৫৩০ ডলার এবং আসছে ডিসেম্বরে ২ হাজার ৬৮০ ডলারে রাখতে হবে। এর জন্য লিখিতভাবে বাংলাদেশকে প্রকৃত রিজার্ভের হিসাবায়ন পদ্ধতি জানিয়ে দেয় আইএমএফ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকৃত রিজার্ভের তথ্য আইএমএফকে জানানো শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী রিজার্ভ রাখতে পারছে না তারা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আমদানি দায় মেটাতে চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) প্রথম তিন মাস আট দিনে রিজার্ভ থেকে ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছে। ফলে গ্রস আন্তর্জাতিক রিজার্ভ কমে হয়েছে ২১ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে যা ২৬ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার। সূত্র জানায়, মূলত জ্বালানি, সার ও খাদ্য আমদানির জন্য ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সংকটের কারণে বাজার থেকে ডলার সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। তাই সরকারের আমদানির জন্য রিজার্ভ থেকে সহায়তা করা হচ্ছে।

গত অর্থবছরের ১২ মাসে ১৩ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছে। এভাবে ২৭ মাসে রিজার্ভ থেকে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার বিক্রি হয়েছে।

২০২১ সালের আগস্টে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ইতিবাচক ধারা এবং আইএমএফের ১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলারের ঋণ-সহায়তা যোগ হওয়ায় বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন নতুন উচ্চতায় উঠেছিল বলে জানায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একাধিক বিশ্বস্ত সূত্র। রিজার্ভের একটা বড় অংশ প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান বলে জানান তারা। বিশ্লেষকরা বলছেন, বৈশ্বিক সংকটের প্রভাবের পাশাপাশি ধীরে ধীরে রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, রেমিট্যান্সের গতি কমে যাওয়া এবং বিদেশি ঋণ ও অনুদান কমে যাওয়ার কারণে আজ রিজার্ভের এই দশা। দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

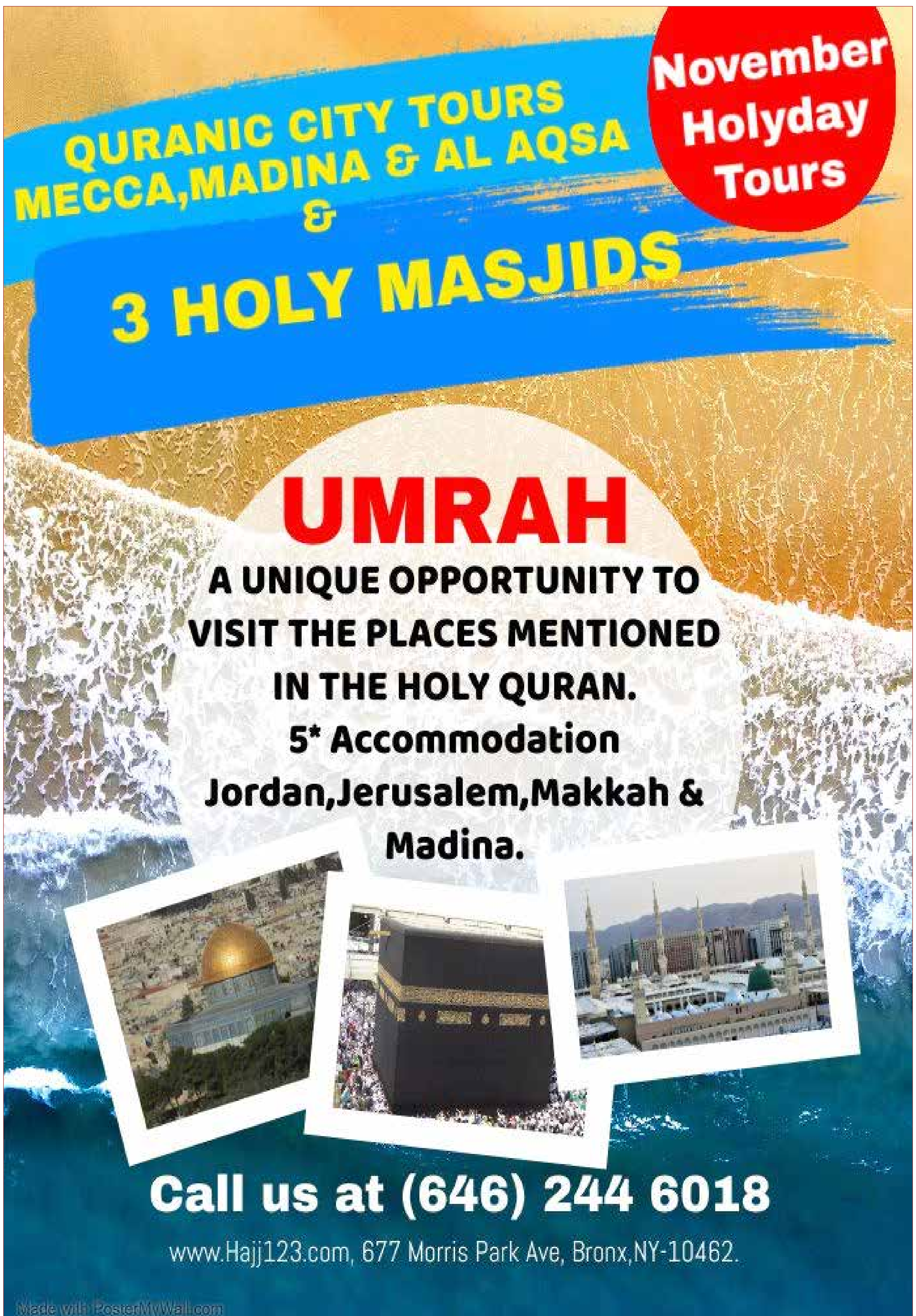

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.
We Pay Highest Payment
No training necessary and we do not charge any fee.
Call Today
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308
Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে

১০ পৃষ্ঠার পর

'আর্থিক ব্যবস্থাপনা যত স্মার্ট হবে, অর্থনীতি ততই লাভবান হবে। আমাদের অর্থনীতির বহিঃখাতনির্ভরতা রয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর এখন আবার মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ। হঠাৎ করে এখন আবার জ্বালানির দাম বাড়ছে। আমদানিনির্ভরতার জন্য আমাদের ওপর অভ্যন্তরীণ সমস্যার চেয়ে বাইরের সমস্যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এ প্রেক্ষাপটে যথাযথ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টিতে এখনই নজর দেয়া খুব জরুরি।'

বাজেট বাস্তবায়নে দুর্বলতার বিষয়টিও এখন অর্থনীতিবিদদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ সংকটের কারণে সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১১ মাসে মাত্র ৬৪ শতাংশ বাজেট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। পুরো বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে গত অর্থবছরের শেষ মাস অর্থাৎ জুনে সরকারকে ২ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হতো। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ হওয়ার পর তিন মাস পেরুলেও গত জুনের বাজেট বাস্তবায়নের তথ্য এখনো প্রকাশ করেনি সরকার। ফলে গত অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনো জানা সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে লক্ষ্য অনুযায়ী রাজস্ব আহরণও বাড়ছে না সরকারের। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে আলোচ্য অর্থবছরে ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। যদিও অর্থবছর শেষে সংস্থাটির আহরিত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৩১ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রেও আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হয়নি।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আহরণ না হওয়ায় কর-জিডিপির অনুপাত ক্রমেই কমছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের কর-জিডিপির অনুপাত ছিল ৭ শতাংশ। এর পরের ২০২০-২১ অর্থবছরে এটি কিছুটা বেড়ে ৭ দশমিক ৬৪ শতাংশে দাঁড়ায়। অবশ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে এটি কমে দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আর সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১১ মাস (জুলাই-মে) শেষে কর-জিডিপির অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৪১ শতাংশে।

লক্ষ্য অনুযায়ী কর আদায় না হলেও সরকারের ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। আর এ ব্যয় সামাল দিতে গিয়ে স্থানীয় ও বিদেশী উৎস থেকে বাড়তি ঋণ নিতে হচ্ছে সরকারকে। এতে সরকারের ঋণের বোঝাও দিন দিন আরো ভারী হচ্ছে। একদিকে কর-জিডিপি কমছে, অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে ঋণ-জিডিপি অনুপাত। এতে অর্থনীতি হয়ে পড়ছে আরো ভারসাম্যহীন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সরকারের ঋণ-জিডিপি অনুপাত ছিল ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এর পরের ২০২০-২১ অর্থবছরে এটি কিছুটা বেড়ে ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ-জিডিপি অনুপাত আরো বেড়ে হয় ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ। আর সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ-জিডিপি অনুপাত দাঁড়ায় ৪২ দশমিক ১ শতাংশে।

সরকারের সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান এবং অধুনালুপ্ত রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনের সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'কর-জিডিপি অনুপাত ক্রমেই কমার কারণ হচ্ছে একদিকে জিডিপি বাড়ছে, মানে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে কর আহরণ সে অনুপাতে বাড়ছে না। এছাড়া বড় বড় প্রকল্পে কর রেয়াত দেয়া হয়েছে। এতে এসব প্রকল্পে উন্নয়ন ব্যয় হলেও সেখান থেকে কোনো রাজস্ব আসেনি। যে হারে জিডিপি বাড়ছে, সে হারে কর আহরণ না বাড়ার কারণেই কর-জিডিপি অনুপাত কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে রাজস্ব বাড়ানোর দিকে সেভাবে দৃষ্টি না দিয়ে ঋণ করে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনেকগুলো থেকেই সেভাবে রিটার্ন আসছে না। পাশাপাশি এগুলো নির্মাণের সময় ব্যয় বেড়েছে অনেক। গত ১০ বছরে যে ঋণ নেয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোই স্বল্পমেয়াদের এবং কঠিন শর্তে। ফলে এসব ঋণ শোধ করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অস্বাভাবিক হারে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এটিও এ সংকটকে আরো তীব্র করেছে।'

ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপ এখন শঙ্কিত করে তুলছে অর্থনীতিবিদদের। বিশেষ করে কঠিন শর্তের বিদেশী ঋণ সরকারের জন্য শঙ্কার কারণ হয়ে উঠছে। ক্রমেই ক্ষীয়মান রিজার্ভের কারণে সামনের দিনগুলোয় বিদেশী ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে সরকারের ওপর চাপ বাড়ার আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। এরই মধ্যে এ চাপের বিষয়টি কিছুটা দৃশ্যমানও হয়ে উঠেছে। কিছু ক্ষেত্রে ঋণের কিস্তি পরিশোধ প্রলম্বিত করার মাধ্যমে এবং কিছু ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে সরকার। গত জুন শেষে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৩২ হাজার ৫১৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ সময়ে সরকারের বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিডিপি) ডিস্টিংগুইশড ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বণিক বার্তাকে বলেন, 'জিডিপির পরিসংখ্যান নিয়েই আমাদের সংশয় রয়েছে। বিনিয়োগ, মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এক্ষেত্রে তো হিসাব মেলে না। কৃত্রিমভাবে জিডিপি বাড়িয়ে দেখানোর সুবিধা ও অসুবিধা দুটোই রয়েছে। বাড়িয়ে দেখানো হলে জিডিপির অনুপাতে ঋণের অনুপাত কমে যায়। অন্যদিকে অসুবিধা হচ্ছে এতে কর-জিডিপি অনুপাতও কমে যায়। বাহ্যিক খাত বাদ দিলে সরকার বর্তমানে দুটি কাঠামোগত সংকটের মধ্যে রয়েছে। একটি হচ্ছে রাজস্ব আহরণ করতে না পারা এবং আরেকটি হলো ব্যাংক খাতে অর্থ সঞ্চালন করতে না পারা। যেহেতু কর তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ হচ্ছে না, সেহেতু ঘাটতি মেটাতে সরকারকে ঋণ করতে হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ, দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে অনেক প্রকল্পে প্রচলিত দাতারা ঋণ দিচ্ছে না। সেজন্য স্বল্পমেয়াদে ও বেশি সুদে অন্য উৎস থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণের যে বোঝা সেটির কারণে একসময় ন্যুব্জ হতেই হবে।'

আইএমএফের ঋণ কর্মসূচির আওতায় দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ের আগে শর্ত বাস্তবায়নের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে বর্তমানে সংস্থাটির একটি দল বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তারা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো বাংলাদেশের নিট রিজার্ভ এখন ১৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। এটি যদি ধারাবাহিকভাবে কমতে কমতে ১০ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, তাহলে তা খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। এ অবস্থায় রিজার্ভ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই।

চলমান অর্থ সংকটের বড় প্রভাব পড়েছে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে। সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে এ খাতের অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যবসা অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে পেরেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে বকেয়া আটকে থাকায় বিপাকে পড়েছেন তারাও। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইপিপি) ও জ্বালানি সরবরাহকারীদের কাছে সরকারের দুই সংস্থার দেনার পরিমাণ গত মাস পর্যন্ত ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ছিল। বর্তমানে অর্থ বিভাগ টাকা ছাড় করায় বকেয়ার পরিমাণ কিছুটা কমলেও তা ৩০ হাজার কোটি টাকার কম নয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আইপিপিগুলোর কাছেই বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বকেয়া দেনা সবচেয়ে বেশি। গত মাসের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার বকেয়া ছিল। যদিও এরই মধ্যে কিছু কিছু করে বকেয়া পরিশোধ করছে সরকার।

এছাড়া জ্বালানি তেল আমদানিতে সরবরাহকারীদের কাছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এবং এলএনজি আমদানি কার্যক্রমে নিয়োজিত পেট্রোবাংলারও বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া রয়েছে। সরকারের এ দুই সংস্থার কাছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার বকেয়া ছিল। মার্কিন কোম্পানি শেভরনের বকেয়া আদায়ে দেশটির দূতাবাসও দৌড়ঝাঁপ করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'যেহেতু আমরা উন্নয়নশীল দেশ সেহেতু কম হোক আর বেশি হোক, আমাদের অর্থনীতিতে সবসময় চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগোতে হবে। ঋণ-জিডিপি অনুপাত বাড়বে। এটি বাড়ার দরকার, কারণ আমাদের বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। আইএমএফের মতে জিডিপির ৬৭ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ নেয়া যায়। সে অনুসারে আমাদের ঋণ অনেক কম আছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজস্ব আয় বাড়ার তুলনায় জিডিপি বাড়ছে বেশি। সে কারণে কর-জিডিপি অনুপাত কমে যাচ্ছে। এটি নিয়েও ভয়ের কিছু নেই, কারণ এই নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত দিয়েই আমরা ৮ শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি করেছি। এটি আমাদের প্রবৃদ্ধির জন্য বাধা হয়ে ওঠেনি। তবে এটি আরো বাড়াতে পারলে ভালো হতো। আমরা আরো বেশি বিনিয়োগ করতে পারতাম। কর-জিডিপি বাড়ানোর জন্য আমাদের চেষ্টা আছে। সামনে মানুষের আয় বাড়লে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে এবং রফতানি বাড়লে কর আহরণও বাড়বে।'-বণিকবার্তার সৌজন্যে

মানুষকে প্রশ্নের মুখোমুখি করিয়ে ফসের নোবেল জয়

১৪ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্র করেই সাধারণত সাহিত্য পুরস্কারগুলো দেয়া হয়ে থাকে। সে হিসেবে নাট্যকারদের সাহিত্যে অবদানের বিষয়টি বহুদিন ধরেই আলাপের জায়গা থেকে চাপা পরে আছে। এমনকি হালের বিভিন্ন সাহিত্য আয়োজনেও নাটক লেখা নিয়ে তেমন সভা-সেমিনার দেখা যায় না। ঢাকা লিট ফেস্টে অবশ্য একাধিকবার নাট্যকারদের নিয়ে আলাদা সভা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুলনামূলক কম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন নাট্যকারকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়াটা, আধুনিক যুগের সাহিত্য চর্চা ও নোবেল পুরস্কার দুটি জায়গাতেই আলাদা একটি মাত্রা যোগ হয়েছে বলে বোধ করি।

গ

ইদানীং কালে 'মিনিমালিজম' নামের ইংরেজি শব্দটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলায় এর সহজ অর্থ হলো, যা আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সেগুলোকে ধারণ করা এবং আমাদের জীবনের জন্য যেসব বিষয় খুব একটা দরকারি নয়; বরং এগুলো আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে নিয়ে যায়- জীবন থেকে এসব কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা। ইদানীংকালে অনেকেই নিজের মত করে 'মিনিমালিস্ট লাইফস্টাইল' খুঁজে নিচ্ছেন। ইয়ন ফসের লেখায় নিজস্ব ঢঙের জীবনের একরকম দৃশ্যায়ন দেখা যায়। সাহিত্যের আলোচনায় গত কয়েক বছরে যেটিকে 'ফসে মিনিমালিজম' বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা দেয়ার সময় ইয়ন ফসে সম্পর্কে সুইডিশ অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনি নরওয়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের বিষয়গুলোর মধ্যে শৈল্পিকভাবে মিশেল ঘটিয়েছেন। এ কারণে তিনি নাট্যকারের পাশাপাশি আমাদের সময়ে ঔপন্যাসিক হিসেবেও নিজের স্বতন্ত্রতা দেখাতে পেরেছেন। তার আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পাওয়ার প্রথম ধাপটি ছিল ১৯৯৮ সালে প্যারিস প্রোডাকশনের প্রযোজনায় নির্মিত 'সামওয়ান ইজ গোয়িং টু কাম' (কেউ একজন আসতে চলেছে) শীর্ষক নাটকের মাধ্যমে। তার লেখায় প্রচন্ডভাবে ফুটে ওঠে মানবিক দ্বৈতচিন্তা ও বিষাদ। যেটি তার লেখাকে অনেক বেশি সার্বজনীন করে তুলেছে।

পুরস্কার ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলনে সুইডিশ অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার কমিটির প্রধান আন্দ্রেয়াস ওলসন আগ্রহী পাঠকদের জন্য একাধিক বইয়ের পরামর্শ দেন। যারা ইয়ন ফসের লেখার সঙ্গে পরিচিত নন এবং জানেন না তার লেখা কোন বইটি পড়তে শুরু করা উচিতড়তাদের উদ্দেশে ওলসন বলেছেন, তার সব কটি নাটকই অত্যন্ত সুখপাঠ্য। বড় কলেবরের লেখা পড়তে আগ্রহী পাঠকদের তিনি ১২৫০ পৃষ্ঠার সাতটি আলাদা বইয়ের এক আস্ত সিরিজ 'সেপ্টোলজি' পড়ার পরামর্শ দেন। এছাড়াও যারা ছোট কোন বই খুঁজছেন, তাদেরকে ২০০০ সালে প্রকাশিত উপন্যাসিকা 'মর্নিং অ্যান্ড ইভনিং' (সকাল সন্ধ্যা) নামক বইটি পড়তে বলেন ওলসন।

ইয়ন ফসের লেখায় ওঠে আসা সহজতর জীবনের যে 'মিনিমালিস্ট' পথে আমরা দেখতে পাই, সেখানকার পরিচিত বেদনা, অবসাদ কিংবা মৃত্যুর বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে সার্বজনীন সাহিত্য। ফলে নরওয়ের মত সুখী দেশে বসেও নিজের লেখায় তিনি টেনে হিচড়ে নামিয়ে এনেছেন ইতিহাসের সুরঙ্গ। বের করে এনেছেন এমন জীবনের কথা, যা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায় বহুদিন... (ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে)

পিটার হাসের মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে

৮ পৃষ্ঠার পর

ঘুম থেকে উঠে পিটার হাস, দুপুরে লাঞ্চ করতে যায় পিটার হাস, রাতে ডিনার করতে যায় পিটার হাস। আমি জানি না হাসে ফখরুলকে কী স্বপ্ন দেখিয়েছে। তবে ক্ষমতা স্বপ্ন দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ফখরুল সাহেব দিল্লি বহু দূর। ক্ষমতার পথ আপনারাই বন্ধ করে দিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'আমেরিকার মুরুব্বি যারা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ। উচ্চ পর্যায়েও কথাবার্তা হয়ে গেছে। তলে তলে যখন সব শেষ তখন আর এসব করে লাভ কী? পিটার হাসকে দেখিয়ে নির্বাচন বন্ধ করবেন, ঢাকায় তাণ্ডব করবেন, সেই খেলা খেলতে দেব না। সেই খেলা সন্ত্রাসের খেলা, বিএনপি কে সে খেলা খেলতে দেবো না।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক বলেন, 'সেদিন বলেছিলাম রূপপুর ইউরেনিয়ামের চালান আসছে। ফখরুল, মির্জা আব্বাসরা বলে, মঈন খানরা বলে, রূপপুর বন্ধ করে দেবেন। ইউরিনিয়াম যেটা আছে সেটা সারা দুনিয়া স্বীকৃত। এই রুপপুর পরমাণুবিক বিদ্যুৎ, আমরা ইউরেনিয়াম ক্লাবে তেত্রিশ নম্বরে যুক্ত হয়েছি। এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যারা বন্ধ করে দিতে চায়, আমরা এত কোটি কোটি টাকার ইউরেনিয়াম কেন আনলাম, এজন্য বলেছি ওদের মাথার ওপর ঢালবো। ফখরুল মির্জা আব্বাসরা গরম হয়ে যায় তাদের মাথার ওপর ঢালতে হবে।'

জানুয়ারিতে খেলা হবে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এখন কোয়ার্টার ফাইনাল, সামনে সেমিফাইনাল, ফাইনাল হবে জানুয়ারিতে। খেলা হবে সারা ঢাকায়, খেলা হবে চট্টগ্রামে, খেলা হবে সিলেটে, খেলা হবে রাজশাহীতে, খেলা হবে বরিশালে, খেলা হবে খুলনায়, খেলা হবে সারা বাংলায়। ঠিক আছে, ফাইনাল পর্যন্ত খেলতে হবে। এখনই ক্লান্ত হলে চলবে না।'

আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতা বলেন, 'মির্জা ফখরুলের সর্বশেষ বক্তৃতা শুনে মনে হল, মির্জা ফখরুল এখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরা লাশ। আজিমপুরের গোরস্থানের চিরনিদ্রা শায়িত। গোরস্থান থেকে ফখরুল এখন ওই মরা লাশ টেনে আনছেন। এই মরা লাশের মুক্তি আসবে না।'

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন হবে বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা বেঁচে থাকলে এই দেশে নির্বাচন কেউ বন্ধ করতে পারবে না। নির্বাচন হবে, শান্তিপূর্ণ হবে। এ দেশে নজীর বিহীন উন্নয়ন করেছেন শেখ হাসিনা। এদেশে নজির বিহীন নিরপেক্ষ নির্বাচন শেখ হাসিনাই করবেন। নজির বিহীন নিরপেক্ষ নির্বাচন হবেই। ফখরুল সাহেব নির্বাচনে না আসলে আমও যাবে, ছালাও যাবে দুইটাই হারাবেন। দুনিয়াব্যাপী আপনারা বদনাম করেছেন, দেশে দেশে বদনাম করছেন, বদনাম ঘোচানোর জন্য শেখ হাসিনা এমন নির্বাচন করবেন, যে নির্বাচন হবে নজিরবিহীন। ফখরুল সাহেব হারালে আর পাবেন না। খেলা হবে, খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। খেলা হবে, সামনে আসছে সেমিফাইনাল। তারপরে ফাইনাল, গলা ঠিক রাখতে হবে। সামনে আরো দুই মাস, এখনই বেশি ক্লান্ত হইয়ো না।'

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

GRAND OPPENING
BUTTERFLY
SENIOR DAY CARE
WE CARE FOR YOUR NEEDS
BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার
49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377
বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন
বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।
আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য
ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:
১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন
Munmun Hasian Bari
Chairman
Jubar Chowdhury
Executive Director
আজই ফোন করুন :
347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com
www.butterflyseniordaycare.com

ট্যাংক বহর নিয়ে প্রস্তুত ইসরায়েলি গোলন্দাজ বাহিনী গাজায় ঢুকতে পারে শনিবার, ১৪ অক্টোবর

১২ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন, এ ধরনের স্থানান্তরকে জাতিসংঘ অসম্ভব বলে বিবেচনা করছে এবং এতে কেবল ভয়াবহ বিধ্বংসী মানবিক বিপর্যয়ই ঘটবে। তিনি বলেছেন, এ ধরনের আদেশ কেবল এরই মধ্যে তৈরি হয়ে থাকা একটি বিয়োগান্ত ঘটনাকে স্রেফ বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত করবে।

তবে ইসরায়েলিরা গাজায় স্থল অভিযান চালানোর বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরই মধ্যে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত ঘোষণা দিয়েছেন, 'যুদ্ধের সময় এসে গেছে।' গ্যালান্তের এই মন্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়, গাজা সীমান্তে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর সমর প্রস্তুতি থেকে। প্রস্তুতি যে শেষ হয়েছে তা টের পাওয়া যায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর টুইট থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, আল্টিমেটাম শেষ হলেই ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনী গাজায় 'উল্লেখযোগ্য' অভিযান চালাবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল গাজা সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ট্যাংক জমায়েত করেছে। কোনো ইসরায়েলি কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে এই জমায়েতের কথা স্বীকার করেননি। তবে দেশটির নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেতের সাবেক এক কর্মকর্তা বলেছেন, ইসরায়েল সরকার দেশের প্রায় ২০ হাজার রিজার্ভ সেনা গাজায় অভিযানে পাঠাতে পারে।

এই অবস্থায় বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই সপ্তাহান্তে অর্থাৎ আগামী কাল শনিবারের মধ্যেই ইসরায়েলের স্থল অভিযান শুরু হয়ে যেতে পারে। কারণ, ইসরায়েল ঘোষিত ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম শেষ হবে শনিবার সকালের দিকে, যেহেতু এই আল্টিমেটাম সামনে এসেছে ফিলিস্তিনের স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার সকালে।

এ বিষয়ে লেবাননে নিযুক্ত সাবেক অস্ট্রেলীয় রাষ্ট্রদূত ইয়ান পারমিটার আল-জাজিরাকে বলেছেন, হয়তো চলতি সপ্তাহের শেষ নাগাদ (শনিবার) ইসরায়েলের অভিযান শুরু হতে পারে। তিনি বলেন, তবে এই অভিযানের মূল্য হবে খুবই চড়া, প্রাণহানি হবে ব্যাপক। তাঁর মতে ইসরায়েল যে আল্টিমেটাম দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করা এক কথা অসম্ভব বরং এর মানে হলো, ইসরায়েল চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিল যে, অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বর্তমান এই বিশ্লেষক বলেন, 'যদি ইসরায়েল ভেতরে (গাজার) প্রবেশ করে তবে এই অভিযানে তারা বিপুল পরিমাণ সৈন্য হারাবে। আমরা এটাও অনুমান করতে পারি যে, এই অভিযানে গাজায় বিপুলসংখ্যক ও মারাত্মক বেসামরিক প্রাণহানি হবে।'

এদিকে ইসরায়েল যদি গাজায় অভিযান শুরু করে তবে তার পরিণতি হবে মারাত্মক। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলকে সতর্ক করে বলেছে, যদি ইসরায়েল গাজায় অভিযান শুরু করে তবে তাদের আরও একটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হতে পারে। ইরানের এই সতর্কবার্তা ইঙ্গিতপূর্ণ। কারণ ইরানের মিত্র বলে পরিচিত লেবাননের হিজবুল্লাহর কাছে প্রায় দেড় লাখ রকেট রয়েছে। যা অনবরত ইসরায়েলের ওপর নিক্ষেপ করতে থাকলে তা দেশটির গর্বের ধন আয়রন ডোম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও নাকাল করে ফেলতে পারে। যা ইসরায়েলে হামাস ও হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের স্থল অভিযান পরিচালনার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে।

তবে কেবল দুই ফ্রন্ট নয়, ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরে আরও একটি ফ্রন্ট অর্থাৎ তৃতীয় ফ্রন্টেও ইসরায়েলকে যুদ্ধ করত হতে পারে। কারণ পশ্চিম তীরেও ইসরায়েল বিরোধী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীর কমতি নেই। এ বিষয়ে পারমিটার বলছেন, 'পশ্চিম তীরে আরেক ফ্রন্ট খুলে গেলে তা হবে ইসরায়েলের জন্য এক মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন।'

গাজা : জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, ৬ হাজার বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

১২ পৃষ্ঠার পর

শুধু বাইডেন নন, ইসরায়েলের পক্ষে ফুঁসে উঠেছেন ফিলিস্তিন সংকটের গোড়াপত্তন ঘটানো যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের নেতারা। তারা বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাইছেন, গাজাসহ ফিলিস্তিনিদের অবশিষ্ট এলাকাগুলোতে তাদের এতদিনের দমনপীড়ন ন্যায্য। নিজেদের যুদ্ধাপরাধ তারা হামাসের অভিযান দিয়ে মুছে ফেলতে চায়। একই সুযোগে পুরোনো ফিলিস্তিনি মানচিত্রের অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা এলাকাও স্থায়ীভাবে দখলে নিতে এখন উদ্ধত তেল আবিব।

তাদের এই হীন প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গাজা উপত্যকা। মাত্র ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই উপত্যকায় ২২ লাখ ফিলিস্তিনির বাস। যাদের মধ্যে নিজেদের মতো করে জীবন চালান মাত্র ৫ লাখ ফিলিস্তিনি। বাকি ১৭ লাখই থাকে গাজায় তৈরি করে দেওয়া জাতিসংঘ আশ্রয়শিবিরে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ওষুদের জন্য বিদেশি ত্রাণের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে একটি সক্রিয় ও স্বচালিত জাতি ছিল ফিলিস্তিনিরা।

লন্ডনভিত্তিক 'আল-আরাবিয়া' সংবাদমাধ্যমে এক নিবন্ধে আল-জাবিদ লিখেছেন, 'ইসরায়েল হামাস নেতৃত্বকে নিধন করছে না, তারা হামাসের হামলার প্রতিশোধও নিচ্ছে না। তারা ২২ লাখ ফিলিস্তিনিকে শাস্তি দিচ্ছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম 'দি ইন্টারসেপ্টে' ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে গত সোমবার (০৯ অক্টোবর) নিবন্ধ লিখেছেন অ্যালিস স্পেইরি। সেখানে তিনি বলেছেন, হামাসের অপরাধের বিপরীতে যুদ্ধাপরাধে নেমেছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগকিরদের ওপর বছরের পর বছর নিপীড়ন করেও দায়মুক্তি পেয়ে আসা ইসরায়েলের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘন সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সেই বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে গাজার ফিলিস্তিনিদের ওপর নেমে আসা ইসরায়েলি আগ্রাসনের মাধ্যমে। গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবারই ইসরায়েলের বিমান হামলায় ১৫১ জন বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ নিয়ে গত ছয় দিনে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪১৭। আহতের সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়িয়েছে। ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার গাজায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্টের অ্যাম্বুলেন্স ইসরায়েলের হামলার শিকার হয়েছে। এতে রেড ক্রিসেন্টের ছয় সদস্য নিহত হয়েছে। গাজার হাসপাতালগুলোতে কোনো শয্যা তো খানি নেই-ই, উপরন্তু সেখানে চিকিৎসাসামগ্রীও ফুরিয়ে গেছে প্রায়। এই দুর্দশার মধ্যেই আহত শিশু-নারীদের চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হামাসের হামলায় ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩০০। আহত তিন সহস্রাধিক। গত শনিবার হামলা শুরু করে রবিবার পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে ছিল হামাস। কিন্তু তারপর থেকে শুরু হয় ইসরায়েলি হামলা। যে কারণে এখন ফিলিস্তিনিদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে।

গাজায় প্রবেশের পথ আছে ১৭টি। এসব পথ দিয়ে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় ফিলিস্তিনিদের শরীর তল্লাশি করে ইসরায়েলি সেনারা। এখন সব গেটই বন্ধ করে দিয়ে সামনে বসে আছে ইসরায়েলি সেনারা। ফলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সুযোগ নেই। এ অবস্থাকে মানবাধিকারের পরিপন্থি বলে বর্ণনা করেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা।

বিমান ও সমুদ্রবন্দর- সর্বত্রই হামলা করায় অবরুদ্ধ গাজাবাসীর জন্য ত্রাণ পাঠাতে পারছে না কোনো দেশ। তবে বৃহস্পতিবার মিসর জানিয়েছে, রাফা অঞ্চল দিয়ে গাজায় প্রবেশের পথে ইসরায়েল হামলা চালানোয় সেটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। উত্তর সিনাইয়ের একটি বিমানবন্দরে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর নির্দেশনা দিয়েছে মিসর। তবে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান বলেছেন, ত্রাণ প্রস্তুত করেও গাজায় পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

গাজায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। হামাস ও ইসরায়েল পরস্পরকে শর্তের জালে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে।

ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে হামাস সদস্যরা যেসব ব্যক্তিকে ধরে এনে বন্দি করেছে, তাদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ করা হবে না বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার এক্সে (সাবেক টুইটার) দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এ কথা বলেছেন।

ইসরায়েল কাৎজ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অপহৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া না হবে, ততক্ষণ গাজায় বিদ্যুতের কোনো সুইচ চালু করা হবে না, পানি সরবরাহের কোনো পথ খুলে দেওয়া হবে না এবং জ্বালানির কোনো ট্যাংক প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

গত শনিবার (০৭ অক্টোবর) গাজা থেকে ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর টানা ছয় দিন দুইপক্ষের সংঘাত চলছে। এরই মধ্যে সোমবার গাজাকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেয় ইসরায়েল। ওই ঘোষণা অনুযায়ী উপত্যকাটিতে বিদ্যুৎ, পানি, খাবার ও জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নিয়ে দৃশ্যপটে হাজির হয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। যুদ্ধ বন্ধের উপায় নিয়ে ফ্রান্স, তুরস্ক ও ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তিনি। গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা-এসপিএ তথ্য জানিয়েছে। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অবরোধ ও বোমাবর্ষণের নিন্দা জানিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেছেন, গাজায় যা হচ্ছে তা রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ। ১১ অক্টোবর বুধবার দেশটির পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন এ কে পার্টির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ কথা বলেন।

চলমান অবরোধ এবং বিরতিহীন হামলা বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এরদোয়ান বলেন, যুদ্ধেরও একটি নৈতিকতা আছে। কিন্তু গাজায় সপ্তাহজুড়ে চলা বিরতিহীন হামলা ও অবরোধ নৈতিকতার মারাত্মক লঙ্ঘন। মানুষকে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে বাধা দেওয়া এবং বেসামরিক লোকজনের বাসস্থানে বোমা হামলা চালানো হচ্ছে। এটি যুদ্ধ নয়, একটি ধ্বংসযজ্ঞ।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের নিপীড়নমূলক নীতি চলমান সংঘাতের মূল কারণ জানিয়ে এরদোয়ান বলেন, 'ইসরায়েলের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা একটি রাষ্ট্র। তারা সংগঠনের মতো কাজ করতে পারে না।'

তবে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, ইসরায়েলকে অন্ধ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার তেল আবিবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'আমরা সবসময় ইসরায়েলের পাশে আছি– এই বার্তা দিতেই আমার এখানে আসা।' তিনি আরও বলেন, 'হামাস যেন আর কখনও এ ধরনের হামলার সামর্থ্য না রাখে, সেটা নিশ্চিত করার অধিকারও ইসরায়েলের আছে।' তার এই বক্তব্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি।

যুক্তরাষ্ট্র তাদের একটি নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ইসরায়েলের জন্য পাঠিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনে আরও একটি নৌবহর পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্র জঙ্গিবিমানও পাঠিয়েছে। এখন সর্বশক্তি নিয়ে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তেল আবিব। সূত্র : বিবিসি, আলজাজিরা, গালফ নিউজ ও এসপিএ

গাজায় ৬ হাজার বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

টানা ছয়দিন ধরে গাজা উপত্যকায় চলছে ইসরায়েলি বিমান হামলা। একইসঙ্গে অবরোধ দেওয়ায় কঠিন মানবিক বিপর্যয়ে পড়েছে গাজাবাসী। জাতিসংঘ বলছে, তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। ক্রমাগত ইসরায়েলি বিমান হামলা এবং অবরোধের মধ্যে থাকার পর গাজার মানবিক পরিস্থিতি ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠছে। রেডক্রস সতর্ক করে বলেছে, জ্বালানি সংকটের কারণে গাজার হাসপাতালগুলো মর্গে বা মৃতদেহ রাখার স্থানে পরিণত হয়ে উঠতে পারে। এসব হাসপাতাল এখন জেনারেটর দিয়ে চলছে। কিন্তু আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের জ্বালানি ফুরিয়ে যেতে পারে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) ইসরায়েলি বাহিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত গাজায় তারা ছয় হাজার বোমা নিক্ষেপ করেছে। এসব বোমার ওজন চার হাজার টন। এসব হামলায় এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনে এক হাজার ৪১৭ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে নারী ও শিশু। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও ছয় হাজার ফিলিস্তিনি। বিবিসি

ফ্রান্স-জার্মানিতে মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ, নিউ ইয়র্কে পক্ষে-বিপক্ষে বিক্ষোভ

১২ পৃষ্ঠার পর

পক্ষে কোনো স্লোগান দেওয়া একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে। আর এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে 'সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন' হিসাবে দেখা হয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ব্র্যাভারম্যান আইন প্রয়োগকারীদের হামাসের পক্ষে যে কোনো বিক্ষোভ অথবা সমর্থন প্রদর্শনের বিরুদ্ধে 'আইনের পূর্ণ শক্তি' নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের ইহুদি সম্প্রদায়কে ভয় দেখানোর যে কোনো প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত আছে। লন্ডনের কেনসিংটনে ইসরাইলি দূতাবাসের বাইরে সোমবার (০৯ অক্টোবর) ফিলিস্তিনপন্থিদের বিক্ষোভে একটি স্লোগান ছিল 'নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে।' ব্রাভারম্যান তার চিঠিতে জানিয়েছেন যে, এ শব্দগুচ্ছটিকে একটি ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। এতে নিহিত আছে ইসরাইল নির্মূল করার একটি সহিংস ইচ্ছা।

ব্রাভারম্যান বলেন, ইসরাইলকে বিশ্ব থেকে মুছে ফেলার সহিংস আকাঙ্ক্ষা আর কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এর ব্যবহার ধারা-৫ অনুযায়ী পাবলিক অর্ডার অপরাধের সমান হতে পারে। এই স্লোগানটি সাধারণত জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্রিটেনের দেখাদেখি আরও কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিল 'ইউরোপের রাজা' জার্মানি। ইসরাইলের পতাকা পোড়ালেই সোজা 'চৌদ্দশিকে' যেতে হবে।

১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে দেশটির পার্লামেন্টে দেওয়া এক বক্তব্যে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি হামাসকে মহিমান্বিত করা, হত্যাকে ক্ষমা করার স্লোগান অথবা ইসরাইলের পতাকা পোড়ালে তাকে ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি করা হবে।'

এ সময় তিনি সামিদাউন নামে একটি ফিলিস্তিনপন্থি দলকে নিষিদ্ধ করা হবে বলেও ঘোষণা দেন। শনিবার বার্লিনের নিউকোলন এলাকার রাস্তায় ইসরাইলের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা উদ্‌যাপনের জন্য পথচারীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করায় ফিলিস্তিনপন্থিদের অভিযুক্ত করেছেন তিনি।

জার্মানিতে হামাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঘোষণাও দেন শলৎজ। এছাড়া ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোতে জার্মান সব সহায়তা স্থগিত করবে বলেও পার্লামেন্টে উল্লেখ করেন তিনি।বলেন, 'আমাদের মাপকাঠি হবে এ প্রকল্পগুলো কিভাবে এই অঞ্চলে শান্তি ও ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে। এ পর্যালোচনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো নতুন উন্নয়ন সহযোগিতা করব না।'

ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করেছে ফ্রান্সের পুলিশ। প্যারিসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্স প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ও কালেকটিফ ন্যাশনাল পাইক্স জাস্ট ডিউরেবল প্যালেস্টাইন নামের দুটি দলের বিক্ষোভ সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল।

'জনশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটার ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে' নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বুধবার সন্ধ্যায় ফ্রান্সের শহর লিয়নের একটি বিক্ষোভ স্থানীয় পুলিশ নিষিদ্ধ করেছে। সোমবারও একই অঞ্চলের একটি বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিক্ষোভ দমনে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করেছিল পুলিশ ।

কানাডার মন্ট্রিল ও টরেন্টোতে ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ফিলিস্তিনি পতাকা প্রদর্শন করে ইসরাইলকে বয়কট করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও দেশের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কানাডাজুড়ে এমন বিক্ষোভের নিন্দা জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে ট্রুডো বলেন, 'ইসরাইলের ওপর হামাসের হামলার সমর্থনে সারা দেশে যে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা জানাই।'

সোমবার (০৯ অক্টোবর) গভীর রাতে ইসরাইলের জন্য সংহতি সমাবেশে যোগ দিয়েছেন ট্রুডো। কানাডার অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও ইসরাইলের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে রোববারের (০৮ অক্টোবর) ফিলিস্তিনপন্থিদের বিক্ষোভকে অঞ্চলটির গভর্নর ক্যাথি হচুল 'ঘৃণ্য ও নৈতিকভাবে বিদ্বেষপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছেন। খবর গার্ডিয়ান, বিবিসি, সিএনএনের।

সুলিভান-প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের প্রতিবেদককে 'মিথ্যাবাদী সাংবাদিক' বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

৯ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'সুন্দর আলোচনা হয়েছে।'

এ সময় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা-সম্পর্কিত বিষয়ে কিছুই জানেন না দাবি করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা দেবে কি দেবে না জানি না। তবে তাদের সঙ্গে আমাদের প্রচুর আলোচনা হচ্ছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরোবলেন, 'নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো দেশেই সফল হতে পারেনি।'

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল না এলে অনুরোধ করা হবে না বলে জানান ড. মোমেন। তিনি বলেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল এলে ভালো, না এলে আমরা তাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করব না। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলে আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে।'

'আমরা কারও দলে নেই, কারও লেজুড় হতে চাই না। আমরা ছোট দেশ হয়েও বড় দেশের কথা শুনি না। আমরা তাদের জিনিস কিনি না, এ জন্য একটু বেড়াজালে আছি। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের দেশে কিছু লোক আছে, যারা বিদেশিদের কাছে ভুল তথ্য তুলে ধরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমেরিকার অ্যাকশন সিকিউরিটি অফিসার সদলবলে আসেন। অ্যাডভাইজারও ছিলেন। তারা মাঝপথে থেমে গেছে বলে যে সংবাদ বেরিয়েছে, তা মিথ্যা ও বানোয়াট।'

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভিসামুক্ত ভ্রমণে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন বলে ব্রিফিংয়ে জানান ড. আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, কলম্বোতে ইন্ডিয়ান ওশান রিম-আইওরার সম্মেলনের সাইড লাইনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাকে বলেছি, 'আপনারা অনেক ভিসা দেন। কিন্তু ভিসা পেতে এখন দেরি হচ্ছে। মেডিকেল ভিসার ক্ষেত্রেও দেরি হচ্ছে। তখন তিনি জানিয়েছেন- এ বিষয়ে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে আলাপ করবেন।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে বলেও জানান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে তিনি না বলেননি।

মোমেন বলেন, 'সিলেটে কয়েক দিন আগে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সংলাপ হয়েছে। সেখানে দুই দেশের মধ্যে ভিসামুক্ত ভ্রমণের জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। আমরা দুই দেশের মধ্যে ভিসামুক্ত যাতায়াত চাই।'

সাবেক খাদ্যসচিব বরুণ দেব মিত্র ওরফে বিডি মিত্রের অর্থ-সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত হওয়ার খবরের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি তাঁর সঠিক জানা নেই। তবে খবরটি সঠিক হয়ে থাকলে, তা দুঃখজনক।

উল্লেখ্য, আয়ের বৈধ উৎস জানাতে না পারায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর সাবেক সচিব বরুণ দেব মিত্রের যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বাড়ি ও সে দেশের ব্যাংকের যাবতীয় হিসাব জব্দ করেছে সে দেশের সরকার। এমন একটি খবর ৮ অক্টোবর দেশের একটি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে নিউ ইয়র্কের বাংলা টিভি চ্যানেল টাইম টিভিকে বিডি মিত্র ওরফে বরুণ দেব মিত্র জানান তাঁর স্ত্রীর নামে ক্রয় করা কোন বাড়ী যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বাজেয়াফত করেনি।

Shah GROUP
BIRTHDAYS ONLY COME ONCE A YEAR,
AND YOUR FRIENDSHIP ONLY COMES ONCE A LIFETIME.
HAPPY
Birthday
Moynu Zaman Chowdhury
Bhai
I Love You!
SHAH J. CHOUDHURY
FOUNDER, SHAH GROUP.

চীন-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল

৯ পৃষ্ঠার পর

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন? চীনের সঙ্গে কেমন? উপমহাদেশের যে দেশগুলো আছে তাদের সঙ্গে আমাদের রিলেশন কেমন? আমরা আমাদের বিষয়গুলো জানিয়েছি। বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি, আমাদের জাতির পিতা যেটা দিয়ে গেছেন, সকলের সাথে বন্ধুত্ব-কারো সাথে বৈরিতা নয়, এটাই ফোকাস করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, চীন এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে চেয়েছে। তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে, চীন একটি ইকোনমিক পাওয়ার। তারা আমাদের অর্থনৈতিক পার্টনার। তারা জানতে চাচ্ছে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন। আমরা জানিয়েছি, ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। আমাদের দুর্দিন ৭১ সালে ভারত যেভাবে আমাদের পাশে ছিল, সেটাকে আমরা সম্মানের চোখেই দেখি।

শাম্মী আহমেদ বলেন, মিয়ানমার আমাদের ওপর ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা চাপিয়ে

দিয়েছে। তারপরও আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছি। শুধু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নয়, গ্লোবাল ভিলেজে আমরা আলোচনা মাধ্যমে সবগুলো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি। অন্য কোনোভাবে আমরা করি না।

তিনি বলেন, তাদের আগ্রহ ছিল ইন্দো চায়না রিলেশন নিয়ে, ইন্দো প্যাসিফিকো নিয়ে একটা ব্যাপার ছিল। একইসঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকার সঙ্গেও বাংলাদেশের রিলেশন নিয়ে আলোচনার বিষয় ছিল।

আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বলেন, ভারতের হিন্দুত্ববাদ জাগরণ নিয়ে তার একটা প্রশ্ন করেছে। আমরা উত্তর দিয়েছি- আমরা কারো ইন্টারনাল বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা কারো ইন্টারনাল ব্যাপারে কথা বলি না। আমার অন্য দেশের মতাবাদকে সম্মান দেই। ভারতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, চীনে কি হচ্ছে না হচ্ছেড়এটা তাদের দেশের জনগণের বিষয়। আমাদের দেখার বিষয় না।

তিনি বলেন, আগামী ইলেকশন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তারা কোনো প্রশ্ন করেনি।

এর আগে শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে কার্যালয়ে পৌঁছালে প্রতিনিধি দলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য লে.কর্নেল (অব) মোহাম্মদ ফারুক খান।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ইউএস ইনস্টিটিউট ফর পিস (ইউএসআইপি) এর প্রতিনিধি জেফরি ম্যাগডোনাল্ড, ডেন মার্কি এবং ইশা গুপ্তা। এছাড়া আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইনাম আহমেদসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ নিয়ে চীন-রাশিয়া-আমেরিকার আগ্রহের জায়গা কোথায়?

৯ পৃষ্ঠার পর

একই সাথে এসব দেশে বাংলাদেশকে যেসব সুবিধা, বিশেষ করে বাণিজ্য সুবিধা দেয়া হয়, তার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী রাখা।

কোভিড ও ইউক্রেন যুদ্ধের পর যেহেতু এই অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা বাড়ছে, তাই এই দেশগুলো বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত মিল বাড়ছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের সাথে যেহেতু তাদের আদর্শগত মিল নেই তাই তারাও এই অঞ্চলে বন্ধু সংগ্রহে আগ্রহী। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এখানে মূল বিষয় হিসেবে কাজ করছে বলে মনে করেন তিনি।

"আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোকে আমরা খুব সংগঠিতভাবে ব্যবস্থা না করার সুযোগটা রাশিয়া-চীন নেয়ার চেষ্টা করছে এবং এ কারণেই আমরা বাংলাদেশকে ঘিরে এই তিন-চার কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বেশি দেখতে পাচ্ছি।"

সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

এদিকে চীন বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণে চীন ব্যাপকভাবে কাজ করছে। চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত অর্থনৈতিক।

রাশিয়ার সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটা একই রকম। বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎখাতে রাশিয়ার বড় বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়া রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কও রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এছাড়া এই দেশটি থেকে বাংলাদেশ খাদ্য শস্যও আমদানি করে থাকে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাব এনাম খান মনে করেন, বাংলাদেশ না চাইলেও ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তিনি মনে করেন, গত বেশ কিছু বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ অগ্রগামী ছিল। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কোভিড পরবর্তী সময়েও বেশ স্থিতিশীল ছিল যা একে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

"বাংলাদেশ একদিকে চীন থেকে ব্যাপক আমদানি করে এবং অন্যদিকে আবার পশ্চিমা দেশগুলোতে রপ্তানিও করে। ফলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বার্থের একটা ভারসাম্য বাংলাদেশ রক্ষা করে আসছে,চ বলেন মি. খান।

কানাডাভিত্তিক অনলাইন প্রকাশনাভিজুয়্যাল ক্যাপিটালিস্ট অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি ধরে রাখা যায় তাহলে মধ্যম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। একই সাথে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় বাজারও। যার কারণে এর প্রতি সুপার পাওয়ার দেশগুলো বিনিয়োগের আগ্রহ বেড়েছে।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের অংশ যা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। ফলে এটি অনেকটা 'স্ট্র্যাটেজিক লাইন অব কমিউনিকেশন' বা 'সাপ্লাই লাইন অব কমিউনিকেশন' হয়ে উঠেছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এই শিক্ষক। এ কারণে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব অনেক।

ভিন্ন ব্যাখ্যাও আছে

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী সৈয়দ মাহমুদ আলী মনে করেন, চীন-রাশিয়া-আমেরিকার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ আসলে গৌণ বা উপলক্ষ্য মাত্র।

তার মতে, বাংলাদেশের মেরুকরণের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতর হওয়া এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমেরিকার অবস্থান।

"স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর সারা বিশ্বে ইউনিফর্ম বা একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তাদের সেই আধিপত্য পরবর্তী ২৫ বছর পর্যন্ত চলেছে,চ বলেন মি. আলী।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তিশালী দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, এরা সবাই তখন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষের দেশ ছিল। বিপক্ষে কেউ না থাকার কারণে আমেরিকা প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিল।

মি. আলীর বিশ্লেষণ হচ্ছে, ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত হওয়া এবং দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সামরিক শক্তি বাড়ানোর মতো ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে যে যুক্তরাষ্ট্র আর একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে পারছে না। এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন-রাশিয়ার মধ্যে একধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামনে আসে।

"যেহেতু ক্ষমতার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে চলছে, তাই বলা যেতে পারে বাংলাদেশ একটি গৌণ বা পরোক্ষভাবে একটি প্রতিদ্বন্দ্বীতার কেন্দ্র বা স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে," বলেন মি. আলী।- সূত্র বিবিসি

ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে রেজুলেশন -বললেন জার্মান এমপি

৮ পৃষ্ঠার পর

মনোনিবেশ করতে হবে।

তার মতে, 'একটি বিশাল মানবাধিকার শিল্প রয়েছে যা বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা বৈদেশিক নীতির স্বার্থপ্রচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর অর্থ হচ্ছে- আপনাকে সচেতন হতে হবে যে মানবাধিকার ইস্যুগুলো সংবেদনশীল বিষয় এবং এর জন্য নিবেদিত চমৎকার এনজিওগ্রুপ রয়েছে। তবে আপনাকে এটিও সচেতন হতে হবে যে, এটি এখন সমগ্র বিশ্বে তার বৈদেশিক নীতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।'

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ইইউ এখন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পরবর্তী উচ্চপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বিষয়টিকে এতটাই স্পষ্ট মনে করি যে, শেষ পর্যন্ত এই রেজুলেশন, যার কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই, এমন কোনও হুমকি হবে না যা আমরা অতিক্রম করতে পারবো না।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা খুবই অর্থবহ ছিল। অবশ্যই, সংসদ সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি গল্প শোনার পরে ভাল ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি যে তারা সংবেদনশীল ছিল, তবে তারা পুরো চিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল না।'

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন অক্সফোর্ড ম্যাট্রিক্সের লিগ্যাল কনসালটেন্ট ড. রায়হান রশিদ। ড. রশিদ প্রস্তাবটিকে সমানভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এটিকে 'মূলত ভুল তথ্য' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এটা কীভাবে ঘটতে পারে জানতে চাইলে ড. রশিদ বলেন, 'পুরো মামলাটি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলাটি শুরু হয়।'

তিনি বলেন, 'দেশ তখন তালেবানবাদী জঙ্গি অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং হেফাজতে ইসলাম ছিল তাদের দল, যার অর্থ তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব, এটির উপর একটি ক্র্যাকডাউন ছিল, তবে এটি উন্মুক্ত ছিল এবং বিবিসিসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল সেখানে। গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে এ ধরনের ইসলামি জঙ্গিদের ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিল পুলিশি অভিযান।'

তিনি জানান, পরের দিন 'অধিকার' (বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে ৬৩ জনকে হত্যার কথা বলা হয়। হেফাজত (মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি কট্টর ডানপন্থী ইসলামী এক্টিভিস্ট গ্রুপ) এমনকি ২০ হাজার লোকের মতো বড় জনবল নিয়ে ঢাকায় এসেছিল। হেফাজতের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে অধিকার বলেছে, অভিযানের কারণে ৬৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন।

ড. রশিদ বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন মানবাধিকার কর্মী। সবাই উদ্বিগ্ন ছিল এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল এবং কয়েক দিন পরে, আমরা দেখলাম যে, যাদের নিখোঁজ বলে দাবি করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা সামনে এসেছিল। সুতরাং, বিষয়গুলোর শুরুতেই আমি এটি বুঝতে পারি। গণমাধ্যম বা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে স্কুপ আছে, কিন্তু সব সংশোধনের পরও তারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেনি।'

ইউ টুডে ড. রশিদের কাছে জানতে চায়- অধিকার কি সরকারের কাছে বিশেষ কোনো দাবি করেছে?

তিনি তখন জানান, যখন তারা এই স্কুপটি নিয়ে এসেছিল, তখন তারা তদন্তের দাবি করেছিল। কারণ একটি দেশে, এমনকি একটি ইসলামী অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের প্রচেষ্টার পরেও ৬৩ জনের নিখোঁজ হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ছিল পরিস্থিতি। আমিসহ সবাই তদন্তের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়। অধিকারের সমস্যা ছিল যে তারা তাদের গল্পটি সংশোধন করেনি যা তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ মানবাধিকার সংস্থার কাছে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছিল। আর সেসব প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে কোনো অফিস নেই, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কোনো সক্রিয় তদন্ত ব্যবস্থা নেই, তাদেরকে অধিকারের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই অধিকারের গল্প বার বার রিসাইকেল করা হয়েছে।

অধিকারকে তালেবানের সাথে যুক্ত করার কোনও প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে ড. রশিদ বলেন, 'না, অধিকারের ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো না। আমি মনে করি এটা অধিকারের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের ব্যাপারে বেশি ছিল। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী ছিলেন, কিন্তু বিএনপি শাসনামলে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলও ছিলেন। আমি জানি না তার মনে বা সংগঠনের মধ্যে কী চলছে বা কোনও রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল কিনা।'

তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ মানবাধিকার সংস্থার কাছে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছিল। আর সেসব প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে কোনো অফিস নেই, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কোনো সক্রিয় তদন্ত ব্যবস্থা নেই, তাদেরকে অধিকারের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই অধিকারের গল্প বার বার রিসাইকেল করা হয়েছে।'

মুজিবের বায়োপিক বলবে বাংলাদেশের ইতিহাস- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

আহ্বান, আপনারা এ সিনেমার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আমার পরিবার, মা-বাবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। যে ইতিহাস কখনো শোনেননি, তাও উঠে এসেছে এ সিনেমায়।'

সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে যারা জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ সিনেমার নির্মাতা, প্রযোজনা সংস্থা, অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ যারা সিনেমাটি নির্মাণে কাজ করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ভারতের খ্যাতিমান নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল। বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের চরিত্রে নুসরাত ইমরোজ তিশা, শেখ হাসিনার চরিত্রে নুসরাত ফারিয়া, তাজউদ্দীন আহমদের চরিত্রে রিয়াজ আহমেদ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, চঞ্চল চৌধুরী, সিয়াম আহমেদ, জায়েদ খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌস আহমেদ, দীঘি, রাইসুল ইসলাম আসাদ, গাজী রাকায়েত, তৌকীর আহমেদ, মিশা সওদাগরসহ দেশের শতাধিক শিল্পী।

সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন অতুল তিওয়ারি ও শামা জাইদি। এতে অ্যাকশন ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন ম্যাম কৌশল, মিউজিকে ছিলেন সান্তনু মৈত্র। চলচ্চিত্রের পোশাক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পিয়া বেনেগাল।

নির্মাতার প্রত্যাশা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এবং দর্শকদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আনকাট সেন্সর পাওয়া এ সিনেমাটি। ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার এ সিনেমা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাঙালিরা।

ছবিটি ১৩ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশের দুইশটির বেশি প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পেয়েছে।তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের অনেকে এ সময় উপস্থিত ছিলেন।ছবিটি বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রযোজক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) এবং ভারতের ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এনএফডিসি) লিমিটেড নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছে।

ছবিটি আগামী ২৭ অক্টোবর ভারতজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এ বছরের ৩১ জুলাই উভয় দেশের সেন্সর বোর্ড থেকে সেন্সরবিহীন সার্টিফিকেট দেয়া হয় চলচ্চিত্রটিকে। ছবিটির শুটিং ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ভারতের মুম্বাইতে শুরু হয়ে একই বছরের ডিসেম্বরে শেষ হয়।

গোপন নথি উদ্ধার তদন্তের অংশ হিসেবে বাইডেনের সাক্ষাৎকার নিলেন

৭ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ কৌঁসুলি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে (২০০৯-১৭ সাল) ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাইডেন। সে সময়ের বেশ কিছু গোপন সরকারি নথি (শ্রেণিবদ্ধ নথি) সম্প্রতি বাইডেনের ডেলাওয়্যারের বাড়ি ও ওয়াশিংটন ডিসির সাবেক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থেকে উদ্ধার হয়।

শ্রেণিবদ্ধ নথির অনুপযুক্ত সংরক্ষণের ঘটনা তদন্তে গত জানুয়ারি মাসে বিশেষ কৌঁসুলি হিসেবে রবার্ট হুরকে নিয়োগ দেন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড।

হোয়াইট হাউসের কৌঁসুলির কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, তাঁরা শুরু থেকেই বলে আসছেন যে হোয়াইট হাউস ও প্রেসিডেন্ট বাইডেন এ তদন্তে সহযোগিতা করছেন। তদন্তের অংশ হিসেবে বিশেষ কৌঁসুলি রবার্ট হুর যে বাইডেনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, সে বিষয়ে বিবৃতির বাইরে আর কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বাইডেন। এ নির্বাচনে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছাড়ার পর ট্রাম্পের ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো অবকাশযাপনকেন্দ্রে অনেক সরকারি গোপন নথি পাওয়া যায়। সরকারি গোপন নথিসংক্রান্ত মামলায় ট্রাম্পকে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে। রয়টার্স

অবিশ্বাস্য সহায়তা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাল ইসরায়েল

৬ পৃষ্ঠার পর

হলো ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতো। আইএসকে যেভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেভাবে হামাসকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। গত শনিবার (০৭ অক্টোবর) ইসরায়েলে হামাসের হামলার পরপর তেলআবিবের পাশে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা। ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের অংশ হিসেবেই দেশটি সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

শিরীন-আমুর ভারত সফরে কৌতূহল, যাবেন কাদেরও

৯ পৃষ্ঠার পর

হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আগামী ২৪ অক্টোবর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস যাচ্ছেন। সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তার বৈঠক হবে।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক মহল বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের নজর এখন বাংলাদেশের নির্বাচন পরিস্থিতির ওপর। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ ও তাদের মিত্ররা নির্বাচন নিয়ে সরকারকে চাপে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে এ দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসানীতি আরোপ করেছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাও আরোপের কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর দেশগুলোতে। কয়েক দিন ধরে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার গুঞ্জন-গুজবও ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং নির্বাচন ঘিরে বহুমাত্রিক তৎপরতা সামনে আরও বাড়বে বলে মনে করেন তারা।

ভারতে শিরীন-আমু, যেতে পারেন কাদের

গত ১০ অক্টোবর দিল্লি সফরে গেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী। স্পিকারের দপ্তর জানিয়েছে ১৯তম জি-২০ পার্লামেন্টারি স্পিকার সম্মেলনে (পি-২০) অংশ নিতে তিনি ভারতে গেছেন। আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্পিকার ভারতে অবস্থান করবেন। আজ ১৩ এবং আগামীকাল ১৪ অক্টোবর দ্বারকার নবনির্মিত যশভূমি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের তিন দিন আগেই স্পিকার দিল্লি পৌঁছান। ভারতে অবস্থানকালে স্পিকারের কর্মসূচির মধ্যে ১৯তম জি-২০ পার্লামেন্টোরি স্পিকার সম্মেলনে (পি-২০) অংশ নেওয়ার 'আদার এনগেজমেন্ট' লেখা রয়েছে। স্পিকারের দপ্তরের কর্মকর্তারা ওই 'আদার এনগেজমেন্ট' নিয়ে কথা বলতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, নয়াদিল্লিতে সম্মেলনের পাশাপাশি স্পিকার সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তবে কার কার সঙ্গে বৈঠক করবেন সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য ওই কর্মকর্তা দিতে পারেননি।

একই দিন ১০ অক্টোবর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুও ভারত সফরে গেছেন। আমির হোসেন আমুর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের প্রবীণ এই নেতার সঙ্গে ভারতের রাজনীতিবিদদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। যেহেতু তিনি দিল্লি সফরে গেছেন সেখানে দেশটির রাজনীতিবিদদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, কথা হবে এটাই স্বাভাবিক। অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে ভারতের সরকার ও বিজেপির কয়েক শীর্ষ নেতার সঙ্গে নয়াদিল্লিতে আমুর বৈঠক হয়েছে। ১৪ থেকে ১৬ অক্টোবরের মধ্যে যেকোনো দিন তিনি দেশে ফিরে আসবেন বলে জানায় ওই সূত্রটি।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুর দিল্লি সফর নিয়ে আলোচনার মধ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত সফরে যেতে পারেন এমন কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও দলটির নেতারা এ নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাচ্ছেন না।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ গতকাল প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, 'যেহেতু আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক পার্টির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সুতরাং তার বিষয়ে মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। তা ছাড়া তার দিল্লি সফর নিয়ে দলের মধ্যে যেহেতু এখনও কোনো আলোচনা হয়নি তাই আমি এ বিষয়ে অবগত নই।'

তবে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর অফিস সূত্রে জানা গেছে, ওবায়দুল কাদের শিগরিরই দিল্লি সফরে যাবেন। তবে কবে নাগাদ যাবেন, তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি ওই সূত্রটি।

গত জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের ভারত সফরে যাওয়ার কথা থাকলেও সেই সময় সফরটি হয়নি। পরে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আমন্ত্রণে ৬ আগস্ট দিল্লি সফরে যায় আওয়ামী লীগের ৫ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল। সেই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ছিলেন– আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কার্যনির্বাহী সদস্য মেরিনা জাহান ও সংসদ সদস্য আরমা দত্ত। সফরে সরকারি ও রাজনৈতিক বিষয়ে কয়েকটি বৈঠকের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগ সূত্র জানায়, তখন দলটির সাধারণ সম্পাদক না গেলেও এবার তিনি দিল্লি সফরে যেতে পারেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সেখানকার নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।

রাজনৈতিক মহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের নেতাদের এ ধরনের সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দলটির নেতারা জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি ঘোষণার পর কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেছেন। দলীয়ভাবেও বিভিন্ন দেশে সফর করছেন দলটির নেতারা।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী চীন সফর করে এসেছে আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে গত মে মাসের শেষদিকে চীন সফরে যায় আওয়ামী লীগের ১৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন– আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাপা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাবিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য সুফরা বেগম রুমি, গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা, পারভীন জামান কল্পনা, আনোয়ার হোসেন, শাহাবুদ্দিন ফরাজী, আজিজুস সামাদ আজাদ ডন, আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য তরুণ কান্তি দাস এবং এ কে ফাইয়াজুল হক রাজু। এর আগে চীনা রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এক নৈশভোজে অংশ নেন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সাংগঠনিক কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে এসব সফর বলে জানান আওয়ামী লীগের নেতারা।

ব্রাসেলসে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

ইউরোপীয় কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের বৈঠকে অংশ নিতে আগামী ২৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার দিনের সফরে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে যাচ্ছেন। ২৫ ও ২৬ অক্টোবর গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের বৈঠক হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা এ সময় ব্রাসেলসে উপস্থিত থাকবেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইইউভুক্ত দেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হতে পারে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের পর ব্রাসেলসে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইইউ অব্যাহতভাবে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। তাই গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের বৈঠককে কাজে লাগিয়ে ইইউভুক্ত দেশের শীর্ষ নেতাদের কাছে নির্বাচন নিয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পারেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক না পাঠানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্তরণ সামনে রেখে জিএসপি প্লাস আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ইউরোপের বাজারে অগ্রাধিকার বাজারসুবিধা (জিএসপি) ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাবে বাংলাদেশের পণ্য। এরই ধারাবাহিকতায় জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে হলে বাংলাদেশকে অনেকগুলো শর্ত মেনে চলতে হবে। এসব শর্তের অন্যতম হচ্ছে গণতন্ত্র, সুশাসন তথা সুষ্ঠু নির্বাচন। ফলে ব্রাসেলস সফরের সময় শ্রম অধিকার, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নসহ সুশাসনের বিষয়ে ইইউভুক্ত সদস্যদেশগুলোর নেতাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে নিজের অবস্থানটা আরও স্পষ্ট করতে চাইবেন। সুত্র প্রতিদনের বাংলাদেশ

আটলান্টিকের তলদেশ থেকে টাইটানের বাকি ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার

৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে ডুবোযানটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পরে ডুবোযানটির সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। এ ঘটনা সারা বিশ্বের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পাঁচ দিনের মাথায় টাইটানিকের কাছে ডুবোযানটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়ার কথা জানান উদ্ধারকারীরা। তখন টাইটানের কিছু ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারও করা হয়। এখন টাইটানের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের কথা জানানো হলো। গত মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) মার্কিন কোস্টগার্ডের কর্মকর্তারা জানান, ডুবোযানটির অতিরিক্ত অংশ গত সপ্তাহে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ধ্বংসাবশেষ যুক্তরাষ্ট্রের একটি বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উদ্ধার হওয়া টাইটানের আরোহীদের অনুমিত দেহাবশেষ চিকিৎসা কর্মকর্তারা বিশ্লেষণ করবেন। দুর্ঘটনার পর উন্মোচিত মার্কিন আদালতের নথিপত্র ইঙ্গিত দেয়, টাইটানের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত সতর্কতার বিষয়টি উপেক্ষা করেছিল ওশানগেট। দুর্ঘটনার পর কোম্পানিটি তার সব ধরনের পর্যটন অভিযান স্থগিত করে।

টাইটান দুর্ঘটনা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড বলেছে, এ দুর্ঘটনা নিয়ে ভবিষ্যতে একটি গণশুনানি হবে।

১৯১২ সালে ডুবে যায় বিখ্যাত জাহাজ টাইটানিক। উত্তর আটলান্টিকের তলদেশে ১২ হাজার ৫০০ ফুট গভীরে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।বিবিসি

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
5 HOURS
PRE
LICENSING
COURSE
OUR SERVICES
• Professional Certified Male & Lady Instructor.
• Flexible Lesson Timing
• Pickup, Drop Off from your Convenient Location
• All Types of DMV Express Services
BEGINNER'S
DMV EXPRESS
SERVICE
6 Hours
Defensive
Driving
Course
(DDC)
DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন
PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc
71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.
129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

প্রবাসীদের ফ্রি টিকিটের ফাঁদে অবৈধ পণ্যের কারবার, গ্রেপ্তার ৩

৮ পৃষ্ঠার পর

জুয়েল রানা মজুমদার (৪০) ও মাসুম আহমেদ (৩৫)।

গত বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর শান্তিনগর থেকে অপহৃত প্রবাসীর বাবাকে উদ্ধার ও জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ব্রান্ডের প্রসাধনী, অন্যান্য মূল্যবান পণ্যসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। যার মূল্য প্রায় ৬০ লাখ টাকা।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে কারওয়ান বাজার র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র‌্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন এসব কথা জানান।

র‌্যাব জানায়, প্রবাসী যারা বাংলাদেশে আসতে চাইতেন তাদের টার্গেট করা হতো। ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে উড়োজাহাজের ফ্রি টিকিটের ফাঁদে ফেলে প্রবাসীদের মাধ্যমে অবৈধভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন মূল্যবান পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসতো চক্রটি। তারা প্রবাসীদের স্বজনদের জিম্মি করে নিয়ে আসা পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতো।

খন্দকার আল মঈন বলেন, গত ৯ অক্টোবর রাতে যশোরের চৌগাছা থেকে সৈয়দ আলী মন্ডল (৬৫) নামে এক ব্যক্তি সৌদি থেকে ফেরত আসা ছেলেকে নেয়ার জন্য ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এসে নিখোঁজ হন। পরিবার সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুজি করে তাকে না পেয়ে ভুক্তভোগীর মেয়ে স্বামী রাজধানীর মিরপুর মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। এছাড়াও পরিবার র‌্যাব-৪ এ তাকে উদ্ধারের জন্য আবেদন করেন। র‌্যাব নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য গোয়েন্দা নজদারি বৃদ্ধি করে। এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব-৩ এবং র‌্যাব-৪ এর একটি যৌথ আভিযানিক দল গোয়েন্দা তথ্যে রাজধানীর শান্তিনগর এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত সৈয়দ আলী মন্ডলকে উদ্ধার করে। তিনি বলেন, ভিকটিম সৈয়দ আলীর ছেলে প্রবাসী নুরুন্নবী গত ২০ আগস্ট মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে যান। বিদেশে যাওয়ার পর সেখানে ভালো চাকরি ও সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় একপর্যায়ে দেশে ফেরত আসার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রবাসে এই চক্রের মূলহোতা আবু ইউসুফ এবং তার সহযোগীরা নুরুন্নবীর আর্থিক দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে বাংলাদেশে আসার ফ্রি টিকেট দেয়ার প্রলোভন দেখান। তাকে স্বর্ণালংকার এবং একটি লাগেজে বেশকিছু দামি কসমেটিক্স পণ্য, ইলেকট্রনিকস পণ্য, চকলেট ইত্যাদি বাংলাদেশে নিয়ে এসে দেশীয় হোতা খোরশেদ এর কাছে হস্তান্তর করার শর্ত দেয়। নুরুন্নবী তাদের দেয়া শর্তে রাজী হয় এবং ৯ অক্টোবর রাতে ঢাকায় আসবে বলে তার পরিবারকে জানায়।

কমান্ডার আল মঈন বলেন, চক্রটির অন্যতম মূলহোতা আবু ইউসুফ মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসী। দেশে ও বিদেশে এ চক্রের প্রায় ১২-১৫ জন সদস্য রয়েছেন। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবাসী গ্রুপসহ বিভিন্ন স্থানে ফ্রি টিকিটে বাংলাদেশে আসার প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করত। বিজ্ঞাপন দেখে প্রবাসী যারা ফ্রি টিকিটে দেশে আসতে চাইতো তাদেরকে চক্রের মূলহোতা আবু ইউসুফ ফ্রি টিকেট দিতো। বিনিময়ে প্রত্যেক প্রবাসীর কাছে স্বর্ণ, ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রীসহ বিভিন্ন প্রকার দামি প্রসাধনী ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্যের ২৫ থেকে ৩০ কেজির ওজনের একটি লাগেজ প্রদান করেন। প্রতিটি লাগেজে আনুমানিক ১০-১৫ লাখ টাকা মূল্যের পণ্য থাকে। তিনি জানান, গ্রেপ্তার খোরশেদ ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সৌদি প্রবাসী ছিলো। এরপর চলতি বছরের শুরুতে দেশে এসে চক্রের মূলহোতা হিসেবে দায়িত্ব নেয়। গ্রেপ্তার জুয়েল শুল্ক ফাঁকি দিয়ে দেশে আসা পণ্যগুলো নিজেদের কাছে রাখতেন। জুয়েলের গাজীপুরে সাইকেল ও রিক্সার পার্টসের ব্যবসা ছিল। বিদেশ থেকে আনা মালামাল বিক্রির জন্য ক্রেতা খুঁজে বের করার কাজও করতেন। তার বিরুদ্ধে বিমানবন্দর ও ওয়ারি থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার মাসুম জুয়েলের কসমেটিক্সের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। একটা সময়ে গাড়ি চালক ছিলেন। পাশাপাশি মাদক ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদক মামলা রয়েছে।

আমি প্রেসিডেন্ট থাকলে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ হতো না বললেন ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

তাহলে এমন ঘটত না।’

‘আমাদের দেশের দিকেই তাকিয়ে দেখুন- কত কত দেশ থেকে আমাদের দেশের লোকজন ঢুকছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা জানিও না তারা কোথা থেকে এসেছে। আজ ইসরাইলে হামলা হয়েছে, আগামীতে যে আমরাও নিরাপদ থাকব, তার নিশ্চয়তা কী?’ ‘ওই ভদ্রলোক (জো বাইডেন) ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য কিছু করেছেন? আমদের নিরাপত্তার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন? করেননি। তিনি কিছুই করেননি, কোনো পদক্ষেপ নেননি।’

নিজ বক্তব্যে ইসরাইলের প্রতি খোলাখুলিভাবে সমর্থন জানিয়ে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘হামাসের হামলা খুবই গ্লানিকর এবং নিজেদের পূর্ণ শক্তিমত্তা দিয়ে হামলা ঠেকানোর সম্পূর্ণ অধিকার ইসরাইলের আছে। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের কিছু করদাতা এসব সন্ত্রাসী হামলার খাতে অর্থায়ন করে যাচ্ছে। এই ধরনের করদাতাদের সংখ্যা বাড়ছে এবং তাদের শনাক্ত করতে বাইডেন প্রশাসন কিছুই করছে না।’সূত্র : ফক্স নিউজ

সপ্তাহ পার হতেই মারা গেলেন ১০৪ বছরে স্কাই ডাইভ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়া নারী

৬ পৃষ্ঠার পর

কনেন্ট বলেন, ‘তিনি এমন কেউ ছিলেন না যিনি বিকেলেই ঘুমিয়ে যাবেন কিংবা কোনো কাজ, ডিনার বা অন্য কোনো কিছুতে দেরিতে উপস্থিত হবেন। সবখানেই তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত।’

১৯১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডরোথি। সেই অর্থে শতবর্ষের ব্যবধানে তিনি স্প্যানিশ ফ্লু ও করোনাভাইরাসের মতো দুটি বৈশ্বিক মহামারি থেকে বেঁচে গেছেন। ২০১৮ সালে তিনি ১০০ বছরে পা রাখেন। সে বছরই ১০ হাজার ফুট ওপর থেকে স্কাই ডাইভ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু কে জানতড়বিশ্বকে দেখানোর মতো আরও চমক রয়ে গেছে তাঁর।

গত ১ অক্টোবর ১০৪ বছর বয়সে সাড়ে ১৩ হাজার ফুট ওপর থেকে দ্বিতীয়বারের মতো মাটিতে ঝাঁপ দেন ডরোথি। মাটিতে পা রেখেই বিস্মিত দর্শকদের উদ্দেশে ডরোথি বলেন, ‘বয়স একটি সংখ্যা ছাড়া কিছু নয়।’

দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাফ দিয়ে মাটিতে পা রাখার আগ পর্যন্ত প্রায় সাত মিনিট আকাশে ভেসেছিলেন ডরোথি। লাফ দেওয়ার আগে তিনি তাঁর ওয়াকার (হাঁটার জন্য ব্যবহৃত হয়) ছুড়ে ফেলে দেন। পরে সঙ্গীদের সহযোগিতায় আকাশে নিয়ে যাওয়া স্কাই ভ্যানটিতে চড়ে বসেন।

ডরোথির ইনস্ট্রাক্টর জানান, ১০০ বছর বয়সে তিনি যখন স্কাই ডাইভ করেছিলেন, সে সময় স্কাই ভ্যান থেকে তাঁকে পেছন থেকে হালকা ধাক্কা দিতে হয়েছিল। কিন্তু ১০৪ বছর বয়সে তাঁর ধাক্কার প্রয়োজন হয়নি। নিজে থেকেই ঝাঁপ দিয়েছেন। ঝাঁপ দেওয়া মুহূর্তে তাঁকে শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল।

লাফ দেওয়ার সাত মিনিট পর একটি নিখুঁত ল্যান্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে মাটিতে পা রাখামাত্রই ডরোথিকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর দিকে ছুটে যান বন্ধুরা। তাঁদের একজনের হাতে ছিল ডরোথির ওয়াকার।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ডরোথি তাঁর বন্ধুদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, ‘দারুণ। তবে এটা ওপরেই দারুণ ছিল। সবকিছু আনন্দদায়ক আর দুর্দান্ত ছিল, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না।’

স্কাই ডাইভ শিকাগো নামে একটি সংস্থার সহযোগিতায় এই কীর্তি গড়েছেন ডরোথি। তাঁর আগে ২০২২ সালে ১০৩ বছর বয়সে স্কাই ডাইভ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন লিনিয়া ইনগেগার্ড লারসন নামে এক সুইডিশ নারী।

ফিলিস্তিনের পক্ষে হার্ভার্ডের ৩৪ ছাত্রসংগঠনের বিবৃতির নিন্দায় সাবেকরা

৬ পৃষ্ঠার পর

এককভাবে ইসরায়েলি বর্ণবাদী রাষ্ট্রকেই দায়ী মনে করি।

স্বাক্ষরকারী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মুসলিম ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সমর্থক গ্রুপের পাশাপাশি হার্ভার্ড জিউস ফল লিবারেশন এবং আফ্রিকান আমেরিকান রেসিস্ট্যান্স অর্গানাইজেশনের মতো বিভিন্ন গ্রুপও রয়েছে।

গতকাল সোমবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত কয়েকজন অ্যালামনাই ছাত্রসংগঠনগুলোর ফিলিস্তিনের পক্ষে বিবৃতি দেওয়ার নিন্দা জানিয়েছেন। স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হার্ভার্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট লরেন্স সামারস, যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সরকারের ট্রেজারি সেক্রেটারি (অর্থমন্ত্রী) হার্ভার্ডের বর্তমান নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। কারণ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের বিবৃতির যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও বেশ কয়েকজন হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট।

সামারস এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন ‘হার্ভার্ডের নেতৃত্বের এই নীরবতাই...হার্ভার্ডকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থানের জায়গা নিয়ে গেছে। তাদের অবস্থানে আমি অসুস্থবোধ করছি।’

নিউইয়র্কের রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য এবং হার্ভার্ডের স্নাতক এলিস স্টেফানিক এমন বিবৃতিকে ‘ঘৃণ্য এবং জঘন্য’ বলে অভিহিত করেছেন। রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজ, হার্ভার্ড ল স্কুলের স্নাতক। তিনি এক্সএ লিখেছেন, ‘হার্ভার্ডে আসলে ঘটছেটা কী!’

ফিলিস্তিনইসরায়েল সংঘাত নিয়ে হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিন গে এবং ১৫ জন ডিনসহ সিনিয়র নেতৃত্ব গত ০৯ অক্টোবর সোমবার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, ‘এই সপ্তাহান্তে ইসরায়েলের নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামাসের হামলায় যে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে, এতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।’ তবে তাঁরা বিবৃতিতে ছাত্র সংগঠনের বিবৃতির প্রসঙ্গটি সরাসরি উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়াও এড়িয়ে গেছেন।

ধনী হওয়ার আগে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে এশিয়ার জনগণ

৬০ পৃষ্ঠার পর

সুবিধা নিতে ব্যর্থ হয় তবে সেই দেশের জন্য অপেক্ষা করে করুণ পরিণতি। ঠিক এই পরিণতিই বহন করতে যাচ্ছে এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ। দেশগুলোর মানুষ ধনী হওয়ার আগেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের এক বিশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

উদাহরণ হিসেবেই থাইল্যান্ডের কথাই ধরা যাক। ২০২১ সালে দেশটির ১৪ শতাংশ জনগণের বয়স ছিল ৬৫ বছরের বেশি। সাধারণত কোনো দেশের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ যদি ৬৫ বছরের বেশি হয় তবে সেই দেশকে বুড়ো মানুষদের দেশ হিসেবেই পরিগণিত করা হয়। সেই বিবেচনায় থাইল্যান্ডের অবস্থান জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশের মতোই।

কিন্তু জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের সঙ্গে থাইল্যান্ডের পার্থক্য হলোড়২০২১ সালে দেশটির জনসংখ্যার মাথাপিছু জিডিপি ছিল মাত্র ৭০০০ হাজার ডলার যা কোনোভাবেই উন্নত দেশের কাতারে ফেলার মতো নয়। এই অবস্থায় থাই সরকারকে পেনশন, বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হবে বেশি। ফলে দেশটিকে সামনে আরও বিপদেই পড়তে হবে। কারণ, দেশটির পক্ষে উৎপাদন বাড়ায় এমন খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে।

এই কাতারে কেবল থাইল্যান্ড নয়, এশিয়ার অনেক দেশই রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনও থাইল্যান্ডের মতোই বুড়োদের দেশে পরিণত হওয়ার পথে। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, এই দেশগুলো নিম্ন আয়ের থাকতে থাকতেই বুড়োদের দেশে পরিণত হবে। একই ধারা অনুসরণ করবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কাও। ২০২৮ সালে অর্থাৎ আর ৫ বছরের মধ্যেই বুড়োদের দেশে পরিণত হবে। অথচ এই দেশের মানুষের গড় জিডিপি থাইল্যান্ডের জিডিপির এক-তৃতীয়াংশ।

থাইল্যান্ডের প্রতিবেশী ভিয়েতনামের মানুষের গড় জিডিপি থাইল্যান্ডের অর্ধেক। এই দেশটির মানুষ থাইল্যান্ডের মানুষের চেয়েও দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে। যেখানে থ াইল্যান্ডের বুড়ো মানুষের সংখ্যা ১৪ শতাংশে পৌঁছাতে সময় লেগেছে ২০ বছর সেখানে ধারণা করা হচ্ছে, ভিয়েতনামের ১৪ শতাংশ মানুষ আরও দ্রুত সময়ের মধ্যেই বুড়ো হয়ে যাবে। অথচ, এশিয়ার উন্নত দেশ জাপানের ক্ষেত্রে এই সময় ছিল ২৪ বছর, বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের বুড়োদের দেশে পরিণত হতে সময় লেগেছিল ৭২ বছর। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, জাপান অনেক বেশি দ্রুত উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে গিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে তার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা সবচেয়ে বেশি তুলেছে।

ভারতের অবস্থাও প্রায় কাছাকাছি। ২০১৭ সালে ভারতের জনসংখ্যার ৯ দশমিক ৪ শতাংশের একটু বেশি ছিল ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশি। একই বছরে অর্থাৎ ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষ ছিল ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, যে গতিতে এই দেশ দুটি এগিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে ভারতের ১৯ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ এবং বাংলাদেশের ২২ শতাংশ মানুষ হবে বুড়ো বা ৬০ বছরের ওপরে।

ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশিসহ ৩৪ সংগঠনের বিবৃতিতে হার্ভার্ডে উত্তেজনা

৬ পৃষ্ঠার পর

সেক্রেটারি লরেন্স শুমার বিবৃতি দেওয়া সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে এখনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘হার্ভার্ড নেতৃত্বের নীরবতা হার্ভার্ডকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।’ বিষয়টিতে অসুস্থবোধ করছেন বলেও মন্তব্য করেন শুমার।

ইউক্রেনকে অপরিসীম সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়

৭ পৃষ্ঠার পর

দিতে সক্ষম।’ পেন্টাগনের এক মুখপাত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ইসরায়েল যেসব অস্ত্রের চাহিদা আমাদের কাছে দিয়েছে, আমরা সেগুলো পূরণ করতে সক্ষম। তবে ইসরায়েল কী ধরনের অস্ত্র চেয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি ওই কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তা আয়রন ডোম আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দ্রুত সময়ে ৫০টি ঝাল মরিচ খেয়ে গিনেস রেকর্ড

৬০ পৃষ্ঠার পর

সেপ্টেম্বর তিনি এ রেকর্ডটি করেছেন। একই বসায় জ্যাক আরো ৮৫টি মরিচ খেয়েছেন। এর মাধ্যমে ভেঙেছেন বেশি ঝাল মরিচ খেয়ে নিজের করা রেকর্ড। অর্থাৎ এক বসায় সব মিলিয়ে ১৩৫টি মরিচ খেয়েছেন তিনি। মেক্সিকান জালাপেনো মরিচের তুলনায় ক্যারোলিনা রিপারের ঝালের পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি।

মাইক্রো ব্লগিং প্লাটফর্ম এক্সে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জ্যাক পাখা ছেড়ে মরিচ খাচ্ছেন এবং ঝালের তীব্রতায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। মাঝে মাঝে দর্শকদের উল্লাস ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। তারা বলছিলেন, জ্যাক এগিয়ে যাও।

জ্যাক ঝাল মরিচ খাওয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, প্রথম মরিচটিই সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দেয়। দ্বিতীয়টি তত খারাপ লাগে না। কিন্তু পরেরগুলো খেতে খেতে মুখের নতুন নতুন অংশ তীব্র থেকে তীব্র গরম হয়ে ওঠে।

দুই দশক ধরে তীব্র ঝাল খাওয়ায় অভ্যস্ত জ্যাক। এ তুখোড় ঝালখোর জানান, দীর্ঘ অনুশীলন সত্ত্বেও এখনো প্রায়ই তার পেট ব্যথা করে। সূত্র : গার্ডিয়ান

পুরুষদের একাকিত্ব বাড়াচ্ছে এআই প্রেমিকা

৬০ পৃষ্ঠার পর

প্রভাব নিয়ে সম্প্রতি বিজনেস ইনসাইডারে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

ওলিন বিজনেস স্কুলের ডেটা সায়েন্সের অধ্যাপক লিবার্টি ভিত্তার্তের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, এআই প্রেমিকার সহজলভ্যতার কারণে পুরুষরা বেশি করে একাকিত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছেন।

অধ্যাপক ভিত্তার্ত তাঁর ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা কোন ধরনের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করেন। তাঁকে চমকে দিয়ে তাঁর এক ছাত্র বলেন, তাঁর এআই প্রেমিকা আছে।

ভিত্তার্ত বলেন, ‘সে এত খোলামেলাভাবে বলল যে আমি অবাক হয়ে গেছি। এআই প্রেমিকা তৈরির চল বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। তবে ইদানীং এটির প্রবণতা এত বেড়েছে যে মানুষ এখন এআই প্রেমিকা নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী।’

এমন অনেক অ্যাপ আছে যেখানে এ ভার্চুয়াল প্রেমিকারা আপনার সঙ্গে কথা বলবে, ভালোবাসবে এবং ‘নিখুঁত’ সম্পর্ক তৈরি করতে চাইবে। এমনই এক জনপ্রিয় অ্যাপ রেপ্লিকা। এর রয়েছে এক কোটির মতো ব্যবহারকারী। বৈশ্বিক মহামারির সময় এর ব্যবহার ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায়। রেপ্লিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যবহারকারীরা এআই প্রেমিকার প্রেমে পড়ার, সম্পর্কে জড়ানোর, এমনকি এআই সঙ্গীকে বিয়ে করার কথা পর্যন্ত বলেছেন।

অধ্যাপক ভিত্তার্ত বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ প্রেমিকাগুলো আপনার সব ধরনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

‘এটাকে ঠিক ভার্চুয়াল প্রেমিকা বলা যায় না। এটি এমন এক প্রেমিকা যে আপনার কাছ থেকেই আপনার পছন্দ-অপছন্দ শেখে। এই এআই প্রেমিকাদের কোনো খারাপ দিন থাকে না, তাই পুরুষদের কাছে তাঁদের সঙ্গে তৈরি সম্পর্ক নিখুঁত মনে হয়। বাস্তব প্রেমের সম্পর্কের কোনো উত্থান-পতনের মুখোমুখি তাঁদের হতে হয় না।’ অধ্যাপক বলেন, মানুষ বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে এ চ্যাটবটের সঙ্গে সম্পর্ক বেছে নিচ্ছেন। তিনি আশঙ্কা করছেন, এর কারণে অধিক পুরুষ একাই রয়ে যাবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্মহারও হ্রাস পেতে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গীহীন নারীর তুলনায় সঙ্গীহীন পুরুষের সংখ্যা বেশি উল্লেখ করে অধ্যাপক বলেন, ‘এআই প্রেমিকাগুলো তরুণ প্রজন্মের পুরুষদের মধ্যে একাকিত্বের নীরব মহামারির সৃষ্টি করেছে। আমরা পুরুষের তুলনায় নারীদের বেশি সংখ্যক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা বড় বন্ধু বলয় থাকার কথা শুনি।’

ভিত্তার্তের মতে, পুরুষদের মতো নারীরা মানসিকভাবে ‘এআই লাইফস্টাইলের’ শিকার হন না।

২০২২ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুসারে, ৬৩ শতাংশ পুরুষই সঙ্গীহীন। অথচ সঙ্গীহীন নারীদের হার ৩৪ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, নারীদের তুলনায় পুরুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা কম।

ভিত্তার্ত বলেন, ‘গত কয়েক বছরে এআই প্রেমিকার প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এরা বেশ দ্রুত উন্নতও হয়ে উঠছে। এআই প্রেমিকাদের এখন শুধু মেসেজই নয় ছবিও পাঠানো যায়। এর ফলে শারীরিক এবং আবেগের দ্রুত মিশ্রণ ঘটছে।’

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহ আকবর
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ (সঃ)
নারায়ে রেসালাত
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)
পবিত্র
ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম
তারিখ: ৩০ রবিউল আওয়াল ১৪৪৫
১৫ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার , বাদ আছর
স্থান: নবান্ন পার্টি হল, জ্যাকসন হাইট্‌স, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক
প্রধান অতিথি
মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারী
আওলাদে রাসুল (সঃ) ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর, বাংলাদেশ
আপনি / আপনারা সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
নাত
প্রতিযোগিতা @ বাদ আছর
Contact:
203-918-8005, 917-691-9721
Eid-E-Miladun-Nabi (SM)
Organizing Committee of North America, Inc.

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার নিচে ভারত

৫ পৃষ্ঠার পর

গোটা বিশ্বে যা সর্বোচ্চ। ভারতের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, যে পদ্ধতিতে এই সমীক্ষা হয়েছে তা ত্রুটিযুক্ত। ভারতের পরিস্থিতি এতো খারাপ নয়। সমীক্ষাটি অভিসন্ধিমূলক বলেও দাবি করা হয়েছে।

সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর পরিস্থিতি ভারতের চেয়ে ভালো। পাকিস্তান আছে ১০২ নম্বরে। বাংলাদেশ ৮১ নম্বরে। নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা যথাক্রমে ৬৯ এবং ৬০ নম্বরে। রিপোর্টের দাবি, ভারতে ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষের যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর খাবার জোটে না। ১৫ থেকে ২৪ বছরের নারীদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ১ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগেন। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার তিন দশমিক এক শতাংশ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, মাত্র তিন হাজার স্যাম্পেল সাইজে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। ফলে সমীক্ষাটি ত্রুটিপূর্ণ। গোটা দেশের পরিস্থিতি এখানে উঠে আসেনি। বস্তুত, কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি- ভারতে শিশু অপুষ্টির হার সাত দশমিক দুই শতাংশের নিচে। বহুদিন ধরেই এই পরিসংখ্যান আছে। ফলে নতুন রিপোর্টের বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য একমত নয় কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলো। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে, সরকারের অপারগতা স্পষ্ট হয়েছে রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় সরকার এখন সত্য ধামাচাপা দিতে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে। সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

সার্বভৌম গ্যারান্টিতে ঋণ নিয়ে অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে

৫ পৃষ্ঠার পর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৈয়দ আব্দুল মোনেম এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল।

সংলাপে পরিকল্পনামন্ত্রী মান্নান আরো বলেন, এসএমই খাত দেশের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করলেও তারা ঋণ পায় না শুধু প্রশংসা করা হয়। অনেক বড় প্রতিষ্ঠান সরকারি গ্যারান্টি নিয়ে বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর সরকারকে তা পরিশোধ করতে হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষ জানে না। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ দেশের মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। দেশে নতুন করে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সরকার তা মোকাবিলা করবে বলেও জানান পরিকল্পনামন্ত্রী। তিনি বলেন, যদি সঠিকভাবে কাজ করা যায় তাহলে রিজার্ভ সংকট কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে না।

ঢাকার অসহনীয় যানজট প্রসঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, আমরা উন্নয়ন চাই কিন্তু উন্নয়নের ব্যথা সহ্য করতে পারি না। পাশের দেশ ভারত ও থাইল্যান্ডের ট্রাফিক পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল। কিন্তু এখন নেই। আমাদের সেই সময়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই উন্নয়নের জন্য এখন যানজট হজম করতে হবে। কিছুদিন পরই এর সুবিধা পাবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংকট বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে যাচ্ছে আবারও। ইতোমধ্যে জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। দেশের অর্থনীতিতেও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এসব অনিশ্চয়তা থেকে বের হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকৃত আর্থিক খাতে অর্থায়ন করতে হবে। দেশের নিত্যপণ্যের বাজার ও সার্বিক মূল্যস্ফীতিতে নতুন করে অস্থিরতা ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

পি কে হালদারকে কি ভারত থেকে ফেরত আনা যাবে?

হারুন উর রশীদ স্বপন :অর্থ পাচারের মামলায় প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) ২২ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। তিনি গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংকের সাবেক সাবেক এমডি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো পি কে হালদার যে অর্থ পাচার করেছেন তা কি ফেরত আনা যাবে? আর পি কে হালদারকে কি বাংলাদেশের হাতে তুলে দেবে ভারত?

আদালত পি কে হালদারকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য ১০ বছর এবং পাচারের অপরাধে ১২ বছর এই মোট ২২ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে ক্যানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার এবং ৪২৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তিনি এখন ভারতের কারাগারে আছেন। গত বছরের ১৪ মে ভারতের অশোক নগরে তিনি আটক হন।

পি কে হালদারকে এক হাজার ৪৪ কোটি টাকা জরিমানা এবং তার প্রায় ৬৪ একর জমি, ১১টি গাড়ি এবং এক কোটি কোটি ৮৭ লাখ টাকা জব্দ করার নির্দেশও দিয়েছেন আদালত।

এই মামলায় তার আত্মীয়-স্বজনসহ ১৩ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ২০২০ সালের ৮ জানুয়ারি দুদক এই মামলাটি দায়ের করে। পি কে হালদার অর্থ আত্মসাৎ এবং অর্থপাচারের মোট ৫২টি মামলার আসামি বলে জানা গেছে। তার মধ্যে এই একটি মামলার রায় হলো।

পি কে হালদারের বিরুদ্ধে শুরুতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা পাচারের কথা বলা হলেও বিভিন্ন মামলার তদন্তে সেটা ১০ হাজার কোটি টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। চারটি নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি এই টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ। ক্যানাডা ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে তিনি এই অর্থ পাচার করেছেন। তিনি ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যান। তার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও তাকে আটকাতে পারেনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে দেশে এসে আত্মসমর্পণের আবেদন করেছিলেন উচ্চ আদালতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে ফেরেননি।

ক্যানাডায় অর্থপাচারের ঘটনা আদালতে প্রমাণ হলেও পি কে হালদারের পাচার করা অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ এখনো নেয়নি দুর্নীতি দমন কমিশন। দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম বলেন,চবিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স চুক্তি আছে। তবে তার সুবিধা পেতে হলে মামলা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিস্পত্তি হতে হবে। এখন পি কে হালদারের সহযোগী যারা আটক আছেন তারা আপিল করলে এবং তাদের আপিল যদি শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় তাহলে তো আমরা অর্থ ফেরত আনার কাজ শুরু করতে পরব না। চূড়ান্ত রায় হলে আমরা রায়ের কপিসহ সংশ্লিষ্ট দেশে আবেদন করব। আর অন্য মামলাগুলোতে তো এখনও বিচারিক আদালতের বিচারই শেষ হয়নি।”

দুদকের মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য মতে দুদকের হাতে এখন মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মোট ১১৭টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৮৩টি মামলার তদন্ত চলছে। ৩২টি মামলায় চার্জশিট ও দুটি মামলায় ফাইনাল রিপোর্টসহ ৩৪টি মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে। তাদের তথ্যমতে মামলাগুলোতে পাচার হওয়া অর্থ সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, হংকং, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে অর্থ পাচার করা হয়েছে। দুদক তাদের মামলায় যে পাচারের অভিযোগ করেছে তার মধ্যে অল্প অর্থই ফেরত আনতে পেরেছে। ২০২০ সালে হাইকোর্টে দাখিল করা দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, দুদক ২০০৯ সালে কাফরুল থানায় করা আরাফাত রহমান কোকোর মামলায় পাচারকৃত প্রায় ২১ কোটি টাকা ফেরত এনে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। ওই বছর ক্যান্টনমেন্ট থানায় এক মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের ২০ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার ৮৪৩ টাকা ফেরত এনেছে। ২০১৪ সালে রমনা থানার মামলায় ব্রিটেনে খন্দকার মোশাররফ হোসেনের আট লাখ আট হাজার ৫৩৮ পাউন্ড জব্দ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের গুলশান থানার এক মামলায় মোরশেদ খানের ১৬ মিলিয়ন হংকং ডলার জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের ক্যান্টনমেন্ট থানার এক মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের চার লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩ পাউন্ড জব্দ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন,চপাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আইন আছে। অর্থ ফেরত আনা কিছুটা জটিল হলেও অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। আর এটা শুধু দুদকের একার কাজ নয়, এর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরসহ

আরো অনেক সংস্থা জড়িত। এর আগে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার নজির আছে।”

তিনি বলেন, “বাংলাদেশে ২০১২ সালের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশকে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ নিয়ে আইনি সহায়তা চুক্তি আছে।”

এদিকে ভারত থেকে পি কে হালদারকে ফেরত আনা সেই দেশের মামলা শেষ হওয়ার ওপর নির্ভর করছে বলে দুদক জানিয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে। আর ইন্টারপোলের সহায়তার জন্যও পুলিশ সদর দপ্তরকে বলেছে দুদক। পিকে হালদার বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থে ভারতেও বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছেন। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন,চপি কে হালদার ভারতেও অভিযুক্ত । সেখানে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। ফলে এখানে জটিলতা আছে। তবে তার অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে এখনই প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।”

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ মনে করেন,চপি কে হালদারকে বাংলাদেশ ফেরত আনতে চায় কী না তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ তাকে এখানে ফেরত আনা হলে আরও অনেকের নাম প্রকাশ পাবে। তাই তারা তাকে ভারত থেকে ফেরত আনতে হয়তো দেবে না।”

তিনি বলেন,চপি কে হালদারকে তো বাংলাদেশের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি তো বাংলাদেশের টাকা পাচার করেছেন। তাকে ফেরত আনার আইন আছে। পারস্পরিক চুক্তি আছে। ভারতে দ্রুত আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে সদিচ্ছা থাকলে তাকে ফেরত আনা যায়।”- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে দুদক কী করছে, জানতে চেয়েছে আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে দুদক কী কার্যক্রম নিয়েছে তা জানতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।[বাংলাদেশ সফররত আইএমএফের ৪ সদস্যের একটি দল আজ বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। দুদক সূত্র জানায়, এক ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠকে আইএমএফের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা দুদকের কাছে জানতে চান যে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে দুদক কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর জবাবে দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়, যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেসব দেশের আইনি সহায়তা পেতে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বৈঠকে এর বাইরে দুদকের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্নীতি কমানোর পরামর্শ দেয় আইএমএফ।

বৈঠকে আইএমএফ দলের নেতৃত্ব দেন এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান রাহুল আনন্দ। দুদকের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির সচিব মো. মাহবুব হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন মানি লন্ডারিং ইউনিটের মহাপরিচালক মোকাম্মেলসহ ৪ জন।

বৈঠক শেষে দুদকের সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন,ওদুদকের বর্তমান কাঠামো, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিদ্যমান আইন, বিধিবিধান এবং কীভাবে দুদক কাজ করছে, সে সম্পর্কে জানতে আইএমএফের প্রতিনিধি এসেছিলেন। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, সেই বিষয়ে তারা গুরুত্ব দিয়েছেন৶

বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়ার আগে শর্ত পূরণ যাচাই করতে গত ৪ অক্টোবর দেশে আসে আইএমএফের এই প্রতিনিধিদল।

এটা যুদ্ধ নয়, ধ্বংসযজ্ঞ বললেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান

৫ পৃষ্ঠার পর

শনিবার (১৪ অক্টোবর) বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জোসেফ বলেন, গাজার মতো পরিস্তিতিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১১ লাখ মানুষ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনার মাধ্যমে কেবল মানবিক সংকট তৈরি ছাড়া কিছু নয়। তিনি বলেন, আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থানের অফিসিয়ালি প্রতিনিধিত্ব করছি। আমি বলছি, এ সময়ের মধ্যে কোনোভাবে এত বিপুল জনগণকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

এর আগে ইসরায়েলের এমন পদক্ষেপের সমালোচনা করেন নরওয়ে শরণার্থী কাউন্সিলের সেক্রেটারি জন এগল্যান্ড। তিনি বলেন, গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে জোরপূর্বক ১১ লাখ ফিলিস্তিনিকে সরে যাওয়ার নির্দেশ যুদ্ধাপরাধ।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনানুসারে জোরপূর্বক কোনো জনগণকে স্থানান্তর করা যুদ্ধাপরাধের শামিল। ইসরায়েল এমন আলেটিমেটাম দিলেও তারা কখন নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে তাও জানানো হয়নি। ইসরায়েলের এমন আদেশকে তিনি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলেনও মন্তব্য করেন।খবর আলজাজিরার।

গাজায় প্রায় সাড়ে ৪ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু বলেছে জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার (৭ অক্টোবর) ইসরাইলে হামাসের হামলার পর থেকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে আসছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। ভয়াবহ বোমাবর্ষণে গাজা এখন ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। ফলে সেখানে প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। এমন তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের বরাত দিয়ে আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে। বিশ্ব সংস্থাটি বলছে, ইসরাইলি বোমা হামলায় চার লাখ ২৩ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তারা ইসরাইলি সামরিক হামলার কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির শুক্রবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয়ের কার্যালয় (ইউএনওসিএইচএ) জানিয়েছে, গাজায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা গত বৃহস্পতিবারের চেয়ে ৮৪ হাজার ৪৪৪ জন বেড়েছে। এখন গাজায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা চার লাখ ২৩ হাজার ৩৭৮ জন।

ইউএনওসিএইচএ গাজা ও অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি মানুষের জন্য সাহায্য চেয়েছে। মানুষের ‘জরুরি প্রয়োজন’ মিটাতে ২ হাজার ৯৪০ লাখ ডলারের সাহায্য আবেদন করেছে তারা।

ইউএনওসিএইচএ জোর দিয়ে বলেছে, আরও ১২ লাখ মানুষকে সাহায্য করার

জন্য অনুদান প্রয়োজন। তারা বলেছে, সাহায্য সংস্থাগুলোর অরক্ষিত ফিলিস্তিনিদের চাহিদা পূরণের পর্যাপ্ত সম্পদ নেই।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, গাজার ৫০ হাজার অন্তঃসত্ত্বা নারী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও সুপেয় পানি পাচ্ছে না।

গত শনিবার থেকে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত আজ সপ্তম দিনে গড়িয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের হামলার পর গাজা উপত্যকা অবরুদ্ধ করে সেখানে টানা বোমাবর্ষণ করছে ইসরাইলি বাহিনী।

ইসরাইলে হামাসের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৩০০ জন হয়েছে। অপরদিকে গাজায় ইসরাইলি বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

গাজায় নিখোঁজ ইসরায়েলিদের মরদেহ উদ্ধার

পরিচয় ডেস্ক: আলটিমেটামের পর গাজায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ফোর্স (আইডিএফ)। এরই মধ্যে ফিলিস্তিনিদের হাতে আটক ইসরায়েলের বন্দিদের মরদেহ উদ্ধারের দাবি করেছ আইডিএফ। ইসরায়েলের সংবাদামধ্যমের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে গাজায় স্থলপথে অভিজান শুরু করেছে। এরই মধ্যে কয়েকজন ইসরায়েলি বন্দির মরদেহ উদ্ধার করেছে তারা। এসব বন্দিকে ইসরায়েলে অভিযান চালিয়ে আটক করেছিল হামাস।

ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম হারেতজ ও জেরুসালেম পোস্ট জানিয়েছে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ফোর্স বেশ কয়েকজন বন্দির মরদেহ উদ্ধার করেছে। উদ্ধারের পর তাদের ইসরায়েলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকজন নিখোঁজ বন্দির মালামালের খোঁজ মিলেছে।

জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, পদাতিক ও সাজোয়া যানের মাধ্যমে হামাসের সেলগুলোতে অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল। এ সময় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইসরায়েলের বন্দিদের মরদেহ স্তূপকৃত একটি কন্টেইনারের খোঁজ মিলেছে। এসব কন্টেইনারে মরদেহের পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের মালামালও পাওয়া গেছে।

এর আগে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ফোর্স (আইডিএফ) জানায়, তারা গাজায় সন্ত্রাসী সেল ও স্থাপনার হুমকি দূর করতে অভিযান শুরু করেছে। এ এলাকায় আটক জিম্মিদের উদ্ধারে নানা প্রমাণও সংগ্রহ শুরু করেছে তারা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ভিডিও পোস্ট ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। তারা বলছে, ইসরায়েলের ফোর্স হামাসকে লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারা ফিলিস্তিনের হামলার জবাবে তাৎক্ষণিক ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে।

ইসরায়েলের বিমানবাহিনী জানিয়েছে, আইডিএফ গাজা উপত্যকাকে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করতে অভিযান শুরু করেছে। তারা ফিলিস্তিনিদের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে।

এক কুমড়া ফলিয়ে পেলেন ৩০ হাজার ডলার

৬০ পৃষ্ঠার পর

ডলারের পুরস্কার। সেই সঙ্গে সবচেয়ে ভারী কুমড়ার স্বীকৃতিও পেয়েছে ট্রাভিসের এ ফসল।

পেশায় উদ্যানতত্ত্বের শিক্ষক ট্রাভিস। বাড়ি যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায়। সেখানেই বিশাল এ কুমড়া ফলিয়েছেন তিনি। এর নাম দিয়েছেন 'মাইকেল জর্ডান'। বিশ্বসেরা বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডানের নামে এটির নামকরণ করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়ায় 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন পামকিন ওয়েট-অফ' প্রতিযোগিতায় বিশাল কুমড়াটি এনেছিলেন ট্রাভিস। বার্ষিক এ আয়োজনে বিশাল আকারের ফসলের প্রদর্শন করা হয়।

এ আয়োজনে ৩০ হাজার ডলার পুরস্কার পেয়েছেন ট্রাভিস। এরপর ট্রাভিস জানান, প্রতিবছর এ আয়োজনে অংশ নেন তিনি। বিশাল কুমড়া ফলিয়ে এর আগেও একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছেন।

তবে এবারের কুমড়াটি আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ওজন হয়েছে ২ হাজার ৭৪৯ পাউন্ড। এর আগে সবচেয়ে ভারী কুমড়াটির ওজন ছিল ৪৭ পাউন্ড।

ট্রাভিস জানান, গত ১০ এপ্রিল কুমড়ার চারা লাগান তিনি। এরপর কুমড়া হয়। ধীরে ধীরে সেটিকে বড় করেন তিনি। প্রতিদিন গাছের গোড়ায় ১২ বার পানি দিতেন ট্রাভিস। বাড়তি যত্ন নিতেন। এ কারণে তাঁর বাগানে কুমড়াটি এত বড় হয়েছে।

৪৩ বছর বয়সের ট্রাভিস জানান, কুমড়াটি বড় করতে তিনি প্রায় ১৫ হাজার ডলার খরচ করেছেন। হতাশ হতে হয়নি তাঁকে। সবচেয়ে ভারী কুমড়ার স্বীকৃতির পাশাপাশি তাঁকে ৩০ হাজার ডলারের পুরস্কার এনে দিয়েছে 'মাইকেল জর্ডান'।

কিশোর বয়সে কুমড়া আবাদ শুরু করেছিলেন ট্রাভিস। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিশালাকারের কুমড়া ফলানোর জন্য বিশেষ খ্যাতি কুড়িয়েছেন তিনি। পেয়েছেন স্বীকৃতি-পুরস্কার। তবে ট্রাভিসের ভাষ্য, মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে বিশাল এ কুমড়া ফলিয়েছেন তিনি।বিবিসি

হতে চেয়েছিলেন ডিটেকটিভ, পেলেন অর্থনীতিতে নোবেল!

৬০ পৃষ্ঠার পর

তাঁর বদলে প্রাপ্ত বেতন বা মজুরি নিয়ে গবেষণা করেছেন ক্লডিয়া গোল্ডিন।

প্রথমবার নোবেল পুরস্কার জয়ের পর ক্লডিয়ার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

একটা ফোনে প্রথম নিজের নোবেল প্রাইজ জেতার বিষয়ে জানতে পারেন ক্লডিয়া। প্রথমেই স্বামীর সঙ্গে এই সুসংবাদ শেয়ার করেন তিনি। তিনি নিজে জানিয়েছেন, এই প্রাইজ জেতা তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের ও এটি একেবারে অমূল্য। এই পুরস্কার জয়ের পর তিনি নিজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

ক্লডিয়া গোল্ডিন বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ১৯৮৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত ঘইউজ -এর আমেরিকান ইকোনমিক প্রোগ্রামের ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর ছিলেন।

ক্লডিয়া সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন,তিনি আসলে একজন ডিটেকটিভ হতে চেয়েছিলেন। সব জিনিসের কারণ এবং তথ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতেন তিনি। ২০ বছর আগে তিনি একটি লেখা লিখেছিলেন যার বিষয় ছিল 'ইকোনমিকস ডিটেকটিভ'। সেই সময় থেকে আজ অবধি, তিনি সত্য অনুসন্ধান করে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর গবেষণার কাজ করে গিয়েছেন। ক্লডিয়া জানিয়েছেন, একজন গোয়েন্দা হওয়ার পিছনে তাঁর ধারণা হল নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে ও সেই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। এখনও সেই কাজই করে চলেছেন বলে জানান তিনি।

ক্লডিয়া গোল্ডিন হলেন দুই মহিলার পর তৃতীয় কোনও মহিলা যিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার জিতলেন। এর আগে মোট ৯২ জন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ২ মহিলা এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ইকোনমিক সায়েন্সেস অ্যাওয়ার্ড কমিটির প্রেসিডেন্ট জ্যাকব সভেনসন বলেন, "শ্রমবাজারে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারাটা সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্লডিয়া গোল্ডিনের গবেষণা থেকে আমরা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারি। আশা করা হচ্ছে, এরফলে নারীরা আজ যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তা ভবিষ্যতে দূর করতে পারব।" অন্যদিকে, চলতি বছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নরওয়ের জন ফস। রসায়নে নোবেল পেয়েছেন মৌঙ্গি জি. বাওেন্দি, লুইস ই ব্রুস ও অ্যালেক্সি আই. একিমভ। পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি, ফেরেঙ্ক ক্রাউস ও অ্যান ল'হুইলিয়ার। অন্যদিকে, চিকিৎসাবিদ্যা ও ফিজিওলজিতে নোবেল পেয়েছেন ক্যাটালিন কারিকো ও ড্রু উইসম্যান।

কাশ্মীরকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক! ৭ বছরের জেল হতে পারে অরুন্ধতী রায়ের

৬০ পৃষ্ঠার পর

সাক্সেনা। কেবল অরুন্ধতীই নয়, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ শওকত হোসেনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। এই মামলার আর এক অভিযুক্ত সইদ আবদুল রহমান গিলানি অবশ্য আগেই প্রয়াত হয়েছেন। ২০১০ সালে দিল্লিতে এক জনসভায় উসকানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

'গড অফ দ্য স্মল থিংস' উপন্যাস লিখে ১৯৯৭ সালে বুকার পুরস্কার পেয়েছিলেন অরুন্ধতী রায় (অংহফযধঃর জড়ু)। 'আজাদি: দ্য অনলি ওয়ে' নামের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি কাশ্মীরকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছিলেন বলেই অভিযোগ। একই অভিযোগ অন্য অভিযুক্ত সাক্সেনার বিরুদ্ধেও রয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ, ১৫৩বি ও ৫০৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ইউপিএ'র (টঅচঅ) ১৩ নম্বর ধারাতেও তাঁদের অভিযুক্ত করার আবেদন করেছে দিল্লি পুলিশ। তবে আপাতত আইপিসির তিনটে ধারাতেই মামলা শুরুর অনুমতি দিয়েছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল। যদি সেই ধারাতেও মামলা শুরু হয় তাহলে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে অরুন্ধতীর সর্বোচ্চ ৭ বছরের সাজা হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্পদ ৪ ট্রিলিয়ন ডলার

৫ পৃষ্ঠার পর

অবদান মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (এমইএনএ) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবদান ২৪ শতাংশ। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকা মিলিয়ে রয়েছে বাকি অংশ। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অনেকটাই বিচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এশিয়া ও আফ্রিকার মতো অঞ্চলগুলোয় প্রবৃদ্ধির গতি উচ্চ থাকলেও প্রতিযোগিতা তুলনামূলক কম। সেখানে স্থানীয়দের আধিপত্য বেশি। বিদেশী বিনিয়োগকারী কম। অন্যদিকে, জিসিসিভুক্ত অঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকিং অনেক বেশি প্রতিযোগিতা পূর্ণ। ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীর সংখ্যাও প্রচুর।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অধীনে মোট সম্পদের ৭০ শতাংশই রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে। সেখানকার ১৯ শতাংশ রয়েছে সুকুক। বাকি ৫ শতাংশ ইসলামী তহবিল, ৪ শতাংশ আইএফআই ও ২ শতাংশ তাকাফুল।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির অধিগ্রহণ শিল্পটির সম্প্রসারণকে আরো দ্রুত ত্বরান্বিত করেছে। তৈরি করেছে সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও সরকারি সুবিধার সুযোগ। ২০২১ সালের গ্লোবাল ইসলামিক ফিনটেক প্রতিবেদন অনুসারে, মালয়েশিয়া তালিকায় শীর্ষে। ৬৪টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি।

এর আগে গত বছর রেফিনিটিভের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ২০২৬ সালের মধ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ৫ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। বিশেষ করে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য গতিতে বাড়ছে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা। আল হুদা সেন্টার অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ইকোনমিকসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, 'ইসলামী ব্যাংকিং একটি টেকসই ও বৈধ আর্থিক লেনদেন। এটি যেকোনো বিশ্বাসের মানুষের জন্য উপকারী হয়ে উঠতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জসীম ভুইয়ার কন্যার আকদ সম্পন্ন

পরিচয় রিপোর্ট: কম্যুনিটির পরিচিতমুখ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভুইয়ার কন্যা সাবিহা ভুইয়া ও কম্যুনিটির অপর পরিচিত মুখ মিয়া পারভেজ এর একমাত্র পুত্র শিবলী মিয়ার বিয়ের আকদ অনুষ্ঠান গত ৮ অক্টোবর রবিবার নিউ জার্সীর অক্সফোর্ড শহরের জ্যাকস বার্ণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত আকদ অনুষ্ঠানে উভয় পরিবার সংশ্লিষ্ট ৭০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ৫ অক্টোবর উডসাইডের গুলশান টেরেসে সাবিহা ভুইয়ার গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

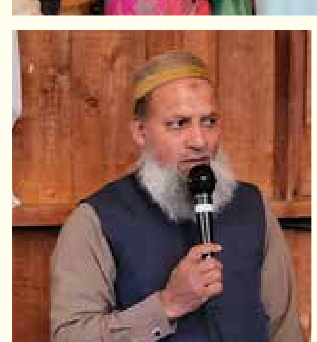

PRESENTED BY
LOVESHARE BD
লাভ শেয়ার বিডি
proceeds benefit
Children's National
American Cancer Society
CHARITY EVENT
FOR
The Children's National Hospital &
American Cancer Society
Do you believe in making a difference?
LoveShareBD/US proudly presents a special fundraising event dedicated to those who need our support the most.
LET'S COME AND SPREAD THE LOVE
I AM BECAUSE WE ARE !!
About Our Charity Event
Every donation and every voice brings us one step closer to making a profound impact in the lives of many. Together, let's make a difference and give hope to countless children and families affected by illness. Every penny raised will go directly to these noble causes.
21st October, 2023
07:00 PM - 11 PM
Our Mission
Inspiring stories from survivors and their families
Live Entertainment & more
Together, we can create miracles. Your presence can change lives
JOIN US
Visit Our Website
lovesharebdus.org
MORE INFO 703-798-9108 703-798-2168 571-502-3893
Venue : Springfield Holiday Inn
6401 Brandon Ave ,
Springfield , VA 22150
Love Share BD/US is on IRS Approved 501 (c) (3) organization . All donations are tax deductible

মানুষ তাঁর হাসির সমান সুন্দর: নিউইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলনে জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ

পরিচয় ডেস্ক: মানুষ তাঁর হাসির সমান সুন্দর, স্বপ্নের সমান বড়ো আর তার কাজের সমান সফল। গত ৭ অক্টোবর, শনিবার নিউ ইয়র্কের মেরি লুইস একাডেমি, জ্যামাইকায় ষষ্ঠ হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন বিশ্বখ্যাত জাদুশিল্পী শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা জুয়েল আইচ। রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় এবং শোটাইম মিউজিকের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, বিখ্যাত মানুষ দেখলেই সেলফোনে ছবি তোলার পরিবর্তে উল্লিখিত তিনটি অনুশীলন দ্বারা বরং নিজেই বিখ্যাত হওয়ার দিকে আমাদের সবাইকে মনোনিবেশ করতে হবে।

৭ অক্টোবর, শনিবার সকাল এগারোটায় উদ্বোধনের কথা থাকলেও তুমুল বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে বিকেল তিনটে থেকে শুরু হয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত একটানা চলে হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠান। দিন যত হাব্রতে থাকে ততই সম্মেলন জুড়ে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হিমুদের আনাগোনা শুরু হয় সম্মেলন প্রাঙ্গন জুড়ে। সম্মেলনের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, পূরবী বসু, বেলাল বেগ, জুয়েল আইচ, লুৎফর রহমান রিটন, জিনাত নবী, ফরহাদ হোসেন ও মাজহারুল ইসলাম সহ অতিথিরা দিনভর সম্মেলনে উপস্থিত ও নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সদ্য প্রয়াত কবি আসাদ চৌধুরী স্মরণে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

হলুদ হিমুদের পাশে মেয়েরাও হলুদ শাড়ি পরে সম্মেলনে অংশ নিয়ে সম্মেলনের পুরো হিমুময় করে তোলে। এমনকী ছোট ছোট শিশু শোররাও হলুদ পোশাকে সেজেগুজে মুলমঞ্চে চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ফারজিন রাকিবা, ডা. আইনুন নাহার রলি চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা দেখভাল করেন। নেলী ইসলাম, ছন্দা সুলতান ও শাহীন দিলওয়ারের সঞ্চালনায় স্বরচিত কবিতা ও ছড়ার আসর বসে। এবিএম সালেহ উদ্দিন পরিচালনা করেন বই পরিচিতির আসর। লেখক হুমায়ুন আহমেদ: আমার ভালো লাগা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাকসুদা আহমেদ। সহযোগিতায় ছিলেন নেলী ইসলাম। বেনজির সিকদার রচিত পুঁথি পাঠ করেন মৃদুল আহমেদ।

রাইটার্স ক্লাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব খালেদ সরফুদ্দিন। হুমায়ুন সাহিত্যের সৌরভ শীর্ষক আলচনায় অংশ নেন কৌশিক আহমেদ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও ড. নুরুন নবী। সঞ্চালনা করেন মনজুর কাদের। শিশু কিশোদের অংশগ্রহণে 'আমাদের প্রজন্ম আমাদের অহঙ্কার' সঞ্চালনা করেন আবু সাইদ রতন। হুমায়ূন আহমেদের শিশুতোষ গল্প পাঠ 'গল্পে গল্পে হুমায়ুন' পর্বে গল্পদিদিমনি সাবিনা নিরু শিশুদের সাথে গল্পের আসর জমান। শিশুদের মাঝে পুরস্কারবিতরন করেন লুৎফর রহমান রিটন, জুয়েল আইচ, কৌশিক আহমেদ, ড. নুরুন নবী ও পূরবী বসু।

আবৃত্তির অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জি এইচ আরজু। "গীতিকার হুমায়ুন আহমেদ' বিষয়ে আলোচনা করেন বেলাল বেগ। সঞ্চালনা করেন শাহ ফিরোজ। মুমু আনসারী ও নাহরীন ইসলামের যুগল কণ্ঠ 'জাগো বাহে কুনঠে সবাইকে চমৎকৃত করেছে। ফরিদা ইয়াসমিন ও শামীম আরা বেগমের তত্বাবধানে ও মার্জিয়া স্মৃতির কোরিওগ্রাফিতে বাফার ক্ষুদে শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা প্রশংসা কুড়িয়েছে।

'হুমায়ুন ঘনিষ্ঠদের স্মৃতিচারন' অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাজহারুল ইসলাম। অংশ নেন পুরবী বসু, লুৎফর রহমান রিটন, ফরহাদ হোসেন ও জুয়েল আইচ। এই পর্বে জুয়েল আইচের চমৎকার কথা ও যাদূতে দর্শকবৃন্দ বিমোহিত হন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন চিত্রা রোজারিও, লিয়ানা মানহা, বাঁধন, তাসকিনুল হক। কৃষ্ণা তিথি, সেলিম চৌধুরী ও এস আই টুটুল। যুগলবন্দি করেন শান্তনু সাজ্জাদ ও ডা. আইনুন নাহার রলি। মেলায় নালন্দা, রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র, সময় প্রকাশন, অন্য প্রকাশ, পঞ্চায়েত, ছড়াটে সহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্হা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ গ্রহণ করে।

আগামী বছর তিনদিনব্যাপি হুমায়ুন সম্মেলন আয়োজ এবং বাংলাদেশ থেকে আরো প্রকাশদের অংশগ্রহণের অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে ষষ্ঠ হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। - শিব্বীর আহমেদ প্রেরিত

'আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেট' এর বছরপুর্তিতে ব্যাপক মুল্যছাড়

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর ১৪ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ডের এলমন্টে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশি-আমেরিকান মালিকানাধীন আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেট। প্রতিষ্ঠার এক বছর পেরিয়ে আসার এই সময়ে ক্রেতা সাধারণের জন্যে ব্যাপক মুল্যছাড় দিয়েছে অত্র এলাকায় জনপ্রিয় 'আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেট'। পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে সুলভ মুল্য এবং সুপরিসর গাড়ি পাকিং সুবিধার কারণে প্রতিষ্ঠার এক বছরে বিপুল সংখ্যক ক্রেতার কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে 'আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেট'। গ্রোসারী ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর চৌধুরী, কেশব কুমার সরকার বিদ্যুত ও ফখরুল চৌধুরী রুহেল প্রতিষ্ঠানটির ৪ সত্তাধিকারী।

অন্যতম সত্তাধিকারী কামরুজ্জামান কামরুল বলেন, আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেটে কেনাকাটার বিশেষ সুবিধা হলো সুপরিসর

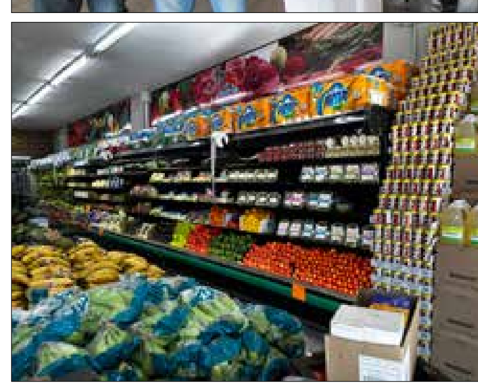

পার্কিং লট। এছাড়া এক ছাদের নিচে পাওয়া যাচ্ছে হালাল মাংস, মাছ ও সবজিসহ সব ধরনের গৃহস্থালির পণ্য।

আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেটের অন্যতম অংশীদার কামরুজ্জামান কামরুল আরো জানান, বছর পুতি উপলক্ষে প্রায় প্রতিটি পণ্যে অভাবনীয় ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। ১৪ অক্টোবর শনিবার থেকে ২৭ অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত ছাড় বলবৎ থাকবে।

উল্লেখ্য,লং আইল্যান্ডের এলমন্ট সিটির ব্যস্ততম ২৪১-১১ লিন্ডেন বুলেভার্ডে অবস্থিত আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপারমার্কেট। প্রতিদিন ভোর ছয়টা থেকে মধ্যরাত (১২টা) পর্যন্ত খোলা থাকছে সুপারমার্কেটটি।

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম, ইউএসএর উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে গত সোমবার (০৯ অক্টোবের) দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে জিয়াউল হক মিশন ও মাজহারুল হক মিরনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু এবং মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন।

অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহ্বায়ক মাওলানা ওলিউল্লাহ আতিকুর রহমান এবং

সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সদস্য সচিব বদিউল আলম, উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরি, স্টেট বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহিন, সৈয়দ এম রেজা, আনোয়ারুল ইসলাম, মো: শাহ আলম, মোশাররফ হোসেন সবুজ, ফারুক হোসেন মজুমদার, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম এ বাতিন, নিউইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন নাসির, অ্যাডভোকেট রেজবুল কবির, আলমগীর মৃধা, রিপন মিয়া, উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এমরান শাহরন, শহিদুল ইসলাম শিকদার, জাফর তালুকদার, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেত্রী নীরা রাব্বানী,যুবদল নেতা আবুল কাশেমসহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতৃবৃন্দ। মিলাদ মাহফিলে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব মওলানা আবু জাফর বেগ।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের রোগ মুক্তি কামনা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক, সিলেটের সাবেক ছাত্রনেতা শরিফুল খালিশদার পেটের নানা সমস্যায় ভুগছেন। গত ৩ অক্টোবর তিনি নিউইয়র্কস্থ লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজে) হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তার আশু রোগ মুক্তি কামনায় সকলের নিকট দোয়া চাওয়া হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাইফুর খান হারুন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গত সপ্তাহে পৃথক পৃথকভাবে হাসপাতালে গিয়ে বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের খোঁজ খবর নেন এবং আশু রোগমুক্তি কামনা করেন। নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, ব্রঙ্কস (পূর্ব) ব্যুরো বিএনপি'র আহবায়ক লিয়াকত আলী ও সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ সোলেমান, নিউইয়র্ক (পশ্চিম) ব্যুরো বিএনপির আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া ও সদস্য সচিব দুলাল রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের রোগ মুক্তি কামনায় কমিউনিটির সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

মৌলভীবাজার ড্রিস্টিক সোসাইটি'র সাধারণ সভা ১৫ অক্টোবর, রবিবার

পরিচয় ডেস্ক: মৌলভীবাজার ড্রিস্টিক সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর সাধারণ সভা আগামী ১৫ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটির যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয় হয়েছে। এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টে ঐদিন বেলা দেড়টায় সাধারণ সভা শুরু হবে। গত ২ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্স টেস্ট অব লাহোর রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তজমুল হোসেন এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: জাবেদ উদ্দিন। সভায় বার্ষিক বনভোজন-২০২৩ এর হিসাব উপস্থাপন এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। প্রস্তাবগুলো আগামী ১৫ অক্টোবর রোববার সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও সংগঠনের গঠনতন্ত্র, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সাধারণ সভায় তাদের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন।

গঠনতন্ত্র, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন উপ কমিটির আহবায়ক- সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ) এবং সদস্য যথাক্রমে মিছবা মজিদ, সৈয়দ রুহুল আলী, সৈয়দ ফাহমি ও জাহাঙ্গীর আলম।

সভায় সংগঠনের সদস্য পদ নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ করণ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমান কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ আরো ছয় মাস বর্ধিত করার প্রস্তাব উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভা সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

যৌথসভায় উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য আব্দুল মছব্বির, আব্দুল গফুর, মো: আলতাফ হোসেন, সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ), এজাজ আহমদ, সালেহ আহমদ চৌধুরী, মিছবা মজিদ, মো: আব্দুল হাকিম সোলেমান, তজমুল হোসেন, সৈয়দ রুহুল, সৈয়দ আবুল কাসেম, মো: জাবেদ উদ্দিন, নিখিল দেবনাথ, সৈয়দ ফাহমি, শাহীন হাসনাত, মো: শামীম আহমেদ, আমিনুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, শাহীন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য সংগঠনের সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো: জাবেদ উদ্দিন অনুরোধ জানিয়েছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর ব্যাংক থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের অপচেষ্টা ব্যর্থ

৬০ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে একটি চক্র কর্তৃক জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক তাদের আক্রান্ত ব্যাঙ্ক একাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। জালিয়াতির ঘটনাটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের তদন্তনাধীন রয়েছে বলেও জানা গেছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন এই জালিয়াতির ঘটনায় নিউ ইয়র্ক সিটির ১১০ প্রিসিঙ্কটে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যেহেতু লক্ষাধিক ডলারের জালিয়াতির অভিযোগ, সেকারণে পুলিশের পাশাপাশি ফেডারেল তদন্ত সংস্থা এফবিআইও এ ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে, চেক জালিয়াতির সঙ্গে হয়তো একজন বাংলাদেশি জড়িত থাকতে পারে, যে অর্থ উত্তোলনের জন্য নিজেই সশরীরে ব্যাংকে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্ক পুলিশ চেক থেকে তার আঙুলের ছাপও সংগ্রহ করেছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন জানান, সোসাইটির কর্মকর্তাদের প্রায় ১২ ঘন্টাব্যাপী ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সোসাইটি, নিই ইয়র্ক এর ফিউনেরাল ব্যাংক একাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে লোপাট করা অর্থ পুরোপুরি ফেরত পাওয়া গেছে। তবে অস্বস্তির বিষয় হলো- প্রথম ৫ হাজার ডলারের চেক জালিয়াতির পর তাৎক্ষণিক ব্যাংকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরো দুটি চেকে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার কীভাবে ব্যাঙ্ক থেকে ক্লিয়ার করা হয়েছিল তা বোধগম্য নয়।

ঘটনার বিস্তারিত জানাতে গিয়ে নওশেদ হোসেন কলেন,গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে টিডি ব্যাংক ডিটমার্স বুলেভার্ড শাখা থেকে আমার কাছে একটি ফোন আসে। ব্যাংকের একজন নারী কর্মকর্তা জানান যে, জনৈক মামুন আবু ৫ হাজার ডলারের একটি চেক জমা দিয়েছেন। চেক নম্বর ২৯০৩। চেক ইস্যুর তারিখ লেখা ১৯ সেপ্টেম্বর। চেকের মেমোতে উল্লেখ করা হয়েছে, ৭৩ স্ট্রিটে স্টেজ প্রোগ্রামের জন্য। নারী কর্মকর্তার কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেকটি পরিশোধ না করার অনুরোধ জানান। এমনকী ব্যাংকে আগত বাহককে পুলিশে দেওয়ার অনুরোধ জানান। ওইদিন চেকটি পরিশোধ করা হয়নি।

তিনি জানান, পরদিন ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও আমি ব্যাংকে গিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে হিসাবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। এরপর সতর্কতা অবলম্বন করতে অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট যাচাই করছিলাম। কিন্তু এদিন বিকালে হঠাৎ আমি দেখতে পাই, ব্যাংক হিসাব থেকে ১৪ হাজার ডলার তুলে নেয়া হয়েছে। ব্যাংকের হিসাবে জনৈক রফিক উল্লাহর নামে ১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের একটি চেক জমা করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক ১৪ হাজার ডলার অনুমোদনও দিয়ে দিয়েছে। বাকী অর্থ হয়তো পরে দেয়া হতো।

নওশেদ জানান, তিনি তৎক্ষণাৎ টিডি ব্যাংকের কল সেন্টারে ফোন করে এ ব্যাপারে আপত্তি জানান। প্রায় ৪০ মিনিট কথা বলার পর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ১৪ হাজার ডলার অ্যাকাউন্টে ফেরত দেয়া হয়। এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা ১০ মিনিটে একই অ্যাকাউন্টে সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার নামে ২০ হাজার ডলার অয়্যার ট্রান্সফার করা হয়। এ বিষয়টিও কর্মকর্তাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। নিরূপায় হয়ে ব্যাংকে গিয়ে অভিযোগ জানানো হয়।

ব্যাংক থেকে তাদের জানানো হয়- সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার নামে টিডি ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টে সভাপতি নিজে অয়্যার ট্রান্সফার করে ২০ হাজার ডলার নিয়েছেন। অথচ সভাপতি জানিয়েছেন, টিডি ব্যাংকে তার কোনো অ্যাকাউন্টই নেই। কিছুদিন আগে সভাপতির সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর হ্যাক হয়েছে। এমনকী তার ফোন নম্বরও ক্লোন হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে- কেউ তার নামে অ্যাকাউন্ট করে এই অপকর্মটি করেছে।

কোষাধ্যক্ষ নওশাদ আরো জানান, বাংলাদেশ সোসাইটির যে অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টের কোনো চেক বইই নেই। জালিয়াত চক্র নিজেরাই চেক বই ছাপিয়ে নিয়েছে। এমনকী ওই অ্যাকাউন্ট থেকে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ লেনদেন পরিচালিত হয়। বাইরের কারো অ্যাকাউন্টের তথ্য জানার কথা নয়।

সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী জানান, এই ঘটনা বেশ উদ্বেগের, আমরা আতংকিত। অপরাধী যেই হোক তাদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি চাই আমরা।

প্রথমবার নিউ ইয়র্কে লাইভ কনসার্টে দর্শক মাতালেন ন্যান্সি

৬০ পৃষ্ঠার পর

নিজের জনপ্রিয় সব গান পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন তিনি। গত রবিবার (৮ অক্টোবর) কুইন্সের ওয়েক্সফোর্ড টেরাস্থ দ্যা ম্যারি লুইস একাডেমিতে 'ন্যান্সি লাইভ ইন কনসার্ট' শীর্ষক এ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শোটাইম মিউজিক এ কনসার্টের আয়োজন করে।রাত পৌনে ৯টা থেকে পৌনে ১১টা অবধি একের পর এক সংগীত পরিবেশন করেন তিনি।

বাংলা গানের দুই জনপ্রিয় শিল্পী বেবি নাজনীন ও রিজিয়া পারভীন দর্শক সারিতে বসে উৎসাহ দিচ্ছিলেন ন্যান্সিকে। এক পর্যায়ে উভয়েই মঞ্চে গিয়ে বুকে জড়িয়ে তাকে আর্শিবাদ করেন। শিল্পীর জন্য শিল্পী ও সহকর্মির জন্য ভালবাসা উজাড় করে তারা যুক্তরাষ্ট্রে ন্যান্সির উপস্থিতিতিক স্বাগত জানান। মঞ্চে পা রেখেই বলেন, কতজন দর্শকের সামনে গান গাইছি তা বড় বিষয় নয়। দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রিয় সংগীত পিপাসুদে ও সরব উপস্থিতি। আমেরিকায় এটিই আমার প্রথম সংগীত সন্ধ্যা। প্রথমবার আমেরিকার মাটিতে পর্দাপন। আমার উপস্থিতি আপনারদের ভালোবাসার অংশ হয়ে থাকবে।

এরপর একে একে 'আকাশে কান পেতে শুনি, এই বুঝি ডাকছ তুমি,' 'বাহির বলে দূরে থাক', 'তোমাকে ছাড়া কি নিয়ে থাকব', 'এত দিন কোথায় ছিল', 'আমি তোমার মনের ভেতর, এক বার ঘুরে আসতে চাই'-এর মতো সাড়া জাগানো ও শ্রোতাপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন ন্যান্সি।

অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ন্যান্সির হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট রিয়েলটর নুরুল আজিম। এ সময় মঞ্চে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ফাহাদ সোলায়মান,কণ্ঠশিল্পী বেবি নাজনীন ও রিজিয়া পারভীন, বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনকের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির বাবলু, ফে্মাহাম্মদ চিশতী সিপিএ, ফ্রেশ ফুড এর সিইও মোহাম্মদ জি সারওয়ার, কোর ক্রেডিট রিপেয়ার্স এর আবুল কাশেম, ইঞ্জিনয়ার আবদুল খালেক,মোহাম্মদ হোসেন জামিল, প্রেসিডেন্ট বেঙ্গল হোম কেয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেদওয়ান হক, হাসান জিলানী ও শোটাইম মিউজিক এর আলমগীর খান আলম প্রমুখ। ছবি নীহার সিদ্দিকী

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিএনপি নেতা মিলন্ট ভূঁইয়ার দুই পুত্রের জন্মদিন পালন

নিউইয়র্ক: বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া (মিল্টন ভূঁইয়া)-এর দুই পত্র আহনাফ রহমান ও আফনান রহমানের জন্মদিন পারিবারিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের একটি রেষ্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও টিভি উপস্থাপক শফিক রেহমান, তার স্ত্রী তালেয়া রহমান, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সহ বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) সদস্য সচিব বদিউল আলম প্রমুখ সহ আহনাফ-আফনানের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

সোনালী এক্সচেঞ্জের সিনিয়র স্টাফ মফিজ সারওয়ারের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্কের সোনালী এক্সচেঞ্জের সিনিয়র স্টাফ মফিজ সারওয়ার (জাকির) শনিবার (৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে নিউইয়র্কে তার নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং ২ সন্তান রেখে যান। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী এবং মৃদুভাষী জাকির ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।

জানা যায়, মরহুম মফিজ সারওয়ার জাকির ১৯৯৯ সালের দিকে সোনালী এক্সচেঞ্জে যোগ দেন এবং তার কর্মজীবনে তিনি এক্সচেঞ্জের প্রায় সবগুলো শাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন। অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ও বিনয়ী স্বভাবের মানুষ জাকির সারওয়ার কাজে যোগদানের অল্পদিনের মধ্যেঁই দক্ষতার পরিচয় দেন। তার মৃত্যুতে সোনালী এক্সচেঞ্জে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রোববার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

KT KHAN'S TUTORIAL

শীঘ্রই ব্রঙ্কসে চালু হচ্ছে খান'স টিউটোরিয়ালের ৭ম শাখা

পরিচয় ডেস্ক: কম্যুনিটির সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান খান'স টিউটোরিয়াল নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরোতে আরো শাখা খুলছে। সম্প্রতি ব্রুকলীনে ৬ষ্ঠ শাখার উদ্বোধন হয়েছে চার্চ-ম্য াকডোনাল্ড এলাকায়। □ারই ধারাবাহিকতায় শীঘ্রই ব্রঙ্কসের বাংলাদেশী অধ্যুষিত পার্কচেষ্টার এলাকায় উদ্বোধন করা হচ্ছে খান'স টিউটোরিয়ালের ৭ম শাখা, জানিয়েছেন খান'স টিউটোরিয়ালস এর সিইও ডা. ইভান খান। উল্লেখ্য, প্যান্ডামিকের আগে খান'স টিউটোরিয়ালের ব্রুকলিনের এই শাখাটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এখানে টিউটোরিং এর সহায়তা গ্রহণ করেছে।

ডা. ইভান খান জানান, পার্কচেষ্টার এলাকার ওয়েষ্টচেষ্টার এভিনিউ ও ডরিস স্ট্রীটের মাঝখানে অবস্থিত এই শাখাটি ব্রঙ্কসের বিস্তৃত এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহায়তা দেবে। খানস টিউটেরিয়ালস এর ব্রঙ্কস শাখাটি সাবওয়ে ষ্টেশনথেকে মাত্র ২ ব্লক দুরে অবস্থিত।

তিনি আরো বলেন, এই শাখাতেও নিউইয়র্ক স্টেট পরীক্ষা, নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুল ভর্তি পরীক্ষা, এসএটি, কলেজে ভর্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তুতিতে টিউটোরিং সহায়তা দেওয়া হবে।

খান'স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্রঙ্কসে নতুন শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে স্পেশালাইজড হাইস্কুল এডমিশন টেস্টসহ অন্যান্য কোর্সে বিশেষ ডিসকাউন্ট দেয়া হচ্ছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা যেতে পারে নাঈমা খান ৯১৭-৯৭৩-৫৪০৭, ৭১৮-৯৩৮-৯৪৫১।

নতুন নামে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের একটি সভা কার্যকরিপরিষদ,উপদেষ্টা ও ট্রাস্টি পরিষদের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিতহয়। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক) এর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক আর.সি টিটোর পরিচালনায় সভায় যুক্ত হন সংগঠনের সম্মানিত ট্রাস্টি আব্দুলজব্বার খান (মুরাদ),কল্লোল আহমদ,সম্মানিত উপদেস্টা মোঃ মেহবুব ,মামুন আহমেদ,সাবেক সভাপতি হাজী শাহাবুদ্দীন,সিনিয়র সদস্য হাজী দুলাল মিয়া এনাম,কার্যকরিপরিষদের সহ সভাপতি জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তি,সহ সাধারন সম্পাদক আহরার হোসেনমুসা,কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হাফিজ আবদার ,সদস্য হারুন রশীদ মামুন প্রমুখ। সভা থেকেসিলেট সদরবাসীর আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের নাম পরিবর্ধন করে "সিলেট সদরএসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক" করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত এবং অচিরেইসাধারন সভা আহ্বান করে তা অনুমদনের জন্য প্রস্তাব পাশ করা হয় ।

SYLHET SHODOR THANA ASSOCIATION OF AMERICA, INC. EST 1997

এছাড়া ও ১৯৯৭ সালেপ্রতিষ্ঠিত "সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক" এর প্রনিত সংবিধানবলবৎ থাকবে এবং সেই মোতাবেক সংগঠন পরিচালিত হবে।সভা থেকে বিশিষ্টসমাজসেবক জনাব মুহিদুল ইসলাম (লোফা) আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এশিয়ায় প্রবৃদ্ধির দৌড়ে চীনকে ছাড়িয়ে ভারতের পরেই বাংলাদেশ বলেছে আইএমএফ

৫ পৃষ্ঠার পর

এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এদিন প্রতিবেদনটির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮ অক্টোবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হবে এবং ওই দিন আইএমএফের সিঙ্গাপুর অফিস থেকে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হবে।

এর আগে ওই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অঞ্চলের অংশ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রকাশিত আইএমএফের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

শুক্রবারের প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি গত দুই বছর ধরে কমছে। এর ধারাবাহিকতায় চলতি বছরেও বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে ৩ শতাংশ হতে পারে। ২০২৪ সালে তা আরও কমে ২ দশমিক ৯ শতাংশের পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। এর ধারাবাহিকতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চলতি বছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। আগামী বছরে তা কমে ৪ দশমিক ২ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। ভারতের প্রবৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত রাখা হলেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কমানো হয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এশিয়ার দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির দৌড়ে ভারতের পরেই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ শতাংশ। ভারতে হবে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এর আগে আইএমএফ বলেছিল বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে ৬ শতাংশ। ওই প্রাক্কলন থেকে দশমিক ৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। ২০২৩ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি হবে ৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে তা আরও কমে হবে ৪ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া এশিয়ার অন্য দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নিচে থাকবে। এতে বলা হয়, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা বেড়েছে। এর মধ্যে চীন, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানির প্রবণতা বেড়েছে। এসব দেশে জলবায়ুর প্রভাব প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি হিসাবে দেখা দিয়েছে। আগামী বছরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে ভুটানের ৩ শতাংশ, মালদ্বীপের ৫ শতাংশ, নেপালের ৫ শতাংশ, পকিস্তানে ২.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। শ্রীলংকার প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে আইএমএফ কোনো পূর্বাভাস দেয়নি। তবে ৩ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের রিজিওনাল ইকোনমিক আপডেট প্রতিবেশনে বলা হয়েছে, শ্রীলংকার ১ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। আইএমএফের প্রতিবেদনে এশিয়ার অন্য দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে- ইন্দোনেশিয়ার ৫ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ৪ দশমিক ৩ শতাংশ, মিয়ানমারের ২ দশমিক ৬ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৩ দশমিক ২ শতাংশ, ভিয়েতনামের ৫ দশমিক ৮ শতাংশ, লাউসের ৪ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরানে ২ দশমিক ৫ শতাংশ, ইরাকে ২ দশমিক ৯ শতাংশ, কুয়েতে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ, ওমানে ২ দশমিক ৭ শতাংশ, কাতারে ২ দশমিক ২ শতাংশ, সৌদি আরবে ৪ শতাংশ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে।

ফাহাদ সোলায়মানের আয়োজনে নিউ ইয়র্কে নাটক ‘দুই দুগুণে চার’ ও জমজমাট সঙ্গীত সন্ধ্যা

৬০ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামসের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও ফাউমা’র সিইও ফাহাদ সোলায়মান এবং এইচ অ্যান্ড এম প্রোডাকশন। উপস্থিত অতিথি ও আগত সকলকে মঞ্চ নাটক আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান ফাহাদ সোলায়মান। নাট্যকার ও অভিনেত্রী জিনাত হাকিমের লেখা ও পরিচালনায় ‘দুই দুগুণে চার’ নাটকটি নিউ ইয়র্কে সর্বশেষ প্রদর্শনীর আগে যুক্তরাষ্ট্রের আরো ৬টি স্টেটে মঞ্চস্থ হয়েছে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে হাসির এ নাটকে শিল্পীদের অভিনয় দেখে উপস্থিত দর্শকরা ছিলেন বেশ আনন্দিত। অবশ্য পরিবারে শান্তি বজায় রেখে এগিয়ে যেতে নাটকে একটি ম্যাসেজ দেয়া হয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন লায়লা হাসান, আজিজুল হাকিম, রিচি সোলায়মান, মির্জা নুর, নাজাহ, তারিন জাহান, জিনাত হাকিম, অলিক ও কামাল।

নাটকের আগে একটি ভালবাসার সন্ধ্যা নামক সঙ্গীতানুষ্ঠানে গেয়েছেন বাংরাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী প্রতিক হাসান ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী ত্রিনিয়া হাসান। পুরো আয়োজনটি উপস্থাপনায় ছিলেন ফাতেমা প্রিসিলা ও মিয়া মো: দুলাল।

অনুষ্ঠান দুটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সারাহ গ্রুপ, ইমিগ্যান্ট এল্ডার হোমকেয়ার এর গিয়াস আহমেদ, মুস্তাকিম আহমেদ, শাহ গ্রুপের শাহ জে চৌধুরি, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম, জোসি চৌধুরী, আমিন মাকজুম, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, বারি হোম কেয়ার, রহমান মালিক, সিলেট মোটরস, বড় বাজার, বাংলা ট্রাভেলস, মামা’স রেস্টুরেন্ট, সারাহ হোম কেয়ার, নূর গ্রাফিক ডিজাইন ইনক, ইফিশিয়েন্ট মেডিকেল কেয়ার পিসি।

অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন কামরুজ্জামান বকুল, শাকিল মিয়া, আব্দুর রৌফ দিলিপ, মোল্লা সানি, জাহাঙ্গীর আলম জয় ও আব্দুস সোবহান প্রমুখ।

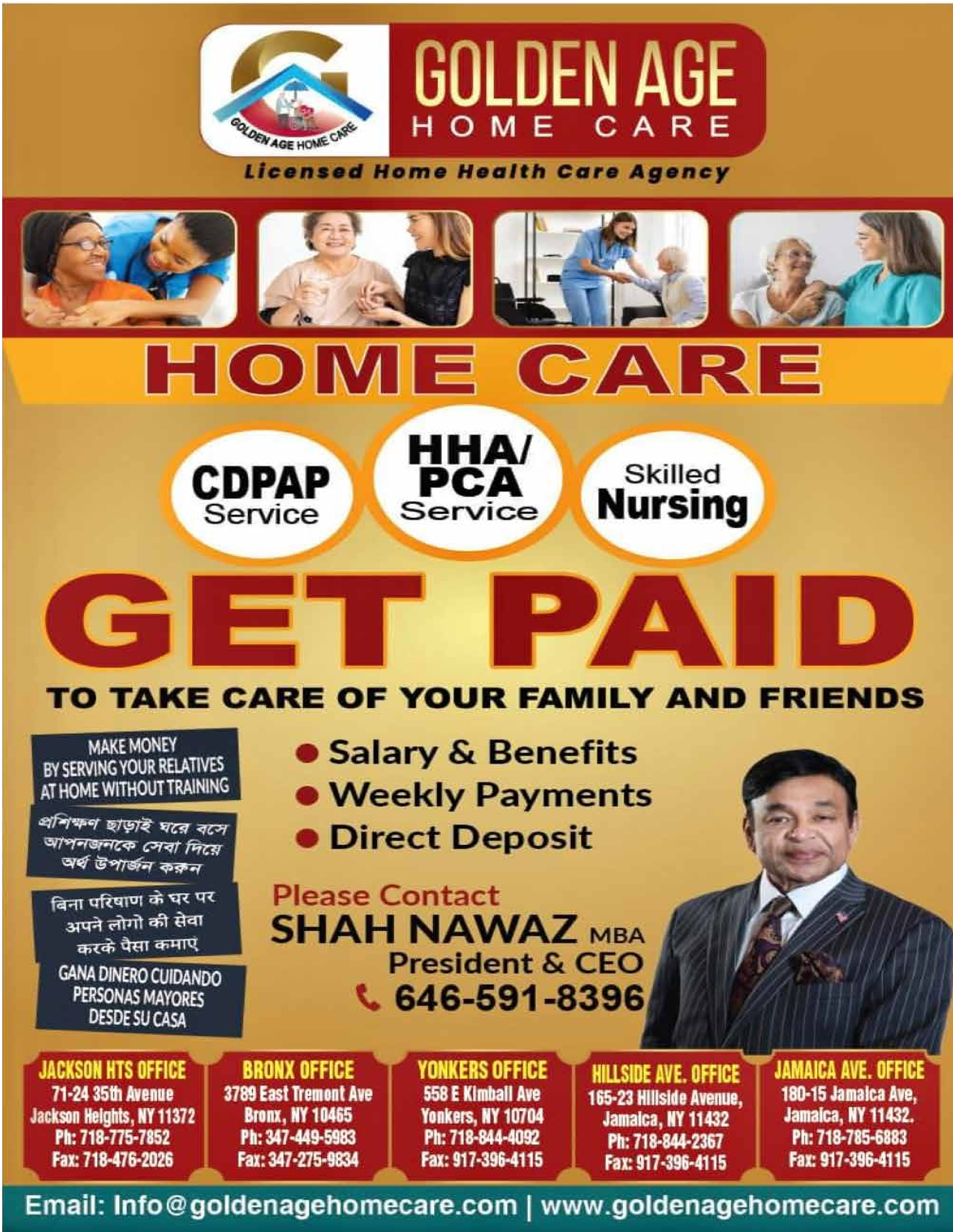
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
HOME CARE
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
GET PAID
TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाएं
GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA
• Salary & Benefits
• Weekly Payments
• Direct Deposit
Please Contact
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশ ভ্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সতর্ক করল আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে আমেরিকা। গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাড়তি সতর্কবার্তা জারি করে বলা হয়, বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে অপরাধ ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু এলাকা আগের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষেত্রে লেভেল-৩ সতর্কবার্তা জারি করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোতে চুরি, ছিনতাই, হামলা এবং মাদক পাচার সামনের শ্রেণির অপরাধ। তবে বিদেশিরা জাতীয়তার কারণে এসব অপরাধীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন- এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। সময় ও পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এসব অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। পর্যটন স্থান, পরিবহন কেন্দ্র, বাজার বা শপিং মল, রেস্তোরাঁ, উপাসনালয়, স্কুল ক্যাম্পাস এবং সরকারি সেবা সংস্থাগুলোতে সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলের সমাবেশ এবং অন্যান্য নির্বাচনি কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। সাধারণ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সমাবেশ এবং বিক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়বে বলে উল্লেখ করা হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশে সফরকারীদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশও সংঘর্ষ-সহিংসতায় রূপ নিতে পারে।

হতে চেয়েছিলেন ডিটেকটিভ, পেলেন অর্থনীতিতে নোবেল!

পরিচয় ডেস্ক: এবার অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ক্লডিয়া গোল্ডিন। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসেবে তিনি তৃতীয় মহিলা। শ্রম বাজারে মহিলাদের অবদান এবং বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

দ্রুত সময়ে ৫০টি ঝাল মরিচ খেয়ে গিনেস রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক: দ্রুত সময়ে ৫০টি বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচ খেয়ে গিনেস রেকর্ড করেছেন কানাডার মাইক জ্যাক। ৫০টি ক্যারোলিনা রিপার খেতে তার লেগেছে ৬ মিনিট ৪৯ দশমিক ২ সেকেন্ড। গড়ে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একটি মরিচ খেয়েছেন তিনি। ২৬ বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

কাশ্মীরকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক! ৭ বছরের জেল হতে পারে অরুন্ধতী রায়ের

পরিচয় ডেস্ক: বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন সাহিত্যিক অরুন্ধতী রায়। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দিয়েছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

প্রথমবার নিউ ইয়র্কে লাইভ কনসার্টে দর্শক মাতালেন ন্যান্সি

পরিচয় ডেস্ক:নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মতো লাইভ কনসার্টে গান গেয়েছেন দেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ন্যান্সি। সেই সাথে মনোমুগ্ধকর একটি সঙ্গীত সন্ধ্যা উপহার দিলেন নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। পিনপতন নিরবতায় সম্মোহিত হয়ে শ্রোতারা উপভোগ করছিলেন সঙ্গীতানুষ্ঠান। বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর ব্যাংক থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের অপচেষ্টা ব্যর্থ

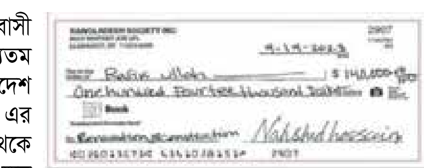

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম প্রাচীন সংগঠন, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমান অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে বলে সেসাইটির কর্মকর্তাদের সুত্রে জানা গেছে। সোসাইটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষসহ কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিক সতর্কতার কারণে চেকের বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

ধনী হওয়ার আগে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে এশিয়ার জনগণ

যেকোনো দেশের জন্যই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী একটি আশীর্বাদ। এর ফলে দেশটির উৎপাদন, অর্থনীতি ও ভোক্তা বাজার সবই বড় হয়। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু কোনো দেশ যদি এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

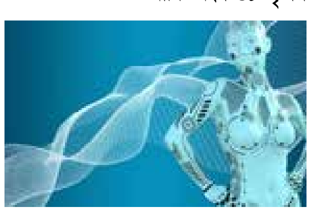

পুরুষদের একাকিত্ব বাড়াচ্ছে এআই প্রেমিকা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎই বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) তৈরি প্রেমিকার সংখ্যা। এতে পুরো এক প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে একাকিত্বের নীরব মহামারি দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। এআই প্রেমিকার বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ফাহাদ সোলায়মানের আয়োজনে নিউ ইয়র্কে নাটক 'দুই দুগুণে চার' ও জমজমাট সঙ্গীত সন্ধ্যা

পরিচয় ডেস্ক: গত ৯ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের নন্দিত নাট্যকার জিনাত হাকিমের লেখা ও পরিচালনায় 'নাটক 'দুই দুগুণে চার' ও সঙ্গীতানুষ্ঠান 'ভালবাসার সন্ধ্যা'। উপভোগ্য নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজক বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়

গ্রীনকার্ড এর 'অপেক্ষারতদের' ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ ৫ বছর করার ঘোষণা

পরিচয় রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র ইমিগ্রেশ্যান দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাসকারী এবং স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার নিমিত্ত গ্রীনকার্ড এর প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ শেষে 'অপেক্ষারতদের' ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ দুই বছরের পরিবর্তে ৫ বছর করা হয়েছে।

তবে গ্রীনকার্ড অনুমোদনের পুর্বে বিভিন্ন ক্যাটেগরি যেমন রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হয় তার মেয়াদ ৫ বছর হবেনা । কেবল যারা গ্রীনকার্ড অনুমোদনের পর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে এডজাষ্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এর আবেদন করার সুযোগ পাবেন, যেমন এইচ ১ ভিসাধারীরা, তারাই কেবল ৫ বছর মেয়াদের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন।

এক কুমড়া ফলিয়ে পেলেন ৩০ হাজার ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বিশাল আকারের একটি মিষ্টিকুমড়া। ওজন ২ হাজার ৭৪৯ পাউন্ড বা প্রায় ১ হাজার ২৪৭ কেজি। অবাক হচ্ছেন? অথচ এই কুমড়া ফলিয়ে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন ট্রাভিস জিয়েনজার। পেয়েছেন ৩০ হাজার বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯